

মা

(কালকেতু-ফুল্লরা

নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(শ্রীযুক্ত শশিভূষণ হাজারার প্রতিষ্ঠিত
শান্তি অপেরা পার্টিতে অভিনীত)

তৃতীয় সংস্করণ

[চতুর্থ সহস্র]

কলিকাতা

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং ।

৫১১ বিবেকানন্দ বোড

১৩৪৩

“মা” গ্রন্থকারের অন্যান্য

শঙ্করাঙ্গুর	১।০
চাঁদ সদাগর	১।০
মানা	১।
মানিনী সত্যভামা	১।০
ভ্রান্তি-বিলাস	১।
ভাস্কর পণ্ডিত	১।০
আরবি ছুর	৫০

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co

Bani-pith—5-1, Vivekananda Road, Calcutta.

Printed by C. C. Santra, Lalit Press,

81, Simla Street, Calcutta.

The Copy-Rights of this drama are the properties of

P. C. Dey, Sole Proprietor of Paul Brothers & Co

Rights Strictly Reserved.

1938

চন্দ্রহাস	১।
রেশা	১।
দময়ন্তী	১।০
রামের বনবাস	১।০
মায়ামুগ	১।০
ইলাবতী	১।০
বসন্তসেনা	১।০

THIRD EDITION

(4th thousand)

উৎসর্গ

দীনের অন্ধাঙ্গুলি

মহতের নিকট উপেক্ষিত হয় না

সেই সাহসেই--

অশেষ গুণালঙ্কৃত বিদ্যোৎসাহী

আশ্রিতপালক, সন্ধর্শ্বত

প্রজারঞ্জক ভূমাদিকারী--

শ্রীযুক্ত মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়ের করকমলে

আমার এই

কুদ্র নাটকখানি

উৎসর্গ করিলাম ।

ভূমিকা

বঙ্গের উক্তকবি মুকুন্দরাম তাঁহার কবিকঙ্কন চণ্ডী নামক কাব্যগ্রন্থে যে ভক্তিরসের উদ্ভাল উচ্ছ্বাস ও মাতৃ-মহিমাব প্রবল বক্তা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ; সেই সম্পদের কিয়দংশ আহরণ করিয়া আমার এই “মা” নামে নাটক রচনা করিয়াছি। তাঁহার উক্ত কাব্যের অন্তর্গত “কালকেতু যুদ্ধরার” করুণ কাহিনী আমার হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আমি সেই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া নাটকের অঙ্গ-সজ্জার সন্নিবেশ করিয়াছি ; তাহাতে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি, আমার সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, নাট্যামোদী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ হাজারা মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত “শান্তি অপেরা পাটিতে” আমার এই “মা” নাটকের অভিনয় করাইয়া ইহাকে সাধারণের গোচরীভূত করিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভাণে হউক, আর ভাবে হউক, প্রাণ খুলিয়া ‘মা’র নাম করিয়াছি, তাই অভিনয়ে সূক্ষ্ম হইয়াছে, নতুবা আমার যশেব কিছুই ইহাতে নাই। যে কারণে হউক, যখন সাধারণে ইহাকে ক্রীতনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তখন সেই সাহসে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যও সমাধা করিলাম।

রথযাত্রা

১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৭।

বিনীত

প্রমুকার।

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

মহাদেব ।

x কালকেতু	ব্যাধ ।
কেতুমান	ঐ পুত্র ।
x স্নকেতু	মুরলার পালিত পুত্র ।
x সহদেব বাণ্ড	গুজবাটের রাজা ।
x পিঙ্গলাদিত্য	ঐ সচিব ।
x দেবলজী	শস্ত্র-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।

কালপুরুষ, মন্তুয়া, ভিক্ষুক, প্রহরী, ঘাতক, গুজবাটের দূত, ঝাড়ুদার, সন্দাব, বণিকদ্বয়, চবদ্বয়, পারিষদগণ, সন্ন্যাসিগণ, বালক-গণ, বন্দিগণ, নাগবিকগণ, ঝাড়ুদারগণ, কাঠুবিয়াগণ, রক্ষিগণ, সৈন্তগণ, কিবাত-সৈন্তগণ, প্রজাগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ

চণ্ডিকা ।

x ফুল্লরা	কালকেতুর পত্নী ।
x মুরলা	কালকেতুর মাতা ।
x স্নেনেত্রা	পিঙ্গলাদিত্যের কন্যা ।
x মাধুরী	দেবলজীর কন্যা ।

ভাগ্যদেবী, জয়লক্ষ্মী, পরিচাবিকা, পূর্ববাসিনীগণ, পল্লীরমণীগণ, কিরাতিনীগণ, সখীগণ, নর্তকীগণ, কাঠুবিয়া-পত্নীগণ, বন্দিনীগণ, প্রেতিনীগণ, ডাকিনীগণ প্রভৃতি ।

মা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কিরাত-পল্লীর প্রান্তভাগ

বটবৃক্ষতলে চণ্ডিকাদেবীর ঘট স্থাপিত, দেবলজ্জী পূজায় রত ; কিরাত-
পল্লীব আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। গলগলীয়ীকৃতবাসে উপবিষ্ট। জনৈক সন্ন্যাসী
গাহিতেছিলেন ।

সন্ন্যাসী ।—

গান ।

এসীক এসন্নময়ী এণব-রূপিণী ।

পরমা প্রকৃতিরূপা পতিত-পাবনী ।

অন্নদা উমা অম্বিকা, জগদম্বা অম্বালিকা,

বহেশ-মোহিনী জামা হরিত-বারিণী ;

বোগান্তা বোগেশ-জায়া, এলোকেশী বলাম্বায়া,

অর্ণবা অভয়া চণ্ডী দুর্গতিহারিণী ।

[পূজা ও আরতি শেষ হইলে সকলে প্রণাম করিল, দেবলজ্জী
সকলকে আশীর্বাদী পুষ্প বিতরণ করিলেন, যাদুরী প্রসাদ
বণ্টন করিয়া দিলেন ।]

দেবল। তোমাদের এই পূজা আর শত্রু, শাস্ত্র-শিক্ষা প্রভৃতি কর্তব্য সমষ্টি স্থনিযুক্তিত কবতে আমি যেমন উপদেশ দিয়েছি, সেইমত কার্য্য ক’রো। শুধু মনে বেথো—সপ্তাহেব মধ্যে একটি দিন মঙ্গলবার দেবীপূজাব দিন; সে পুণ্য দিনে জীবহিংসা ক’বো না, অস্ত্র ধারণ ক’বো না। সহস্র বিপৎপাতেও অটল মহীৰূহের মত সমস্ত বিপদ্ মাথা পেতে নিবো। মঙ্গলময়ী দেবী চণ্ডিকাব প্রসাদে তোমাদের কোন অমঙ্গল হবে না।

[সকলে আর একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও একে একে চালায়া গেল। মুরলা ধীবে ধীরে দেবী চণ্ডিকার সম্মুখীন হইয়া উপবেশন করিল ও গলগল্যাকৃতবাসে ষোড়হস্তে কহিল।]

মুরলা। শুণো দেবি! অন্তর্যামিনি! আর কতকাল সহিব, জননি? এই শতধা জাঁগ-দাঁগ বুকে শোকের তীব্র জ্বালা আর কতদিন লুকিয়ে রাখিব, জননি? অন্তবেব অন্তস্তম প্রদেশে প্রতিহিংসার তীব্র তুফানল—সেই বিশ বৎসরের স্মৃতি—সেই নির্ঝাঁত নিস্তক কালরাত্রি, যখন নিম্নম গুজবাট-রাজের আদেশে আমার মেহময়ী জননাকে জীবন্ত দগ্ধ কবেছিল, মাতৃহাবা অসহায়্য কত্না আমি—মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব ব’লে জননীৰ স্বর্গীয় আত্মাকে আশ্বাস দিয়েছিলুম, সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হ’তে হৃদয়ে তীব্র প্রতিহিংসার তুফানল ছেলে—

দেবল। মুরলা, তুমি মায়ের আশীর্বাদী ফুল নিলে না?

মুরলা। নেব বৈকি—ঠাকুর, মায়ের আশীর্বাদী ফুল নেব না। ঠাকুরের কাছে একটু প্রয়োজন আছে ব’লে একটু অপেক্ষা করছিলাম।

দেবল। কি প্রয়োজন, মুরলা?

মুরলা। কালু আর সুকুর ভাৱ জ্ঞাপনাকে দিবে আমি একবার তীর্থ-দর্শনে যাব ইচ্ছা করছি।

দেবল । এ ত সুখের কথা ! কালকেতু পুত্রের পিতা—সুকেতু যুবক, কেউ সংসারে অনভিজ্ঞ নয় । আচ্ছা, তুমি কতদিনে ফিরবে ?

মুরলা । ঠাকুরের কাছে গোপন করবার কিছুই নাই । এতদিন পরে সংবাদ পেয়েছি, তিনি জীবিত ; তাই একবার তাঁর অনুসন্ধানে যাব ।

দেবল । সত্যের কর্তব্যই ত তাই, মুরলা ! যখন নিকৃদ্দিষ্ট স্বামীসহ সন্ধান পেয়েছ, তখন তাঁর অনুসন্ধানে দেবী চণ্ডিকার নাম স্মরণ ক'রে এই মুহূর্তেই যাত্রা কব ।

মুরলা । তা' হ'লে আসি, ঠাকুর ! [প্রণাম]

দেবল । শুভমস্তু ।

[মুরলার প্রস্থান ।

মাধুরী । বাবা, মায়ের পূজা ত শেষ হ'ল ; কাল থেকে একাদশী ক'রে আছ, কিছু খাবে চল ।

দেবল । সুখেই হোক্ আব দুঃখেই হোক্, মানুষের জঠরাগ্নির ইন্ধন যোগাতেই হবে—ঈশ্বরের কৌ বিচিত্র সৃষ্টি !

মাধুরী । এখন তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব রেখে দাও ; কাল থেকে কিছু খাও নি—কিছু মুখে দেবে চল ।

দেবল । নিতান্তই যখন ছাড়'বি নে, তখন দে—মায়ের চরণামৃত দে ।

মাধুরী । আবার ত পাড়া-বেড়াতে যাবে ?

দেবল । যাব না ; আজ মঙ্গলবার, বাধ্যপন্নীর কেউ শিকারে যাবে না ; সকলের অবস্থা ত সমান নয়, হয় ত কারো ঘরে মা-লক্ষ্মী বাড়ন্ত, তাদের ডেকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে ত হবে ।

মাধুরী । যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে জুটবে, নইলে আজও একাদশী, কেমন ?

দেবল। পাগলী মেয়ে, তারাও যে তোব মতন আমাব
সন্তান ; তাদের অমঙ্গলে কি স্থির থাকতে পাবি ? দে—মায়ের
চরণামৃত দে ।

অনুচরদ্বয় সহ পিজলাদিত্যের প্রবেশ ।

পিজল। দেবলজী, বেরিয়ে এস ।

দেবল। কে তোমরা—কি চাও ?

পিজল। আমি চাই তোমাকে আর তোমাব কন্তাকে ।

দেবল। আমাদের তোমার প্রয়োজন ?

পিজল। তোমরা রাজদ্রোহী ; গুজরাট-রাজ সহদেব রাণ্যের আদেশে
আমি তোমাদের বন্দী করতে এসেছি ।

দেবল। আমরা রাজদ্রোহী । যাতে রাজদ্রোহ প্রকাশ পায়, এমন
কাজ জীবনে কখন করেছি ব'লে ত মনে হয় না ; অথচ মহাশয় বলছেন—
আমরা রাজদ্রোহী ? মহাশয়ের বোধ হয়, ভুল হয়েছে—মহাশয়ের লক্ষ্য
এ দীন ব্রাহ্মণ বা তাব কন্তা নয় ।

পিজল। আমার লক্ষ্য অন্য কেউ নয়—ব্রাহ্মণ, তুমি আর তোমার
কন্তা । এখন বলতে চাই তোমরা খেচ্ছার আমার অনুগামী হবে কি
না ? অন্ত্যায় বল-প্রকাশে বাধ্য হ'ব ।

মাধুরী। একি অত্যাচার ! রাজ্য কি অরাজক ? একজন নিরীহ
আর তার নিরপরাধা কন্তাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী করতে
চাও ?

দেবল। মাধুরি, চুপ্ কর । জ্ঞান-মন্ত্যের জন্ত ওরা দারী নয়—
ওদের বাধা দিলে রাজদ্রোহিতা করা হবে । চলুন মশায়, কোথায় যেতে
হবে । আর—না, আমার সঙ্গে আর ।

কেতুমান্ ও বালকদ্বয়ের প্রবেশ ।

কেতু । দেবতা দাদাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

পিঙ্গল । যমের বাড়ী—তুই যাবি ?

কেতু । বল না—দেবতা-দাদা, রাজার লোক তোমাদেব কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

দেবল । রাজা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই—ভাই, তাঁর কাছে যাচ্ছি ।

কেতু । উহঁ, তা নয় । ডেকে পাঠালে মাধু-মায়েব চোখে জল কেন ? এরা নিশ্চয়ই তোমাদের জোব ক'রে নিয়ে যাচ্ছে । তা হবে না, আমরা কিছুতেই তোমাদেব ধ'বে নিয়ে যেতে দোব না—এই আমরা পথ আগলে এসে দাঁড়ালুম, দেখি তুমিমাঝে কেমন ক'বে নিয়ে যাও ।

পিঙ্গল । হুঙ্কার-ডিম্বগুলোব ঝাঁজ্ দেখ । এই—এদের কান ধ'বে পথ থেকে সবিয়েদে ।

দেবল । হিঃ ভাই, বাজাব লোকের সঙ্গে অমন ক'রো না—পথ ছেড়ে দাও । চলুন মশায়, কোথায় যেতে হবে । আয়—মা, আমার সঙ্গে আয় ।

[পিঙ্গলাদিত্য, দেবলজী, মাধুবী ও অনুরূপদ্বয়ের প্রস্থান ।

প্রথম বালক । দেখ, ওদের হাতে তলোয়ার, আররা শুধুহাতে—ওদের সঙ্গে পারব না ; তাব চেয়ে আমরা তাঁর-দম্ভক নিয়ে ওদের পথ আটকাই চল ।

সকলে । হাঁ-হাঁ, তাই চ—

[সকলের বেগে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ব্যাধপল্লী—কালকেতুর কুটির। কাল—প্রভাত।

ফুল্লরা।

ফুল্লরা। তাই ত, দেখতে দেখতে বেলা অনেকটা হ'য়ে গেল ; ছেলেটা এখন কি-খাই কি-খাই ক'রে ছুটে আসবে। যাই, চাল ক'টা ধুয়ে এনে চড়িয়ে দিই।

মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। এই নাও, বোমা ! মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদ আর এই আশীর্বাদী ফুল। কালকেতু, স্নকেতু আর কেতুমানকে দিয়ে তুমিও একটু মুখে দিয়ে। এখন থেকে মায়ের পূজা দেওয়া প্রসাদ আনার ভার তোমার উপর রইল। প্রতি মঙ্গলবারে প্রত্যুষে উঠে স্থান ক'রে মায়ের পূজা দিয়ে। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় কখনও অমঙ্গল হবে না।

ফুল্লরা। আজ হঠাৎ এ ভার আমার উপর দিচ্ছ কেন, মা ?

মুরলা। আজ তার প্রয়োজন হয়েছে, তাই দিচ্ছি। আমি কিছু দিনের জন্ত—কিছুদিনের জন্তই বা বলি কেন, তুমি ত চিরদিনের জন্ত এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব !

ফুল্লরা। সে কি, মা ! কোথায় যাবে ?

মুরলা। তোমার নিকৃদ্দিষ্ট শত্ৰুদের সন্ধানে। আমি সংবাদ পেয়েছি, তিনি এখনও জীবিত। এতদিন চেষ্টা করেছি, কোন ফল হয় নি ; আর একবার চেষ্টা করব। আমাব এ ক্ষুদ্র সংসারের ভার তোমার উপর রইল। তোমার যেমন পুত্র কেতুমান—দেবর স্নকেতুকেও তেমনি মেহের চক্ষে দেখো। উদ্ধৃত যুবক সে—কখনও তার উপর অভিমান ক'রো না।

ফুল্লরা । [বজ্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিল ; কিছুক্ষণ পরে আকুলকণ্ঠে কহিল] মা—

মুরলা । হিঃ ! অবুঝ ত'য়ে না—চোখের জল ফেলো না ; মনে রেখো, তুমিও রমণী—সতী-সীমন্তিনী । হাঁ, আর একটা কথা—আমরা ছোট জাত, মাংস বিক্রী করা, হাটে যাওয়া আমাদের জাত-ব্যবসা, এতে আমাদের মান-অপমান নেই । যেমন আমি যেতুম, এখন থেকে তোমাকেই যেতে হবে । দেবতার দয়ায় আমাদের মত ছোট জাতও একটু-আধটু শিক্ষা পেয়েছে, তাই ব'লে কি আমরা অহঙ্কারে জাত-ব্যবসা ছেড়ে দোব ? কথ'খনো না । সর্বদা মনে রাখ'বে—শিক্ষায় জ্ঞান বাড়ে—অহঙ্কার বাড়ে না ।

ফুল্লরা । তুমি কি আজই যাবে, মা ?

মুরলা । হাঁ, আজই ।

ফুল্লরা । ওদের সঙ্গে দেখা করবে না ?

মুরলা । বোধ হয়, তাও পারব না । কালকেতু স্নকেতু কি শিকারে গেছে ?

ফুল্লরা । আজ যে মঙ্গলবার, আজ ত শিকার করবেন না ; তাই তাঁরা দখিণেব জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেছেন ।

মুরলা । দখিণের জঙ্গলে ? ভাল, যাবার সময় ঐ পথ দিয়েই যাব, যদি তাদের সঙ্গে দেখা হয় ।

ব্যস্তভাবে কেতুমানের প্রবেশ ।

কেতু । ঠাকুর-মা—ঠাকুর-মা । শীগ্গীর তীর-ধনুক দাও ত—

মুরলা । তীর-ধনুক নিয়ে কি হবে, ভাই ?

ফুল্লরা । হিঃ বাবা ! আজ কি তীর-ধনুকে হাত দিতে আছে ? আজ যে মঙ্গলবার ।

কেতু। য্যা, তীর-ধনুকে আজ হাত দিতে নেই। তাই ত, তা' হ'লে কি হবে, ঠাকুর-মা ?

মুরলা। কিসেব কি হবে, ভাই ?

কেতু। তা' হ'লে আমাদের দেবতা-দাদাকে কে বাঁচাবে ?

মুরলা। কেন, তোর দেবতা-দাদার কি হয়েছে ?

কেতু। তা বুঝি জান না ? দেবতা-দাদাকে আর মাধু-মাকে যে রাজার সেনাই ধ'রে নিয়ে গেছে।

মুরলা। য্যা ! বলিস্ কি !

কেতু। আমি ঐ শিমুলতলায় খেলছিলাম, দেখলাম রাজার সেনাইরা তাদের ধ'রে নিয়ে গেল। তুমি আমার তীর-ধনুক দাও, ঠাকুর-মা। আমি সেনাইদের সঙ্গে লড়াই ক'রে দেবতা-দাদাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। হোক মঙ্গলবার—আমি দেবতা-দাদাকে নিয়ে ফিরে এসে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মাফ চাইব।

মুরলা। অবোধ বালক ! রাজাব সেনাইয়ের সঙ্গে লড়াই করবি তুই ?

কেতু। কেন, পারব না, ঠাকুর-মা ? আমি বরা মারতে পারি, বাঘ মারতে পারি, তারা ত আর বাঘ-বরার মত নয়।

মুরলা। বনের একটা বাঘের চেয়ে তারা আরও ভয়ানক। বাজার সেনাই তারা—লক্ষ লক্ষ বাঘের শক্তি তাদের পেছনে ; তুই তাদের সঙ্গে পারবি নি, ভাই। তার চেয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক, তিনি তোর দেবতা-দাদাকে আর মাধু-মাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনে দেবেন। বোমা, আমি আর বিলম্ব করতে পারব না। চললাম, কেতুমানের উপর লক্ষ্য রেখো—তাকে কোথাও বেতে দিয়ো না।

[প্রস্থান।

কেতু । ঠাকুর-মা কোথায় গেল, মা ?

ফুল্লবা । তীর্থ-দর্শনে ।

কেতু । তীর্থ কি, মা ?

ফুল্লবা । যেখানে গেলে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, এই তীর্থ ।

কেতু । আমি তা' হ'লে তীর্থ-দর্শনে যাব, মা !

ফুল্লবা । তোমার কি এখন যেতে আছে, বাবা ? তুমি যে ছেলে-মানুষ !

কেতু । ছেলেমানুষ কি দেব-তাকে দেখতে পায় না ?

ফুল্লবা । কখনও পায়—কখনও পায় না ।

কেতু । কেন পায় না, মা ?

ফুল্লবা । বড় হও তখন বুঝবে ।

কেতু । এখন দেব-তা-দাদাকে কে ফিরিয়ে আনবে, মা ? আমার যে দেব-তা-দাদার জন্ত বড় মন কেমন করছে !

ফুল্লবা । তোমার ঠাকুর-মার কথা শুন্লে ত, বাবা ! মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক, তিনিই তোমার দেব-তা-দাদাকে ফিরিয়ে এনে দেবেন ।

কেতু ।—

গান ।

আমি কি ব'লে ডাকব তোরে,

মঙ্গলময়ী মা ।

আমার শেখা শুধু মা কথাটি,

আর ত কিছু জানি না ।

ক্ষুধা পেলে মা মা বুলি

মাকে গেলে বাধা ভুলি,

হাসি ঝাঁহি মায়ের কোলে,

মা বই কিছু জানি না ।

[বিভোরভাবে প্রস্থান ।

ফুল্লরা। অবোধ বালক ! মুখেব একটা সাস্থনা-বাক্যে ভোলে না ,
কিন্তু এ কি অত্যাচার ! নিরীক্ষারোহী ব্রাহ্মণেব উপর এ অত্যাচার কেন ?
দুর্ভাগা গুজরাটবাসী, তাই ছুই বাজার এই অত্যাচারেব প্রতিবিধান কব্বে
কেউ নাই !

পিঙ্গলাদিত্যেব প্রবেশ ।

এ কি । কে আপনি ?

পিঙ্গল । অল্প পবিচয়ে প্রয়োজন নাই , আমাকে একজন বন্ধু ব'লেই
জেনো, ফুল্লবা । আমি এসেছি—তোমাদেব উপকার কব্বে । তোমাব
দেবলজীব মুক্তি চাও ?

ফুল্লবা । উপকারী বন্ধু, আপনাকে অভিবাদন কবি । দয়া ক'বে
বলুন—গুরুদেবেব মুক্তি উপায় কি ?

পিঙ্গল । উপায় আছে ফুল্লবা, একমাত্র উপায় আছে । তুমি
ইচ্ছা করলে, ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিতে পাব ।

ফুল্লবা । আমি ইচ্ছা কব্বে মুক্তি দিতে পারি—আমাব ইচ্ছার উপর
গুরুদেবেব মুক্তি নির্ভব করছে । তবে কি তাঁব শাস্তি বজ্র আমি
অপবাদী ?

পিঙ্গল । হয় ত তুমি অপবাদিনী নও ; কিন্তু এও সত্য, তুমি ইচ্ছা
করলে ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিতে পাব ।

ফুল্লবা । বলুন, কি কব্বে তিনি মুক্তি পাবেন ?

পিঙ্গল । সুন্দরি, তুমি যদি তোমাব ঐ অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, ঐ
উচ্ছলিত যৌবন গুজরাটরাজকে উপহার দিতে পার, তা' হ'লে গুজরাটবাজ
দেবলজীকে মুক্তি দেবেন । ফুল্লরা, বিশেষ বিবেচনা ক'বে উত্তর দিয়ে ।
মনে রেখো—এ তোমার গুরুভক্তি ব পরীক্ষা । দান-বীৰ কণ যেমন গুরু-

ভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—পুত্র-বলিদানে, এ-ও তেমনি তোমার গুরুভক্তির পরীক্ষা। দান-বীর কর্ণের মত তোমার ঐ কীর্তি-গাথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিঘোষিত হবে। বল—ফুল্লরা, কি চাও ? তোমার শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু দেবলজীর শাস্তি, না মুক্তি ?

ফুল্লরা । [স্বগত] এ কী কুৎসিত প্রস্তাব !

পিঙ্গল । ফুল্লরা, উত্তর দাও কি চাও ?

ফুল্লরা । কি উত্তর দোব—কি চাই ! গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে সর্বস্ব হারাতে পারব না ! ওগো অপরিচিত বন্ধু, অপরাধ নিয়ে না ; জ্ঞান-হার। কিরাত-রমণী আমি—ভালমন্দ কিছু জানি না, জানি শুধু—এখন আর আমি আমার নই ; আমার স্বামীর পায়ে সর্বস্ব দিয়ে আমি এখন নিঃস্ব হয়েছি। এখন তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—তাঁর কর্তব্যই আমার কর্তব্য। দয়া ক’রে যদি দরিদ্রের পর্ণ-কুটির পদার্পণ করেছেন, তবে আর একটু দয়া করুন—আমার স্বামীর প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন !

পিঙ্গল । ততখানি অবসর আমার নেই। বুঝলুম, শাস্তিই দেবলজীর প্রাপ্তন। জ্ঞানহীনা নারী তুমি, কীর্তি চাও না—চাও অপকীর্তি !

[কাঠের বোঝা লইয়া কালকেতু প্রবেশ-পথ হইতে]

কাল । কেতুমান, তোমার খুল্লতাত ফিরে এসেছে ?

ফুল্লরা । ঐ—ঐ আমার স্বামী বাড়ী ফিরে এসেছেন, আর আমার কোন চিন্তা নেই !

পিঙ্গল । তাই ত ফুল্লরা, তোমার স্বামীর সাম্নে এ প্রস্তাব করতে যে, মহারাজ নিষেধ করেছেন ।

কালকেতুর প্রবেশ ।

কাল । কিসের প্রস্তাব, ফুল্লরা ?

ফুল্লরা । ওগো, আমাদের বড় বিপদ ! রাজার চর গুরুদেবকে আর তাঁর কন্যা মাধুরীকে ধ'রে নিয়ে গেছেন ।

কাল । কেন—কি অপরাধে ?

ফুল্লরা । তিনি আমাদের শত্রু আর শাস্ত্র-গুরু এই অপরাধে । এই অপরাধের জন্য তাঁকে কঠোর শাস্তি নিতে হবে । এই মহাপুরুষ একমাত্র মুক্তির উপায় বলেছেন, যদি—

পিঙ্গল । না-না, আমি ত সেকথা বলি নি ! ছেড়ে দাও আমাকে—চ'লে যাচ্ছি ।

ফুল্লরা । না-গো-না, ইনি সে উপায় বলেছেন । ইনি বলেছেন—এই অস্পৃশ্য কিরাত-রমণীর রূপ-যৌবন রাজার কাছে উপটোকন দিলে রাজা গুরুদেবকে মুক্তি দেবেন ।

কাল । কুকুর, অস্পৃশ্য কিরাত-রমণীর রূপ-যৌবন কামনা করবার পূর্বে শির দিতে হয়, জানিস্ ? [আক্রমণোচ্চত]

পিঙ্গল । দোহাই—দোহাই—কালকেতু, আমায় রক্ষা কর—আমার কোন দোষ নেই—আমি ভৃত্য !

ফুল্লরা । সতাই ত, কয়ছ কি ! দূত যে অবধা !

কাল । কে—কে তুই ?

পিঙ্গল । আমি পিং—পিং—পিঙ্গলাদিত্য ।

কাল । দূর হ' মুখ' ! সাক্ষীর অনুকম্পায় আজ বেঁচে গেলি ; কিন্তু সাবধান—আর কখনও এরূপ নীচ-অভিসন্ধি নিয়ে কিরাত-পল্লীতে প্রবেশ করিস্ নি ! সাবধান—

[পিঙ্গলাদিত্যের প্রস্থান ।

ফুল্লরা, আমায় এখনই যেতে হবে ।

ফুল্লরা । ওগো, বিপদের উপর মহা-বিপদ ! মা গম্ভীর জন্মের মত ছেড়ে গেছেন ।

কাল । য্যা—মা ? বল কি, ফুল্লরা ! কোথায় গেছেন ?

ফুল্লরা । তীর্থ-দর্শনে—তোমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সন্ধানে । আর ব'লে গেছেন, পথেই তিনি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ।

কাল । কোন্‌পথে গেছেন জান, ফুল্লরা ।

ফুল্লরা । দখিণের জঙ্গলের পথে !

কাল । ফুল্লরা, আমি আর মুহূর্ত্ত-মাত্র অপেক্ষা করতে পারছি না । জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন—গুরুদেবের উদ্ধারের চেষ্টা করা চাই ।
[গ্রহণ ।

ফুল্লরা । ভাই ত, কি হবে ? মা মঙ্গলচণ্ডি ! এ বিপদ হ'তে উদ্ধার কর, মা !

[গ্রহণ ।

কালা

৭. অধ্যায়

স্থান—বন-পথ। কাল—অপরাহ্ন

[বনপথের একপাশে একটা রক্তদ্বার-শিবিকা রক্ষিত। শিবিকার অনতিদূরে দুইজন বাহকেব রক্তাক্ত মৃতদেহ পতিত; অবশিষ্ট বাহকগণ পলায়িত। শিবিকামধ্যস্থ রমণী হিংস্র শাদ্দুল-ভয়ে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—“ওগো, কে কোথায় আছ রক্ষা কর!”]

শোণিত-বর্ণিত হস্তে একখানা কুঠার লইয়া

বগে স্নকেতুর প্রবেশ।

স্নকেতু। ভয় নাই—নাহি—দুরন্ত-শাদ্দুলকে আমি বধ করেছি।
শিবিকায় কে আছে, দাঁড়াও।

[স্ননেত্রা বধীবে শিবিকাদ্বার উন্মোচন করিল]

স্ননেত্রা। আপনি শাদ্দুলকে বধ করেছেন?

স্নকেতু। হাঁ আন।

স্ননেত্রা। আপনি শক্তিমান! আপনি আজ আমার প্রাণদান করলেন, আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।

স্নকেতু। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও প্রয়োজন নেই; আমি আমার কর্তব্য করেছি। গুরুর প্রসাদে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেছিলুম, আজ কর্তব্য-সম্পাদন করতে তার পরীক্ষা হয়ে গেল; বুঝলুম, আমার শিক্ষা বার্থ হয় নি।

স্ননেত্রা। সাম্রাজ্য একখানা কুঠারের সাহায্যে এমন একটা ভীষণ

শাদ্দীল বধ করলেন। ধন্য আপনার শিক্ষা—আব ও আপনি শিক্ষাদাতা।
মহান্ ক্ষত্রবীৰকেও শত ধন্যবাদ।

সুকেতু। আমাব শিক্ষাদাতা গুরু ক্ষত্রিয়-এন। । । ব ববিদ
ব্রাহ্মণ। আব আপনি আমায় ‘আপনি’ বলবেন না; কাংগ অতি হীন
কিবাত-কুলে জন্ম আমাব।

সুনেত্রা। হীনকুলে জন্ম হ’লেও কর্তব্যে আপনি মহান্। আব
আমাব প্রবৃত্তিও এতটা হীন নয় যে, প্রাণদাতার কাছে তত্ত্বতা প্রকাশ
কুণ্ঠিত হব।

সুকেতু। ওকথা যাক। এখন জান্তে চাই—আপনি কেমন
ক’বে গৃহে ফিবে যাবেন, আপনার শিবিকার বাহক ঠৈ ?

সুনেত্রা। এই বনপথটুকু পাব ক’বে দিলেই আমি স্বচ্ছন্দে ফিরে
যেতে পারব।

সুকেতু। শিবিকা বাহক ভিন্ন আর কি কেউ আপনার সঙ্গী ছিল
না ?

সুনেত্রা। ছিলেন—আমার জননী, আর দুজন পরিচারিকা।
কিন্তু তাঁদের শিবিকা আমাব শিবিকাব অনেক পশ্চাতে ছিল।

সুকেতু। তা’ হ’লে চলুন, আমিই আপনাকে বনপথটুকু পাব ক’বে
দিয়ে আসি।

সুনেত্রা। এতটা অমুগ্রহ ক’বেন ?

সুকেতু। অমুগ্রহ কেন ? এ-ও আমার কর্তব্য।

সুনেত্রা। [স্বগত] ঈশ্বরের কী বিচিত্র লীলা। দেবতার মত
হৃদয়, দেবতার মত রূপ নিয়ে ইনি জন্মেছেন হীন ব্যাধের ঘরে।

[উভয়ে গমনোত্তম হইলে মুবলা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল]

“সুকেতু”—সুকেতু ফিরিল।]

স্বকেতু । কে ! মা ?

মুরলা । দুঃখী আমি । আশুন নিয়ে খেলা করতে যেয়ো না—স্বকেতু, ফিরে এস ।

স্বকেতু । এ কথা কেন বলছ, মা ? আমি ত কোন অন্ডায় কাজ করি নি ; এই অসহায়া বালিকাকে বনপথ পার ক'রে দিতে যাচ্ছি এই যাত্র ।

মুরলা । তুমি বালিকাকে ব্যাঘ্রমুখ হ'তে রক্ষা ক'রে কর্তব্যের ষোল আনা পূর্ণ করেছে, এখন বালিকার সঙ্গ পরিত্যাগ কর । প্রয়োজন হয়, আমিই তাকে অরণ্য-সীমান্তে রেখে আসছি ।

স্বনেত্রা । আমার কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নেই, আমি একাই যেতে পারব ।

গান ।

চল রে চরণ চ'লে চল

আঁখি বধা ল'রে যার ।

ভবে দুখের হেতু নারী

বিপদ-ডেকে আনে পার পার ॥

অধমল যার সঙ্গের সাধী

তার কি ভাবনা ভয়,

যরণ-পথের ছাত্রী সে যে,

জীবনটা তার দুখময়,

তার যুবের বোরে রঙিন স্বপন

অন্তে শুধু নিরাশার ॥

[চকিতে একবার স্বকেতুর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান ।
স্বকেতু । নির্জন বনপথে একাকিনী বালিকা ; যদি ভয় পায়, মা ?
মুরলা । সেজন্য তোমার উৎকর্ষার প্রয়োজন নেই, পুত্র ! স্বকেতু—

স্বকেতু । মা !

মুরলা । তোমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে ?

স্বকেতু । আছে ।

মুরলা । মনে আছে—সেই নৃশংস গুজরাটরাজের নির্মম অত্যাচারের কথা ? যে নির্মম পিশাচ একদিন বিনাদোষে আমার স্নেহময়ী জননীকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীয়াস্ত দগ্ধ করেছিল, যতদিন না সে নির্ভর হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে, ততদিন কৌমার্যা-ব্রত অবলম্বন করবে ?

স্বকেতু । তাই কি একটা অলীক আশঙ্কায় এক সহায়হীনা বালিকার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে আদেশ করলে, মা ?

মুরলা । ঠিক তাই । শোন পুত্র ! আর একটা কথা—আমি সংবাদ পেয়েছি তোমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা এখনও জীবিত । সারাজীবন অনুসন্ধান ক’রে ধীর সাফাৎ পাই নি, এই জীবনের সন্ধ্যায় আর একবার তাঁর অনুসন্ধানে যাব । কতদিনে ফিরব, তা বলতে পারি না—ফিরব কি না, তাও জানি না ; শুধু প্রতিশোধ নিতে তোমায় রেখে গেলুম । সাবধান স্বকেতু । কর্তব্য ভুলো না । এই বিশাল বিশ্বে তোমার একমাত্র আশ্রয়, বন্ধু, উপদেষ্টা, সহায়, তোমার অগ্রজ কালকেতু । বিমাতা-পুত্র হ’লেও তোমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী । প্রাণান্তেও যেন তার অবাধ্য হ’য়ো না ।

স্বকেতু । আজই যাবে, মা ?

মুরলা । হাঁ, আজই—এখনই । হাঁ, আর এক কথা, স্বকেতু ! কেতুমানের মুখে শুনলুম, রাজার লোক নাকি তোমাদের গুরু দেবলজী ঠাকুরকে ধ’রে নিয়ে গেছে ; তুমি অবিলম্বে ব্রাহ্মণের সংবাদ নাও ।

স্বকেতু । য্যা ! বল কি ?

[বেগে প্রস্থান ।

[মুরলার অপর দিক্ দিয়া প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজসভা । কাল—প্রভাত

সহদেব রাও, পিজলাদিত্য, পারিষদগণ সকলে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট ।
অদূরে রক্ষিবেষ্টিত দেবলজী ও তাহার কন্যা দণ্ডায়মান । মাধুবী
অবশ্যেই মুখ ঢাকিয়া ছিল ।

সহ । তুমি দেবলজী ?

দেবল । আমি, মহারাজ !

সহ । বার্তাবহ মুখে

শুনিয়াছি অপূৰ্ব বারতা ।

নীচ ব্যাধকূলে

অস্ত্র-শাস্ত্র শিক্ষাদান করিয়াছ তুমি ।

ঘৃণিত অম্পৃক্ত জাতি সদা কদাচাবী,

রহে দূরে সমাজ হইতে ;

পশু-মাংসে উদর পূরায়,

পশুসম ঘৃণিত আচার,

শিক্ষাদান-যোগ্য-পাত্র নহে কদাচন ।

শিক্ষা হ'তে আত্মার উন্নতি—

নীতিবাক্য সভ্য জগতের ।

কিন্তু সেই শিক্ষা অযোগ্যে দানিলে

ফলিবে কুফল তায়,

বুদ্ধি পাবে নীচের প্রভাব,

ঘটাবে বিপ্লব,
 অহেতুক বাড়িবে জঞ্জাল ।
 এ বৃদ্ধ বয়সে
 বুদ্ধিবংশ ঘটেছে তোমার,
 সাধিয়াছ নীতি-ব্যভিচার,
 তাই অপবাদী তুমি ।

দেবল ।

অপরাধী আমি !
 একি রাজনীতি ?
 শিক্ষাদান অপরাধ,
 নীতি-ব্যভিচার—
 শুনিতেছি জীবনে প্রথম !
 জানি সবিশেষ,
 উচ্চ নীচ সুশিক্ষায় সম অধিকারী ।
 সুশিক্ষা প্রভাবে
 নাশ হয় অজ্ঞান-তিমির ;
 উজ্জল প্রভায়—
 ফুটে ওঠে জ্ঞানের আলোক ;
 জ্ঞানের প্রভাবে—
 নীচ সদাচারী লভে উচ্চগতি ;
 উচ্চবংশজাত মূঢ়জন,
 অশিক্ষায় নীচ কদাচারী,
 জানি ইহা মনীষী-বচন ।
 তাই ব্যাধনুভূতে করিয়াছি শিক্ষাদান,
 বুঝি নাই কুট-নীতি ।

সহ । বাতুল ব্রাহ্মণ !
 গুজরাট-ঈশ্বর
 করে নি আহ্বান তোমা’
 নীতি শিক্ষা দিতে ।
 অসভ্য কিরাতকুল
 তোমার শিক্ষায়
 ভেদনীতি করিয়া বর্জন
 রাজ্যমধ্যে অশান্তি সৃজিবে,
 সাধিবে অনর্থ কত !
 অতি হীন অসভ্য বাহারা,
 শিক্ষা-মন্ত্র তারা কি বুঝিবে ?
 তোমার সুশিক্ষা—
 কুশিক্ষায় হবে পরিণত,
 সেই হেতু অপরাধী তুমি ।
 দিব তোমা’ দণ্ড বিধিমত ।

দেবল । জায়বান্ রাজা !
 একি রাজ-নীতি ?
 শিক্ষাদান-অপরাধে—
 ভিক্ষাজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণে
 অকারণ নির্বাণন যদি রাজনীতি,
 বুঝিলাম—
 এ নীতির প্রবর্তক—তুমি ।
 রাজ-নীতি, ধর্ম-নীতি, অর্থ-নীতি আদি
 বহু নীতি-কথা—

গুনিয়াছি তব পিতৃমুখে,
করিয়াছি নীতি-শাস্ত্র পাঠ ;
কিন্তু কভু গুনি নাই—
নীতি-কথা বিচিত্র এমন !

সহ । উন্মাদ ব্রাহ্মণ ! জানো তুমি—
কার সনে কর বাক্যালাপ ?

দেবল । জানি—
গুজ্জ্বাটের নবীন ভূপাল
নব নীতি-প্রবর্তক যিনি—
স্থাপিতে অমর কীর্তি অবনীমণ্ডলে,
বুঝাইতে নীতির মাহাত্ম্য,
বিনা অপরাধে—
দিতে শাস্তি আগুয়ান দরিদ্র ব্রাহ্মণে ।
জানি—

সেই দণ্ডদাতা নরপতি সনে
করিতেছি বাক্যালাপ ।

পিঙ্গল । দাস্তিক ব্রাহ্মণ !

সহ । চিন্তা নাহি কর, যন্ত্রি !
দ্বিজ-দর্প অবশ্য চূর্ণিব ।
রক্ষি !

শৃঙ্খলিত করি এই দাস্তিক ব্রাহ্মণে
রাখ অন্ধকারাগারে ।
রাজ-বিধি-ভঙ্গকারী যেই,
অন্ধকারাবাস যোগ্য শাস্তি তার ।

দেবল । বিনা দোষে রাজদণ্ডভোগ—
 বুঝিলাম ললাট-লিখন ।
 কিন্তু জিজ্ঞাসি, ভূপাল !
 নীতিভঙ্গ-অপবাধে যদি
 অপরাধী আমি—
 কহ, নরনাথ !
 কোন্ প্রয়োজনে
 আজ্ঞাধীন তব ভৃত্যগণ
 কহ্মারে আমার আনিয়াছে হেথা ?
 পিতৃ-অপরাধে—
 দ্রুহিতার নির্যাতন কেন অকারণ ?
 ক্লেশ করি নারীর মর্যাদা,
 কুমারী কহ্মায়
 আনিয়াছে রাজ-সম্মিধানে ?

[দেবলজীর কথায় সকলে রাজার মুখের দিকে
 চাহিল, রাজা পিঙ্গলাদিত্যকে ইঙ্গিত করিলেন ।]

পিঙ্গল । সে উত্তর আমিই দিতেছি ।
 জানি তোমা বহুদিন হ’তে
 নির্বিরোধী সরল ব্রাহ্মণ,
 না বুঝিয়া কুট রাজ-নীতি—
 করিয়াছ অপরাধ ।
 কিন্তু মার্জ্জনীয় নহে কভু হেন অপরাধ ।
 তাই ‘দ্রুহি’ দ্রুঃখময় তব ভবিষ্যৎ,
 আমি মুগ্ধ কল্পণায়

উদ্ভাবন করিয়াছি মুক্তির উপায় ।

অতীব সরল পন্থা—

তনয়া তোমার

ইচ্ছিলে দানিতে পারে সে মুক্তি তোমায় ।

মাধুরী । আমি মুক্তি দিতে পারি পিতারে আমার !

আছে কি এ হেন পন্থা ?

রূপা করি কহ, মহাশ্বন !

যদি প্রয়োজন—

অবহেলি বিসর্জিব প্রাণ,

মুক্তি যদি পান্ পিতা ।

অশেষ করুণা তব,

করুণায় রাখিবে কিনিয়া,—

সত্বপায় করিয়া নির্ণয়,

রাজদণ্ড হ'তে

রক্ষিবারে দবিদ্র ব্রাহ্মণে ।

পিঙ্গল । বলিয়াছি আগে অতীব সরল পন্থা ;

কিন্তু একমাত্র নির্ভর তোমার 'পরে ।

ব্রাহ্মণ-কুমারী তুমি—

কে চাহে তোমার প্রাণ ?

মুক্তি লাগি' অতি তুচ্ছ বিনিময় শুধু,

লো স্তন্যদরি ।

তব রূপ ছুটন্ত যৌবন

রাজপদে দিয়া উপহার,

রক্ষা কর পিতার জীবন ।

দেবল । নরোধম ! রসনা সংযত কর ।
 নরাকারে পশু তুই—
 পশুসম ঘৃণিত আচার,
 তাই হেন হীনবাণী কহিলি পিতায়—
 কণ্ঠামূল্যে মুক্তি ক্রয় করিতে আপন ।
 হ'লেও দরিদ্র দ্বিজ মরণে না ডরি,
 কণ্ঠামূল্যে মুক্তি ক্রয় কভু না করিব ।
 করুণায় তোর শতবার করি পদাঘাত ।

পিঙ্গল । ভেবে দেখ, বালা !
 কোন্ পস্থা করিবে গ্রহণ ?

দেবল । দাও শাস্তি, রাজা,
 কুবচন শুনিতো না পারি আর !

সহ । তবে অন্ধ-কারাগার
 একান্ত বাঞ্ছিত তব ?

দেবল । কণ্ঠামূল্যে মুক্তিক্রয় হ'তে
 কারাদণ্ড শ্রেয়ঃ শতগুণে !

সহ । ভাল—রক্ষি !
 মূৰ্খ দ্বিজে ল'য়ে যাও কারাগারে ।
 শুন, দ্বিজ ! চিন্তা' আর বার,
 এবে নিরাশ্রয় অসহায়
 অনয়া তোমার ;
 কে রক্ষিবে তারে,
 আমি যদি রছি প্রতিকূলে ?
 [রক্ষিগণ দেবলজীকে শৃঙ্খলিত করিল]

দেবল । দীনের রক্ষক যিনি দুর্বলের বল,
 তনয়ারে মোর রক্ষিবেন তিনি !
 [রোমে ফোভে ফুলিতে লাগিলেন]

মাধুরী । বাবা—

দেবল । ভ্রাস্ত বালিকা !
 রক্ষিবারে পিতার জীবন,
 ছত্ররূপে লম্পটের লালসা-অনলে
 আপনারে করিতে নিক্ষেপ
 হয়েছে কি হেন হীন অভিলাষ ?
 স্রব্ধক্তি দানিতে তাই,
 স্নেহ-সম্ভাষণ ?

মাধুরী । সত্য তাই, পিতা !
 দেখিতেছি নাহি অন্তশথ,
 পরিণাম—নির্যাতন অশেষ লাঞ্ছনা ।
 ভেবেছি অনেক, করিয়াছি স্থির,
 তব মুক্তি লাগি দিব আত্ম-বলিদান ।
 এই ঘৃণ্য মৃত্তিকার দেহ
 পরিপূর্ণ বিষ্ঠা-কুমি-কীটে,
 পরিণাম যার—
 ভস্ম কিংবা পশুর আহার !
 এ অসার দেহ
 নৃপতির যত্নপি বাঞ্ছিত,
 নাহি ফোভ—
 দিব আমি তব মুক্তি লাগি ।

তার পর প্রবেশি অনলে
 প্রায়শ্চিত্ত করিব পাপের ।
 দেবল । মুঢ়া তুই,
 নারীর সর্বস্বধন সতীত্ব রতন
 জগতে অমূল্য নিধি—
 লম্পটের প্ররোচনে
 সাথে নিধি দিবি বিসর্জন,
 আমার মুক্তির লাগি ?
 ছার মুক্তি—তুচ্ছ এ জীবন—
 নারীত্বের বিনিময়ে নহে কাম্য কভু ।

মাধুরী । জানি, পিতা !
 গুনিয়াছি বহুবীর ক্রীমুখে তোমার,
 পুরাণ-আখ্যান—সতীর মহিমা-কথা ।
 আমিও সে গৌরবের সম অধিকারী ;
 কিন্তু পিতা ! নিয়তি দুর্ব্বার—
 ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঘেরা
 উন্মুক্ত নরক-পথ—মৃত্যুর আহ্বান
 মুহুমূর্ছঃ বাজিছে শ্রবণে ।
 জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা—
 স্বর্গ হ'তে গরীয়ান্‌ বিনি,
 তাঁর লাগি' আত্মদেহ-দান
 ধর্ম্ম স্মরণ—চরমে পরম-গতি ।
 করি গো মিনতি, পিতৃ-সেবা হ'তে
 তনয়াই ক'রো না বঞ্চিত ।

পিজল। এমন পিতার কিনা এমন কত্না ! কী অপাধিব পিতৃ-ভক্তি !

{ ১ম পারি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমনটি আর দেখা যায় না !

{ ২য় পারি। দেবকত্না ! অভিশপ্ত হ'বে নারীদেহ ধারণ করেছে।

মাধুরী। বাবা !

পিজল। আচ্ছা, দেবলজ্জী। তোমার মেয়ে যখন অসম্মতও নয়, তখন তুমিই বা সম্মত হচ্ছ না কেন ? এ ক্ষেত্রে তোমারই নিকট কিতাব পরিচয় দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

দেবল। হুঁ, তা হচ্ছে বটে।

মহারাজ, এবে বুঝিয়াছি,

সম্মতা তনয়া মোর প্রস্তাবে তোমার,

মোর ইচ্ছা-অনিচ্ছায়

কিবা আসে যায় ?

তবে অকারণ—

কেন করি নির্ধাতন-ভোগ ?

দেহ মুক্তি—যাই নিজালয়ে,

তোমাতে তুষিতে রহিবে তনয়া হেথা।

সহ। মহা বুদ্ধিমান্ তুমি দ্বিজ।

শ্রেয়সী তনয়া তব তোমা হ'তে,

পিতৃ-ভক্তি অতুলন তাঁব !

রক্ষি ! মুক্ত কর দ্বিজে !

[রক্ষিগণের তথাকরণ]

যাও, দ্বিজ !

হৃষ্টমনে নিজালয়ে করহ গমন।

দেবল । ধত্ত তুমি মুক্তিদাতা স্মমহান্ !
 এস পিতৃভক্ত নন্দিনী আমার !
 অতুলন পিতৃভক্তি তব,
 দীন আমি—কি আছে আমার ?
 বিদায়ের কালে দরিদ্র পিতার
 লহ, কহা, স্নেহ-পূবস্কার ।

[কটিদেশে লুঙ্কায়িত ছুরিকা বাহিব করিয়া
 মাধুরীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিল]
 মাধুরী । উঃ—বাবা ! [পতন ও মৃত্যু]

দেবল । নাও রাজা, কামনার নিধি—
 এই কস্তা রহিল আমাব !

ছাড় পথ—মুক্ত আমি,
 কস্তামূল্যে মুক্তি কিনিয়াছি !

সহ । রক্ষি ! শৃঙ্খলিত কর ত্বরা
 নাবীহস্তা পাবগু হুজ্জনে ।

[বক্ষিগণের তথাকরণ]

নির্জ্ঞান কাস্তারে গুরু বৃক্ষকাণ্ডে বাধি’
 দগ্ধ কর জলন্ত অনলে ।

যাও—নিয়ে যাও—

দেবল । করুণার অবতার তুমি নরমণি !
 এবে সত্য মুক্তিদান করিলে আমার—
 মৃত্যু দানি দুর্নিবার কস্তা-শোক হ’তে ।
 লহ রাজা, ব্রাহ্মণের শেষ আশীর্বাদ ।

[নিজান্ত ।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ

কিরাত-রমণীগণ

বরণীগণ ।—

গান

বাজার-বেলা ব'য়ে যায পা চালিয়ে চল ।

ডালার মাস থাকবে ডালার,

ভাব'নায় হবে রক্ত জল ॥

হুপুর রোদে বন-বাদাড়ে, মিন্সেরা ঘুরে ঘুরে,

মাথার ঘাম পায়ে কেলে এনেছে শিকার ক'রে,

বেচে মাল আন'ব কড়ি—

দেখিয়ে দেবো বুদ্ধিবল ।

নইলে দানাপানি অষ্টরত্তা—

করবে শুধু চোখে জলঃ॥

[প্রস্থান

অপরদিক্ দিয়া শৃঙ্খলিত দেবলজ্জাকে লইয়া

পিঙ্গলাদিত্য ও তাহার অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ ।

পিঙ্গল । এই উপযুক্ত স্থান । এই শুকনো গাছটায় বুড়োকে বেঁধে
আগুন লাগিয়ে দে । দাস্তিক মুখ বুক—প্রতারণার শাস্তি কী কঠোর !

দেবল । হা-হা-হা মুর্থ ! কি কঠোর শাস্তি দিবি তোরা ? যে শাস্তি
শোকের আগুন নিবিয়ে দেয়, সে শাস্তি নয়—শাস্তি ।

১ম অঙ্ক । [জনান্তিকে দ্বিতীয় অঙ্কচরের প্রতি] এ শুধু বুদ্ধের শাস্তি নয়, ভাই ! যে জঙ্গলে এসেছি, এখান থেকে যে সশরীরে ফিরতে পারব, এমন ত মনে হয় না । বাপ্ এখানে কেউ দিন-দুপুরে আসতেই সাহস কবে না, এখন ত চাকী ডুবু ডুবু ।

২য় অঙ্ক । ছিঃ, তুমি না পুরুষ ?

১ম অঙ্ক । এখনও বাঘ-সিঙ্গিষ গজ্জন ত শোন নি, চাঁদ ; শুনলে আব এ বীরত্ব থাকবে না ! আরে বামচন্দ্র—এমন চাকরী আবাব মানুবে কবে । ওরে বাবা, ও কি ।

২য় অঙ্ক । কি আবার ?

১ম অঙ্ক । দেখছ—এ রক্তমাথা লাস্ ?

২য় অঙ্ক । তাই ত রে ।

পিঙ্গল । অকস্মণ্যেব দল, এখনও ইতস্ততঃ করছিস্ ?

১ম অঙ্ক । [বাহকরয়ের মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া] এই যে প্রভু, দেখছেন দুটো রক্তমাথা লাস্ ! আমাদের আর অতটা কষ্ট করে আশুন আলতে হবে না, বুড়োকে এইখানে ছেড়ে দিয়ে গেলেই আপদ্ চুকে যাবে । এদিকেও সন্ধ্যা হ'য়ে এল ; ওকে ত আব বেশিক্ষণ স্বস্তুর আশা-পথ চেয়ে থাকতে হবে না ।

পিঙ্গল । তা হয় না, কাপুরুষ ! রাজাজ্ঞা পালন করতেই হবে । নে, বাধ্ বুড়োকে ।

১ম অঙ্ক । [স্বগত] হাতের চাকরি ! উপস্থিত ফাঁড়ীটা কাটিয়ে, একবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে হয় । [প্রকাজে] এস, ভায়া, যদি বাচতে চাও—একটু হাত চালিয়ে নাও ।

[অঙ্কচরদ্বয় স্বেলজীকে বৃক্ষকাণ্ডে উত্তমরূপে বাধিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার আয়োজন কবিতো লাগিল]

পিঙ্গল। দার্শনিক ব্রাহ্মণ।

দর্শ কি হয়েছে চুর ?

হ'য়ে নীচ উচ্চভাষ নৃপতিব সনে,

কত্যা বধি প্রকাশিলে দ্বিজের মাহাত্ম্য,

এবে কর্মফল ভুঞ্জ আপনার।

[অম্লচবগণ আগুন জালিয়া দিল, দেবলজী আর্তনাদ কবিতা
উঠিল]

বেগে কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। আর্তনাদ এই দিক্ হ'তে—

কে তোমবা ? কি হেতু হেথায় ?

এ কি—

দাবানল জলিয়াছে কান্তাব মাঝারে।

ও কি।

কেবা হতভাগ্য ওই অনলেব মাঝে ?

জয় মা চতিকে, খুব মুখ রেখেছিস্, মা। এই যে, গুরুদেব। স'রে বা
—স'রে বা, পিঙ্গলের দল। যদি প্রাণের আশা থাকে, ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ
কর।

[বেগে গমন করিয়। প্রজলিত বৃক্ষকাণ্ড হইতে আবদ্ধ দেবলজীকে
মুক্ত কবিল।]

একি ! গুরুদেব ?

সংজ্ঞাহীন—শ্বাস বহিতেছে বটে,

কিন্তু হায়—

নাহি বৃষ্টি জীবনের আশা।

[শুপ্রবাকরণ]

।০।পূর্ণা । ১১৭। কতু ।

চিনিতে কি পাব যোবে ?

এতক্ষণ নির্ঝাক-বিস্ময়ে

দেখিমু তোমাব কার্যা,

কহি নাই কোন কথা ।

জান না কি—

বাজদণ্ডে দণ্ডিত দুজ্জনে

স্ব-ইচ্ছায় কবিলে উদ্ধাব

হ'তে হয় অপবাদী ?

কাল । নিরীহ ব্রাহ্মণ এই—

বাজদণ্ডে হয়েছে দণ্ডিত ?

অসম্ভব বাণী—প্রত্যয় না হয় কতু !

ধর্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, সরল, উদার,

পবহিত ব্রতী চিরদিন,

দ্বিজোত্তম নবোত্তম পূজিত সবার,

অপবাদী রাজ্যাব বিচারে ?

মিথ্যাকথা বড় বস্ত্র ইহা ।

পিঙ্গল । বাজদ্রোহী কালকেতু ।

ভবিষ্যৎ চিন্তা' আপনার ।

রাজার আদেশে

অনলে পোড়াব এই ভণ্ড দ্বিজে,

যদি বাধা দাও—নাহি পাবে দ্রাণ,

রাজরোষে সবংশে বজ্রবে ।

শুন যুক্তি সার,

স্মরি ইষ্ট আপনার যাও নিজাগার,
 বাড়ায়ে না অহেতু জঞ্জাল ।
 কাল । ইষ্টদেবে রক্ষিবারে
 কালকেতু সতত প্রস্তুত ।
 যাও ফিরে রাজ-সন্নিধানে,
 কহিয়ো প্রভুবে তব—
 যতক্ষণ দেহে র'বে প্রাণ—
 রক্ষিব ব্রাহ্মণে,
 কুশাস্তুর না বিধিবে চরণে তাঁহার ।
 পিঙ্গল । মতিচ্ছন্ন ঘটেছে তোমাব ।
 জেনো তব ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার ।

[অতুচরগণ সহ প্রস্থান ।

দেবল । ওঃ—বড় পি—পা—সা । একটু জল—
 কাল । জল—তাই ত, প্রভু ! নিকটে ত জলাশয় নেই, তা ছাড়া
 আমি—আমি কেমন ক'রে জল এনে দোব, প্রভু ? আমি যে অম্পৃশ্য
 বাধ—

দেবল । জ—ল—জ—ল—প্রাণ যায়—

কাল । কি করি উপায়,
 মহাদায় ঠেকিলাম আজি !
 হীন অম্পৃশ্য কিরাউ আমি—
 ব্রাহ্মণে কেমনে দিব জল ?
 স্ব-ইচ্ছায় মহাপাপ কেমনে সাধিব ?
 গুরুদেব পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
 বারিবিন্দু বিনা

ব্রহ্ম-হত্যা হইবে অচিরে ।
 ব্রহ্ম-বধ মহা-পাপ স্পর্শিবে আমায় ।
 সন্ধ্যা সমাগত,
 অন্ধকার আসিছে ঘনায়ে,
 মসীময় দিগন্ত আকাশ ।
 স্বাপদ-সঙ্কুল এই দুর্গম কান্তার,
 হেথা জন-সমাগম নহেক সম্ভব !
 কি করি উপায় ?
 বারি দানে দ্বিজ-প্রাণ কেমনে রক্ষিব ?

দেবল । জ—ল—জ—ল—

কাল দ্বিজ-মুখে মৃত্যুর লক্ষণ
 ক্রমশঃ উঠিছে স্ফুটি,
 শুক কণ্ঠ—স্বাস রুদ্ধপ্রায়,
 এখনি নিবিয়া যাবে জীবনের দীপ !
 কি করি—কি করি—

দেবল । কে তুই নিষ্ঠুর, এতটুকু করুণা হচ্ছে না—মুমুষু ব্রাহ্মণকে
 একবিন্দু বারিদান ক’রে তার অস্তিম-তৃষ্ণা নির্বাণ করতে পারলি না ?

কাল । প্রভু—গুরু—দেবতা—আমি নিষ্ঠুর নই, নিষ্ঠুর আমাব :
 অদৃষ্ট ! ছরদৃষ্ট বশে হীম ব্যাধকূলে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, তাই মুমুষু
 ব্রাহ্মণকে একবিন্দু বারিদানের যোগ্যতা আমার নেই ।

দেবল । তবে তুমি কে ?

কাল । প্রভু, আমি আপনারই দাস কালকেতু ।

দেবল । কালকেতু ? কি করলে, বৎস ! রাজদ্রোহী হ’লে ?
 আমাকে উদ্ধার ক’রে সর্বনাশকে আমন্ত্রণ ক’রে নিয়ে এলে ?

কাল। প্রভু, এ বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করতে পারতুম, যদি আপনাকে বাঁচাতে পারতুম !

দেবল। কালকেতু, বড় পিপাসা—একটু জল।

কাল। দেহের রক্ত দান করলে যদি গুরুদেবের পিপাসার শাস্তি হ'ত, আমি হাসি মুখে দিতুম ; কিন্তু কি করি—

সহসা ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। দাসী জীবিত থাকতে তা কেন করতে হবে, স্বামি ? ধাত্রী-রূপিনী অম্পৃশ্যা চণ্ডালিনী যদি ব্রাহ্মণ-কুমারের মুখে হৃদ্ধ দান করতে পারে, তা' হ'লে এই অম্পৃশ্যা কিরাত-রমণীও তাদের পুত্ররূপী পিতার, দেবতা-রূপী মুমুর্ষু ব্রাহ্মণের অস্তিম-তৃষ্ণা মেটাতে স্তন-হৃদ্ধ দান করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। এস দেবতা—এস পিতা—এস প্রাণাধিক পুত্র—এই কিরাতিনীর স্তনহৃদ্ধ পান ক'রে অস্তিম-তৃষ্ণা নিবারণ কর। হৃদ্ধ সর্বত্র পবিত্র। [হৃদ্ধ প্রদান]

দেবল।- আঃ! পরিতৃপ্ত হ'লাম! মা, আমি আলীকাদ করি, তোমরা মা মঙ্গলচণ্ডীর করুণা লাভ কর।

কাল। আমার কাঁধে ভর দিন্, প্রভু ; আমি আপনাকে কুটীরে নিয়ে যাই।

দেবল। না—বৎস, আমায় উদ্ধার ক'রে যে বিপদের বোঝা মাথায় নিয়েছ, সে বোঝা আর বাড়িয়ে না! আমায় সিঁদ্ধ-তটে নিয়ে চল ; যদি বেঁচে থাকি, কোন নিরাপদ স্থান অন্বেষণ ক'রে নেবো।

[উভয়ের স্বন্ধে দেহভার স্তম্ভ করিয়া দেবলজীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিষ্টাময় সহদেব, পারিষদগণ প্রমোদ-উল্লাসে মত্ত,
নর্তকীগণ গাহিতেছিল ।

নর্তকীগণ ।—

গান ।

হাসি দিবে রাধ'র বিরে বঁধু তোমারে ।
ফুলের হাসি, চাঁদের হাসি,
হাসি সনে বাঁধে মিশি,
মধুর হাসি উঠবে ফুটি মিলন-অধরে ।
হাস্তময়ী আমরা নারী,
হাসি-রূপের বেসাত করি,
রক্তবের বস্তন জানি, পরকে রাখি আশন করে ॥

সহ ।

বাণ্ড সবে—

কণকাল রহিব একাকী আমি ।

[পারিষদগণ ও নর্তকীগণের প্রস্থান ।

অসহ—নিভাস্ত অসহ ইহা !

অন্তি হীন নগণ্য কিরাত—

সেও আজি করে উচ্চশির

শিকার প্রভাবে !

উপেক্ষিল আমার আদেশ !
 স্মবিজ্ঞ এই মন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্য,
 ব্যর্থ নহে তার ভবিষ্যৎ-বাণী ।
 প্রতীকার অবশ্য উচিত ।
 কিন্তু দেবলের হত্যাকথা ল'য়ে
 প্রজাগণ করে কানাকানি ;
 ডরি পাছে বিপ্লব ঘটায়
 এ সময় প্রকাশ্য ভাবেতে ।
 যদি শান্তি দিই কালকেতু ব্যাধে,
 অশান্তি বাড়িবে তায়—
 প্রজাগণ ঘোষিবে বিদ্রোহ ।
 করিবারে স্মযুক্তি নির্ণয়
 মন্ত্রিবরে করেছি আহ্বান,
 দেখি কিই যুক্তি করে দান ।

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ ।

মন্ত্রী ! কহ ত্বরা, “
 কি উপায় করিয়াছ স্থির ”
 শাসিবারে হরন্ত ক্রীড়াতে ?

পিঙ্গল । মহারাজ !

চিরদিন আছি আজ্ঞাবহ ভৃত্য,
 যুক্তি লাগি অকারণ
 নাহি করে কালব্যাজ ছাড়কৈ শাসিতে ।
 আশু করণীয় বাহা,
 কার্যে তাহা কল্পিয়াছি সমাধান ।

আদেশে আমার অমুচরগণ
 অরক্ষিত গৃহ তার করেছে লুণ্ঠন ;
 রাখে নাই পরিধেয় বস্ত্র একখানি,
 কিংবা একটা তক্তুলের কণা ;
 পত্নী-গাত্রে তার
 যাহা কিছু ছিল আভরণ,
 ছিনায়ে এনেছে সব ;
 বিচূর্ণিত গৃহের তৈজস-পত্র,
 মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দীপটীও রাখে নাই !
 আজ হ'তে অনাহারে যাবে দিন ।
 অনিশ্চিত শিকার-সন্ধান—
 সেই অনিশ্চিত আশালক
 পশুমাংস শুধু
 রহিবে ভরসা মাত্র উন্নর পূরণে ।

[স্বগত]

এবে দর্পচূর্ণ হবে ফুল্লরার,
 পশুমাংস করিতে বিক্রয়
 আপনি বাইরে হাটে ।

সহ ।

চন্দ্রকার !

কার্য্য ভব যোগ্য প্রশংসার,
 যোগ্য মজী তুমি, হে ধীমান্ !

সার্বগর্ভ মন্ত্রণা ভোবার ।

ভাগ্যবান্ আমি—

তোমা হেন লভিয়া সচীব ।

আরক্তনেত্রে, ক্রোধকম্পিত কলেবরে

কালকেতুর প্রবেশ ।

কাল । মহারাজ ।

সহ । কে তুমি ?

ওঃ—চিনিয়াছি—

তুমি কালকেতু ব্যাধ ।

বহু পশু—বনে কর বাস,

রাজ-সন্নিধানে তোমার কি প্রয়োজন ?

কাল । আমাব কি প্রয়োজন ?

প্রয়োজন—বিচার-প্রার্থনা ।

বনবাসী কিরাত-তনয়

আসে নাই ঐশ্বর্যের লোভে,

আসে নাই ভিক্ষার আশায় ।

গুজরাট-ঈশ্বর !

এই বহু প্রজা তব

গুরুতর অভিযোগ ল'য়ে—

শুধু সুবিচার আশে

আসিয়াছে রাজ-সন্নিধানে ।

সহ । অভিযোগ !

কিবা অভিযোগ তব ?

কাহার বিরুদ্ধে ? কহ দ্রুত,

সুবিচার অবশ্য করিব ।

কাল । মহারাজ, হৃদেই অপার !

হরন্ত তঙ্কর

প্রবেশিয়া অরক্ষিত কুটীরে আমার,
দীনের সম্বল ছিল যাহা কিছু,
নিয়াছে হরিয়া সব ।
চূর্ণিত তৈজস-পত্র,
মৃত্তিকা-নির্মিত দীপটীও রাখে নাই ।
অগ্ন্যভাবে স্ত্রী-পুত্র সহিত
কালি হ'তে আছি অনাহারী !
মহারাজ ! কর স্মবিচার ।

সহ । গুনিলে সচীব, কিরাতের অভিযোগ ?
তব্বর লয়েছে হরি' সর্বস্ব তাহার,
এবে পলায়িত—
বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ ল'রে
আসিয়াছে বাতুল কিরাত
মোর সন্নিধানে ! মাগে স্মবিচার ।
অপরাধী পলায়িত যবে,
বিচার কাহার ? কারে দণ্ড দিব ?
বুঝাও মুখেঁরে তুমি ।

কাল । মহারাজ !
অভিযোগ মোর নহে বাতুলতা !
তব্বরের পেয়েছি সন্ধান,
তাই স্মবিচার আশে
আসিয়াছি রাজ-সন্নিধানে ।

সহ । তব্বরের পেয়েছ সন্ধান ?
জাল—

বন্দী করি' ল'য়ে এস তারে,

স্ববিচার অবশ্য করিব ।

কাল । যদি সে তস্কর

আমি হ'তে হয় শক্তিমান্,

পশ্চাতে তাহার রহে বিত্তমান্

প্রচ্ছন্ন অনন্ত শক্তি,

অশক্তঃ যত্বপি আমি

বন্দী করিবারে তারে,

স্ববিচার পাব না কি, মহারাজ ?

সহ । অবশ্য পাইবে ।

রাজ-শক্তি নহেক দুর্বল—

সে দুৰ্জ্জনে বন্দী করিবারে ।

কাল । কিন্তু মহারাজ !

যদি মহাবল রাজশক্তি

রহে বিত্তমান্ পশ্চাতে তাহার ?

সহ । উন্নত কিরাত ! ভেবেছ কি মনে

উন্মাদ-আগার ইহা ?

রাজা, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র সব

উন্মাদ তোমার মত—

কৌতুকে শুনিবে তব

এই উন্নত প্রলাপ ?

সত্য অপছন্দ যদি লক্ষ্যস্থ তোমার,

বাতুলতা কর পরিহার,

সত্য কহ, কেবা সে তস্কর ?

কাল । সেই ছরাচার সম্মুখে তোমার ।

সুবিচার—

মহারাজ, কর সুবিচার !

সহ । হতভাগ্য বহুজীব !

হতভাগ্য তোমার—

হত হ'য়ে সর্বস্ব আপন,

ঘটিয়াছে মস্তিষ্ক-বিকার !

তাই হেন অসংযত প্রলাপ-বচন ।

গুজরাটের সচীব-প্রধান

নহে হীন পথের ভিক্ষুক—

অভাবের তাড়নায়

চৌর্য্যবৃত্তি করিবে গ্রহণ—

লুপ্তিবে কিবাত-গৃহ !

চন্দ্রমা প্রয়াসী কবে

হরিবারে খদ্যোতিকা দ্ব্যতি ?

বাও ফিরে, বাতুল কিরাত !

গুজরাট-প্রাসাদ

নহে বাতুল-আগার ।

কাল । মহারাজ, কর অবধান !

বা কহিছ—সব সত্য,

একবর্ণ নহে মিথ্যা ত্বার ।

অভাবের হেতু নহে চৌর্য্যবৃত্তি এই,

শুধু অত্যাচার—সবলের অত্যাচার,

নির্বাসন দুর্ব্বলের প্রতি ।

- সহ । অসম্ভব কাহিনী তোমাব ।
না হয় প্রত্যয় কভু ।
- কাল । দেবতাব নামে ,
শপথ কবিয়া কহিতেছি, মহাবাজ,
যা কহিলু সব সত্য ।
জানু পাতি দীন প্রজা মাগে সুবিচার—
রাজধর্ম করহ পালন,
পূর্ণ কর বাসনা তাহার ।
- পিঙ্গল । বাতুলেব আকুলতা
বাডে ক্ষণে ক্ষণে ;
দেহ আচ্ছা, মহারাজ ।
বক্ষীরে আহ্বানি,
করি দূর ছরস্ত কিরাতে ।
- সহ । সত্য কহিয়াছ, তুমি সচীব-প্রধান ।
বাতুলেরে করিতে সংযত
এই সুবিচার ।
কে আছিস্ ?

রক্ষীর প্রবেশ ।

উন্মাদের উন্মত্ত প্রলাপে
ভরি পাছে শাস্তিজঙ্গ হয় ।
বেত্রাঘাতে বাতুল বর্ষরে
ছরা কর দূর ।

রক্ষী । চল, ছর্তুত । [কালকেতুকে বেত্রাঘাত]

কাল। নিষ্ঠুর রাজা ! অপহৃত নির্যাতিত দীন প্রজার কাতর আবেদনের কি এই ফল ? যিনি ছায়েব দণ্ডধারী—দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা—এই কি তাঁর বিচার ? ওহো-হো ! নিষ্ঠুর পিশাচ ! মনে ক'বো না যে, তোমার এই অমানুষিক অত্যাচার এমনি অপ্রতিহত ভাবে চলবে। আর যিনি বাজাব রাজা—সম্রাটের সম্রাট—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা—তিনি এ অত্যাচারের প্রতিবিধান করবেন না ? মনে বেখো, পিশাচ ! এখনও আকাশে চক্রে সূর্য উঠছে, দিনরাত হচ্ছে—মাথাব উপর ঈশ্বর আছেন।

সহ। উল্লাদটাকে বেত্রাঘাত করতে করতে এখনই এখান থেকে বের করে দে।

কাল। যাচ্ছি—যাচ্ছি—তবে বাবাব আগে ব'লে যাই—শুনে রাখ, রাজা ! দিন আসবে যখন—এই দুর্গিত অসভ্য কিরাত তোমার এ নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ কড়ায়-গাঙায় উসূল করবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ অন্নদাস পদলেহী নীচ কুকুরটার—না থাক, কালকেতুর প্রতিজ্ঞা মুখে নয়—কার্যে।

[প্রস্থান।

পিঙ্গল। হা—হা—হা—

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পিঙ্গলাদিত্যের গৃহের একান্তবর্তী উদ্যান

ফুলের সাজী হস্তে স্নেত্রীর প্রবেশ

স্নেত্রী । রোজ যেমন ফুল তুলি—মালা গাঁথি, আজও তেমনি ফুল তুলতে এসেছি ; কিন্তু মনে যেন সে উৎসাহ নেই, মালা গাঁথতেও ইচ্ছে হচ্ছে না । কেন এমনটা হচ্ছে ? সদাসর্বদাই সেই প্রাণদাতা কিরাত যুবকের কথা মনে হচ্ছে । হীন কিরাতকুলে জন্ম তার, কিন্তু তার রূপ—তার আচার-ব্যবহার—তার মহান্ উদার হৃদয়ের কথা ভাবতে গেলে, মানব-কুলের উচ্চতম আসনে তাকে বসাতে ইচ্ছা হয় ! তা বলে তার কথা ভাবতে ইচ্ছা হয় কেন ? এ কি কৃতজ্ঞতা ?

গান ।

আমার সে মন যেন হারিয়ে ফেলেছি ।

ছেলেখেলা খেলতে গিয়ে,

কুন্নি কোথাও তুলে রেখেছি ।

মনে পড়ে সকাল বেলায়,

গিরেছি বকুল-ভলার,

আকুল প্রাণে বকুল-মালা

পেঁথে গলায় পরেছি ;—

আনমনে মনের তুলে মনটা ফেলে এসেছি ।

দূর ছাউ—ভাল লাগে না !

[নেপথ্যে বংশীবাদনি]

কে এমন মধুর স্বরে বাঁশী বাজাচ্ছে ? আহা, বড় মধুর। বড় তৃপ্তিকর।
স্বরের প্রতি মুচ্ছনা যেন কর্ণ-কুহবে অমৃতরাশি ঢেলে দিচ্ছে ! ময়না—
ময়না—

পরিচারিকার প্রবেশ।

দেখে আয় ত, এমন মধুর স্বরে কে বাঁশী বাজাচ্ছে ?

পরি। বাঁশী বাজাতে বাজাতে লোক পথ দিয়ে যাচ্ছে, দিদিমণির
অমনি টনক্ নড়ল—কে বাঁশী বাজাচ্ছে দেখে আয় ! বলি, বাঁশী ত
অমন কত লোকে বাজায়, তার জন্তু তোমার অত মাথাব্যথা কেন ?

সুনেত্রা। তর্ক করিস্ নি। যা, দেখে আয়।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

যে এমন মধুর বাঁশী বাজাতে পারে, সে নিশ্চয়ই সুন্দর !

পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ।

কি দেখে এলি ?

পরি। দেখে এলুম—আমার মাথা আর মুণ্ড।

সুনেত্রা। যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দে।

পরি। বলি, দেখবার মত হ'লে না হয় একটু ভাল ক'রে ব্যাখ্যা
করতুম। ও একটা ব্যাধ, ওকে আর দেখব কি বল ?

সুনেত্রা। [স্বগত] ব্যাধ ! তবে কি সে ? [প্রকাশ্যে] ময়না।
যেমন ক'রে পারিস্ ওকে একবার এইখানে নিয়ে আয়—আমি দেখব।

পরি। ওমা—বল কি ? একটা জঙ'লী ব্যাধকে দেখবে কি গো ?

সুনেত্রা। তুই জানিস্ না, ময়না ! ঐ জঙ'লী ব্যাধই একদিন আমার
মৃত্যুর কবল হ'তে উদ্ধার করেছে, তাই আমি দেখতে চাই একবার
আমার সেই প্রাণদাতা দেবতাকে। যা ময়না—আর বিলম্ব করিস্ নি !

[পরিচারিকার প্রস্থান।

ছদ্মবেশে অতি সস্তূর্ণণে সহদেবের প্রবেশ ।

কে—কে তুমি ?

সহ । কেবা আমি—

পরিচয় কি দিব তোমায় ?
মোহিনী মূৰ্ত্তি তব আঁকি হৃদিমাঝে
নিত্য যেই কবে পূজা প্রেমাঞ্জলিদানে,
শযনে স্বপনে যার তুমি, স্নলোচনে !
জীবনেব ঙ্গবতাবা—ধ্যানের ধারণা,
শুভক্ষণে প্রথম দর্শন হ'তে যার
আকুল তৃষিত চিত
কিবে নিত্য আশাব পশ্চাতে,
বরাননে !
আমি সেই তৃষিত চকোর—
তব প্রেম-বারিবিন্দু আশে
আসিয়াছি তব সন্নিধানে ;
বিধুমুখি ! প্রেম-সুধা দানে
অভাজনে ক'রো না বঞ্চিত !

স্ননেত্র । যে হও সে হও—

রাজ্যেশ্বর অথবা ভিক্ষারী,
কিন্তু অতি নীচ—নরের অধম তুমি ।
জঘন্য প্রকৃতি তব পশুর সমান,
তাই অরক্ষিত অন্তঃপুর-উদ্যান মাঝারে
প্রবেশিয়া তব্বরের প্রায়,
পেয়ে একাকিনী কুমারী কণ্ঠায়,

তুমি হীন লালসার দাস—
অতি নীচ আকাজ্জক
কবিতাহ্ প্রেম-সম্ভাষণ ।
পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন,
চ'লে যাও সম্মুখ হইতে ।

সহ ।

স্বলোচনে !
দীন ভাবি মোবে ঘৃণা নাহি কর ।
ত্রিদিব সম্পদ প্রেম,
এ সম্পদের অধিকারী যেবা,
ভাগ্যবান রাজ্যেশ্বর হ'তে ;
লোকেশ্বর প্রেমহীন যদি,
অতি দীন ভিক্ষুক সমান !
লো সুলসরি ! তাই হৃদে আশা ধরি,
সে প্রেমের আমি অধিকারী—
নহি ঘৃণ্য প্রেমিকার ।
প্রেমময়ি, হ'য়ো না নিষ্ঠুর !

স্বনেত্রা ।

তব্বর-অধম !
জেনো স্থির—
হেন আশা হুয়াশা তোয়ার ।
শুন হিতবাণী—
বাড় চলি আপন আলয়,
বাড়ায়ো না অহেতু জঞ্জাল !

সহ ।

মস্ত আলি ধায় যবে মকরন্দ-আশে,
উজ্জ্বলে কমল-বনে,

মৃণালে কণ্টক হেবি'
 ডরে কি সে কবে পলায়ন ?
 হেবি' রূপ অতুলন রূপসী তোমাব,
 আশ্বহাবা—জ্ঞানহারা আমি
 আসিয়াছি ছুটে
 মিটাইতে প্রেমের পিয়াসা ;
 প্রেমময়ি, তুমিতুরে ক'রো না বঞ্চিত ।

সুনেত্রী। নির্লজ্জ তস্কর ! এখনও বলছি, এ স্থান ত্যাগ কর ;
 নহলে—

সহ। নহলে কি করবে, সুন্দরি ! তোমার ঐ রোষ-রক্তিম নয়নের
 তীর কটাক্ষ আর মধুর ক্রকুটী দেখে অস্ত্রে ভীত হ'লেও, শক্তিমান গুজরাট-
 অধিপতির চির নির্ভীক হৃদয় এতটুকু বিচলিত হবে না ।

[ছদ্মবেশ পরিত্যাগ]

সুনেত্রী। এইবার আমায় চিন্তে পেরেছ ? বল, আমার আশা
 পূর্ণ করবে ? তোমার পিতা আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন বলে প্রাণে
 পরিপূর্ণ আশা নিয়ে তোমার অভিমত জানতে এসেছি । বল—সুনেত্রী,
 আমায় বিবাহ করবে ?

সুনেত্রী। মার্জনা করবেন, মহারাজ ! আমার ভায় একজন সাধারণ
 বর্মণী প্রবল পবাক্রান্ত গুজরাট-অধিপতির অঙ্কলক্ষী হবার উচ্চাশা কখনও
 মনে স্থান দেয় না ।

সহ। এ তোমার উচ্চাশা নয়, সুনেত্রী ! কারণ গুজরাট-অধিপতি
 স্বয়ং তোমারই অঙ্কলক্ষী ।

সুনেত্রী। এত বড় বিশ্বাসে আপনার এ অঙ্কুরাগের বিনিময় দিতে
 পারে এমন সুন্দরী ঢের পাবেন, মহারাজ ! আমার মার্জনা করুন ।

সহ। স্নেনেত্রা। তুমি কি আমায় চাও না ?

স্নেনেত্রা। না।

সহ। তোমাব একবিন্দু ভালবাসাব বিনিময়ে আমি তোমায আমাব রাজ্য—ঐশ্বর্য—আমাব বলতে যা-কিছু আছে, সর্বস্ব তোমাব পায়ে উৎসর্গ করব, তবু তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হবে না, স্নেনেত্রা ?

স্নেনেত্রা। না।

সহ। [স্বগত] নির্ধর স্নন্দবি। তোমাব এই মধুব প্রত্যাখ্যানে আমাব প্রাণে লালসাব আশুন আবও প্রদীপ্ত তেজে জ্বলে উঠল, আমি তোমাব আশা কিছুতেই ত্যাগ কবতে পাব না। [গমনোচ্ছোগ]

অতি সন্তুর্পণে স্নকেতুর প্রবেশ।

স্নেনেত্রা। এই যে আপনি। আসুন—আসুন, আমি স্নমধুর বংশী-ধ্বনি শুনে, দারুণ উৎকর্ষা নিয়ে আপনাবই প্রতীক্ষা করছি।

সহ। [স্বগত] হীন ব্যাধ-যুবকেব এতখানি সৌভাগ্য। স্নেনেত্রার কি এতখানি অধঃপতন হয়েছে ?

[বক্রদৃষ্টিতে স্নেনেত্রার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান।

স্নকেতু। আপনি আমায় ডেকেছেন কেন ?

স্নেনেত্রা। আপনি আমার প্রাণদাতা দেবতা। দেব-দর্শনের শুভ-সুযোগ পেলে কে তা হেলাব উপেক্ষা করে বলুন ?

স্নকেতু। মানুষ কর্তব্য সম্পাদন করে প্রশংসাবাদেব জন্ম নয় ; কাজেই সে প্রশংসাবাদ তার কাছে লজ্জাকর হয়ে ওঠে। যদি অন্য প্রয়োজন না থাকে, বিদায় দিন্।

স্নেনেত্রা। বিদায়ের জন্ম এত দ্ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আপনার মত উপকাবী বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাপ করে যদি সুখী হই, আপনি কি সে সুখটুকু হতে বঞ্চিত করতে চান ?

সুকেতু । তা বলি নি, তবে বিনা প্রয়োজনে—

সুনেত্রা । অথবা কালক্ষেপ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়, কেমন ?

সুকেতু । হাঁ—না—তা—

সুনেত্রা । বুঝেছি, তা' হ'লে এখন আপনি আস্তে পারেন ; তবে একটা অনুরোধ যদি দয়া ক'বে বক্ষা করেন—

সুকেতু । স্বচ্ছন্দে বলুন । কাবণ আমার মত অস্পৃশ্য হীন ব্যাধের কাছে এ আপনাব অনুরোধ নয়—আদেশ ।

সুনেত্রা । দেখুন, বাঁশীর গান শুন্তে আমি বড় ভালবাসি ; যদি অবসর মত মাঝে মাঝে এক-আধবার বাঁশীর গান শোনান, বড়ই বাঞ্ছিত হব—তা এখানেই হোক আর দূর হ'তেই হোক ।

সুকেতু । এই কথা । এব জ্ঞাত এতখানি অনুরোধ কেন ? আমি অবসর পেলেই সানন্দে আপনাকে বাঁশী শোনাব । [প্রস্থান ।

সুনেত্রা । লুক্ক নয়ন মনের সঙ্গে যড়্‌য় করছে, তাই বাঁশী শোনাব ভগিতায় তার নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চায় !

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ ।

পিঙ্গল । সুনেত্রা—ভাগ্যবতী কত্না আমার । বড় সুসংবাদ—বড় সুসংবাদ !

সুনেত্রা । কি সুসংবাদ, বাবা ?

পিঙ্গল । এর চেয়ে সুসংবাদ হয় না—হবে না । তুমি ভাগ্যবতী — ভাগ্যগুণে তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে ।

সুনেত্রা । তোমার অপার্থিব স্নেহের কোলে লালিত হ'রে আমি রাজরাণী অপেক্ষাও সুখিনী । এর অধিক সুখ—এর চেয়ে সৌভাগ্য আর আমি বাসনা করি না, বাবা !

পিঙ্গল । পাগলী মেয়ে । নারীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য—মনোমত পতিলাভ ।

তুমি ভাগ্যবতী—অবিলম্বে মনোমত পতিলাভ ক'রে চিরসুখিনী হবে, স্নেনেত্রা। আমি তোমার বিবাহের স্থির করেছি।

স্নেনেত্রা। বাবা। বিবাহ করলে পিতৃ-সেবায় বঞ্চিত হব; আমি বিবাহ করত না।

পিজল। সে, কি পাগলী মেয়ে—বিবাহ করবি নি কি বলছিছ?।

স্নেনেত্রা। না—বাবা, আমি বিবাহ কব্ব না।

পিজল। অবোধ বালিকা! বাজরাণী হবার শুভ-সুযোগ হেলায় হারিয়ে হুর্ভাগ্যকে বরণ ক'রো না। মহাবাজ সহদেব রাও তোমার পাণি-প্রার্থী, তাঁকে বিবাহ ক'রে নিজে সুখিনী হও, আর আমাকেও সুখী কর।

স্নেনেত্রা। এমন রাজরাণীর সৌভাগ্যের চেয়ে ভিখারিণীও হুর্ভাগ্য আমি সাদরে বরণ করতে প্রস্তুত, তথাপি আমি লম্পট নীচমনা রাজা সহদেব রাওকে পতিত্বে বরণ করতে পারব না। বাবা! কল্যায় এ অবস্থাতা মার্জনা কর।

পিজল। মার্জনা? তা হবে না, স্নেনেত্রা। আমার আদেশ।

স্নেনেত্রা। [নীরব]

পিজল। চুপ্ ক'রে থইলি যে—উত্তর দে?

স্নেনেত্রা। উত্তর? উত্তর ত দিয়েছি, বাবা! আমি হুর্ভাগ্যকে সাদরে গ্রহণ করব, কিন্তু লম্পট সহদেব রাওকে পতিত্বে বরণ করব না।

পিজল। অব্যয় বালিকা—তবে তার জন্তই প্রস্তুত হও। আজ হ'তে তিন দিন তোমার চিন্তা করবার অবসর দিলাম; তিন দিন পরে আমি তোমার উত্তর চাই। যদি তুমি আমার আদেশপালনে অসম্মত হও, তা' হ'লে জেনো—এ গৃহে তোমার আর স্থান নেই। [প্রস্থান।]

স্নেনেত্রা। এ অপেক্ষা কঠোরতম শাস্তি দিলেও, জেনে রেখো—
বাবা, আমার ঐ এক উত্তর। [নিজস্ব।]

তৃতীয় দৃশ্য

কালকেতুব গৃহ-প্রাঙ্গণ

ফুল্লরা ও কেতুমান

কেতু। আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে, মা ! কিছু খেতে দাও ।

ফুল্লরা। আর একটুখানি সবুর কর, বাবা ! তিনি শিকার থেকে ফিরে এলেই তোমায় পেট ভ'রে খেতে দোব ।

কেতু। উঃ—সে কতক্ষণ !

ফুল্লরা। [স্বগত] কি ব'লে বোঝাব এই অবোধ শিশুকে ? সেই কাল সকালে আধপেটা দুটা পাস্তা খেয়ে আছে, আজও সারাদিন গেল— শুধু আমার মুখ চেয়ে এতটুকু ছেলে সবই সহ্য করছে । কি করি ? কি করি ? মা মজলচণ্ডি ! অদৃষ্টে কি এই ছিল ? ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর অবোধ শিশুকে কি ব'লে সান্ত্বনা দেবি ? দয়া কর—মা, দয়া কর ; আমাদের অনাহারে রাখতে হয় রাখ—এই অবোধ শিশুর জীবন রক্ষার উপায় কর ।

কেতু। মা, তুমি কাঁদছ ? তবে আমার ক্ষিধে পায় নি । বড় তেষ্ঠা পেয়েছে, একটু জল দাও—আমি পেট ভ'রে জল খেয়ে এইখানে বুমিয়ে পড়ি । তার পর বাবা, কাকা শিকার থেকে ফিরে এলে আমায় ডেকে দিয়ে ।

ফুল্লরা। [স্বগত] নিষ্ঠুর রাজা ! আমরা ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি—যার জন্য এমন শাস্তি দিচ্ছ ? পাপিষ্ঠ মন্ত্রী চব আমাদের সর্বস্ব অপহরণ করলে—সে কি আমাদের অপরাধ ? হুত-

সর্বস্ব স্বামী আমার পাপিষ্ঠের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক’রে তোমাব কাছে
স্ববিচার প্রার্থনা করলে, তুমি তাকে কুকুবেব মত তাড়িয়ে দিলে—এই কি
রাজার কর্তব্য ? তবু নির্বিরোধী স্বামী আমাব কঠোব দাবিদ্রা-পীডন
সহ ক’রে, হীন পশু-শিকার-বৃত্তি অবলম্বন ক’বেও এ দবিত্র পরিবারের
হু’বেলা হুমুঠো অল্পের সংস্থান ক’বছিলেন, নিষ্ঠুর তুমি—তাতেও বাদ
সাধ্লে ? রাজধানীর এলাকাভুক্ত জঙ্গলে তাঁব শিকার করাও বহিত
করলে ? এমন কঠোর নির্ধাতনেব চেয়ে বে, মৃত্যু ভাল ছিল।
আমাদের মৃত্যু দিলে না কেন ?

কেতু। তবুও কাঁদছ মা ? তুমি কেদো না, মা। আমাব
পিণাসাও পায় নি। আমার শুধু ঘুম পাচ্ছে, এঠখানেই একটু ঘুমুই।

[শয়ন কবিরামাত্র চেতনা হারাইল]

ফুল্লরা। দেখে যাও, নিষ্ঠুর। তোমার কীর্তি ভাল ক’রে দেখে যাও।
উঃ—মাগো ! আর কত সহিব—কত সয় ? কেতুমান—কেতুমান—
বাপ্ আমার। ভাই ত—কি হ’ল ? বাছা আমার উত্তর দেয় না
কেন ? তবে কি বাছাকে আমার জন্মের মত হারালুম ? কেতুমান—
কেতুমান—বাপ্ রে আমার। তবুও উত্তর নেই ? স্বামিন্—প্রভু—
দেবতা আমার ! দেখে যাও—হতভাগিনী ফুল্লরা আজ তোমার গচ্ছিত
নিধিকে হারাতে বসেছে !

কিপ্ৰপদে স্নকেতুর প্রবেশ।

স্নকেতু। বৌ-দিদি ! বৌ-দিদি ! দাদা এখনও ফেরেন নি ?
একি ! কেতুমান এমন ক’রে প’ড়ে রয়েছে কেন ?

ফুল্লরা। কেতুমানের কথা আজ জিজ্ঞাসা ক’রো না, ভাই ! বাবা
আমার স্নখার জালায় কেমন হ’য়ে পড়েছে। আগে তাঁর কথা বল—তিনি
তবে কোথায় ? তিনি কি শিকারে ঘান্ নি ?

সুকেতু। গিয়েছিলেন বৈকি। আমবা ছ'জনে এক সঙ্গেই দখিনেব জঙ্গলে গিয়েছিলুম। কথা ছিল—শিকাব-শেষে একটা নির্দিষ্ট স্থানে আমবা ছ'জনে মিলিত হ'য়ে একসঙ্গে গৃহে ফিব্ব। কথামত শিকারশেষে আমি নির্দিষ্ট স্থানে গেছলুম, কিন্তু সেখানে দাদাকে দেখতে পেলুম না।

ফুল্লরা। বোধ হয়, তাঁর ফিরতে বিলম্ব হয়েছে, তাই তাঁকে দেখতে পাও নি।

সুকেতু। তা যদি হ'ত, বৌ-দিদি। তা' হ'লে চিন্তার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু তা নয়, সেখানে দাদাকে দেখতে পেলুম না, কিন্তু দেখলুম দাদার অস্ত-শস্ত্র সব সেখানে প'ড়ে রয়েছে, আর—

ফুল্লরা। আব কি দেখলে, ঠাকুর-পো?

সুকেতু। আব দেখলুম, স্থানে স্থানে শোণিতধারায় ভূমিতল কদমিত। তাই সন্দিগ্ধমনে ছুটে এসেছি।

ফুল্লরা। ঠাকুর-পো। ঠাকুর পো! বুঝি অভাগিনীর কপাল ভেঙেছে! পুত্রকে হাবাতে বসেছি, আবাব বুঝি স্বামীকেও হাবালুম! মা মঙ্গলচাঁও। কি করলি, মা? [পতন ও মূর্ছা]

সুকেতু। বৌ-দিদি! বৌ-দিদি! তাই ত—কি হ'তে কি হ'ল? কাবশ অল্পসন্ধান না ক'রে শুধু সন্দেহের বশবর্তী হ'য়ে কেন এ হুঃসংবাদ দিতে ছুটে এলুম? তাই ত কি করি?

ফুল্লরা। [মূর্ছাভঙ্গে] ঠাকুর-পো! ঠাকুর-পো! তুমি কেতুমানকে দেখে—আমি একবার তাঁর সন্ধানে যাব।

একটা মৃত কুস্তীর স্বন্ধে লইয়া কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। কোন প্রয়োজন নেই—ফুল্লরা, আমি নির্বিঘ্নে ফিবে এসেছি।

ফুল্লরা। ফিরে এসেছ? হাঁ গা—কোন বিপদ ঘটে নি ত?

কাল। বিপদ ? হুঁত্যাগ্য যার নিত্য সহচর, তার বিপদ যে পদে পদে, ফুল্লরা ! তার শয়নে বিপদ—স্বপনে বিপদ—আহারে বিপদ—বিহারে বিপদ—উদরারের জ্ঞাত শিকারের সন্ধানে যাই, সেখানেও বিপদ ! শিকারের সন্ধানে সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরে প্রান্ত অবসর দেহে বখন প্রত্যাগমন করছি, তখন দুর্বৃত্ত রাজ-অনুচরেরা আমায় বধ করতে ছুটে এলো। মায়ের রূপায় বন্ধ-বৃদ্ধে তাদের পরাস্ত করলাম ; তার পর তৃষ্ণার্ত হ'য়ে নদীতে জলপান করতে গেলুম—দ্রুত কুন্তীর আক্রমণ করলে, তাকে বধ ক'রে আত্মরক্ষা করলুম। এতগুলো বিপদ হ'তে মুক্তিলাভ ক'রেও এতগুলি প্রাণীর জীবন রক্ষার কোন উপায় করতে পারলুম না।

ফুল্লরা। যাঁ ! বল কি ?

কাল। তবে আর বলছি কি, ফুল্লরা ? ভাগ্য এখন আমাদের প্রতিকূলে, তাই পদে পদে লাঞ্ছনা—নির্ধাতন—নিপীড়ন। এও সহ হ'ত, ফুল্লরা ! কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভীষণের মলিন মুখ আর দেখতে পারি না। যাহুবের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব তা করেছি, কিন্তু হুঁত্যাগ্য প্রতিকূলে—তাই আমার সমস্ত চেষ্টা, প্রাণপণ যত্ন বিরাট ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হয়েছে। সমস্ত দিন শিকারের সন্ধানে ফিরেছি, একটা শিকারও চোখে পড়ে নি। বিরাট আশা নিয়ে বেরিয়েছিলুম, গভীর হতাশাসে ফুল্লমনে ফিরে এসেছি।

ফুল্লরা। যা—বল কি ? আমার কেতুমান যে কুখার জালায় আকুল হ'য়ে অবসরদেহে মাটিতে ঢ'লে পড়েছে। কি হবে ? কেমন ক'রে আমার কেতুমানের জীবন-রক্ষা করব ? ঠাকুর-পো ! তুমিও কি কিছু পাও নি ?

স্বকেতু। [নিরস্তর] :

ফুল্লরা। নিরুত্তর ! বুঝেছি—ঠাকুর-পো, লজ্জায়, কোভে তোমারও বাক্যক্ষুণ্ণি হচ্ছে না । হাঁ গা, তা হ'লে কি হবে ?

কাল। কি হবে ? এখনও জিজ্ঞাসা করছ—ফুল্লরা, কি হবে ? বা হবার তাই হ'তে বসেছে । না হয়—যাতে হয় তাই করি এস । আগে ছেলেটাকে মেরে ফেলি, তার পর ভাইটাকে মেরে, এস তুমি আমি দু'জনে মরি । সব আপদ চুকে যাক !

সুকেতু । এখনও সূর্যাস্তের বিলম্ব আছে । দাদা ! তুমি অপেক্ষা কর—আমি আবার শিকারে চললুম ।

কাল । না, ভাই ! তোর আর একা গিয়ে কাজ নেই ; তাব চেয়ে এক কাজ কর—জঠরাগ্নি বখন অলেছে, তখন কোনমতে সে আগুন নির্বাণ কবতেই হবে । মধুর হোক, তিক্ত হোক, স্বাদগন্ধহীন হোক, এই হিংস্র কুন্তীরের মাংসেই আজ আমরা ক্ষুন্নিবারণ করব । যা—যত শীঘ্র পারিস্, এই কুমীরটাকে পুড়িয়ে নিয়ে আয় ।

[কুন্তীর লইয়া সুকেতুর প্রস্থান ।

কেতু । [মুচ্ছাভঙ্গে] মা, বাবা এসেছেন ? আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, মা !

কাল । একটুখানি শান্ত হও, পুত্র ! তোমার খুল্লতাত এখনই তোমার উপাদেয় আহাৰ্য্য এনে দেবে—প্রাণ ভ'রে খেয়ো ; পর্যাপ্ত আহাৰ—একদিনে শেষ করতে পারবে না ।

ক্রমপদে সুকেতুর প্রবেশ ।

সুকেতু । দাদা ! বুঝি ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন ; কুন্তীরের উদর বিলীর্ণ ক'রে আমি এই সব রক্তালঙ্কার পেয়েছি ।

কাল । মূৰ্খ, কার ধনে অধিকারী হ'তে চাচ্ছ ?

স্বকেতু। কেন দাদা ? এ রত্নালঙ্কারের প্রকৃত অধিকারী ত এখন কেউ নেই। যখন কুস্তীরের উদর হ'তে পাওয়া গেছে, তখন বুঝতে হবে এ প্রকৃত অধিকারী নিশ্চয়ই এই হিংস্র জল-জন্তু বকলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

কাল। যদি তাই হয়, তা হ'লে এতে এখন রাজাব অধিকার।

স্বকেতু। কিন্তু রাজা আমাদের শত্রু।

কাল। শত্রু হ'লেও বাজাব অধিকার রাজাকে ফিরিয়ে দেওয়া প্রজার কর্তব্য।

স্বকেতু। তা' হ'লেও কুস্তীরকে তুমি বধ কবেছ, সুতরাং এ ধনরত্নে একমাত্র তোমারই অধিকার। অনুমতি কর, দাদা ! আমি এর বিনিময়ে কেতুমানের জন্য কিছু খাণ্ড-সামগ্রী নিয়ে আসি।

ফুল্লাবা। ওগো, অনুমতি দাও—আমার কেতুমানের মুখ চেয়ে অনুমতি দাও।

কাল। না—ফুল্লাবা, অনুমতি দিতে পারব না ; এ চৌর্য্যবৃত্তি ! জেনে-গুনে পাশে লিপ্ত হ'ব না, তাতে যদি একমাত্র নরনানন্দ পুত্রকেও হারাতে হয়, হোক !

ফুল্লাবা। ওগো, এত নিষ্ঠুর তুমি—সন্তানের মুখ চাইলে না ?

কাল। ক্ষমা কর, ফুল্লাবা ! আর পারলুম না। যাও, স্বকেতু ! সমস্ত রত্নালঙ্কার রাজাকে অর্পণ ক'রে এস। আর ফুল্লাবা ! পার ত দণ্ড কুস্তীরের মাংসে পুত্রের জীবন রক্ষা কর। আমি আবার এখনই শিকারে চললুম।

[অগ্রে কালকেতু, তৎপশ্চাৎ স্বকেতুর প্রস্থান।]

ফুল্লাবা। মল্লচণ্ডি ! শেষে এই করলি বা ?

[পতন ও মূর্ছা]

চণ্ডিকার ব্যাধবালিকার বেশে প্রবেশ ।

চণ্ডিকা ।—[কেতুমানকে]

গান ।

ওঠো না—ওঠো না ভাই,

দেখ না কি এনেছি ।

বড় সুখ পেয়েছে তোঁর,

তাই ত ছুটে এসেছি ॥

[কেতুমানকে উঠাইগেন]

কেতু ।— কে তুমি করুণাময়ি,

দীনের বাণী বুঝেছ,

ত'রে এমন বাণীর বাণী,

হেথা ছুটে এসেছ ;

তোমার আপন বলতে নাই কি কেহ, ✓

পরের প্রতি এত স্নেহ,

স্নেহের পরশ পেয়ে তোমার

সুখ-তৃপ্তি ভুলেছি ॥

চণ্ডিকা ।—পরকে নিয়ে আপন হারা,

আমার স্বভাব এমনি ধারা,

তাই পরের সবে পরবাসী

আপন জনার পর হয়েছি ॥

কেতু ।— এমন পাষণ্ড মাতা-পিতা

গুনি নি কার আছে কোথা,

চণ্ডিকা ।—তাই পাষণ্ড-হুহিতা নামটি

লোকের কাছে গেয়েছি ॥

পাণ্ডল খাণ্ডীর হাত ধ'রে তাই

অশানবাসী হয়েছি ॥

[কল দিয়া প্রস্থান ।

মা

[২য় অঙ্ক ;

কেতু । [মুচ্ছিতা ফুল্লরাকে] দেখ—মা, কত ফল—কেমন ফল !

ফুল্লরা । [উঠিয়া] কে দিলে, বাবা ?

কেতু । [চারিদিকে চাফিয়া] কৈ মা, সে যে চ'লে গেছে ! এই
যে এখনি এখানে ছিল—কোথা গেল ?

ফুল্লরা । ও বুঝেছি ! খাও বাবা, পেট ভ'রে খাও ! [উদ্দেশে]
মা মজলচণ্ডি ! তোরা এত দয়া !

[উভয়ে নিষ্কান্ত ।

চতুর্থ দৃশ্য

পুকুরিণীর তীর

গীতকণ্ঠে পল্লী-রমণীগণের প্রবেশ ।

রমণীগণ ।—

গান ।

মিন্সেরা পতর-কুঁড়ে শুধু মরে বাজের কাজ করে ।

পাঠাব ধনু করে বন-বাগানে নিত্য শিকারে ।

আম্বে মেরে হাজার কুমীর বাঘা সিজি বরা,

পেট চিরে ভুজ্বল ঘরে মাদিক রতন বড় বড়,

হবে না পব্ভে টেনা, গয়না হবে নানান্দখানা ।

সলা লুখে র'ব বিস্তার, ভগ্নন সাধুবে কত আপন পরে ।

১ম রমণী । বলি, মেজো ধুড়ি, শুনেছ গা—কালকেতুর চক্চকে
বরাভের কথা । ওঃ, একেবারে রাতারাতি বড়লোক !

২য় রমণী। য্যা, বল কি গো ! রাতারাতি বড়লোক !

১ম রমণী। তবে আর বলছি কি ! কথায় বলে—সাত রাজার ধন এক মাণিক ; সেই মাণিক নাকি বুড়ি পাঁচ ছয়, বস্তাখানেক চুণী পান্না, বুড়ি তিনেক মুক্তা আর আধমুণে একখানা হীরের থান, তা ছাড়া সোনা রূপো, পেতল কাঁসার বাসন-কোসন, গাডু গামছা থেকে শুরু ক'রে মায় খড়্কে কাটিটি পর্য্যন্ত একটা কুমীরের পেট থেকে বেরিয়েছে।

২য় রমণী। য্যা বল কি—মায় খড়্কে কাটিটি পর্য্যন্ত ?

১ম রমণী। তবে আর ভাগ্যের কথা বলছি কেন ?

২য় রমণী। চাঁপার আয়ী বললে, সংসারের সব জিনিষ-পত্তর ছাড়া বাছুর শুদ্ধ একটা দুধলো গাই—আর ফুল্লরার শাওড়ী মাগী পেট-রোগা ব'লে তার জন্তে এক বস্তা পুরানো দাদখানি চালও নাকি বেরিয়েছে।

২য় রমণী। তোরা সব কথাই ঠাট্টা মনে করিস, যা বললুম তার এক কড়াও মিথ্যা নয়। নেতার পিসি আর আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

২য় রমণী। বরাত—ভাই—সবই বরাত ! আমাদের পাখর-চাপ বরাতে রূপোর খাডু আর ঘুচল না। হায় রে বরাত !

২য় রমণী। দেখ, কে একজন আসছে। দেখে বোধ হচ্ছে রাজার লোক। কাজ নেই, আয়—চ'লে আয়।

[সকলের প্রস্থান

পিঞ্জলাদিত্যের প্রবেশ।

পিঞ্জল। য্যা, এরা যা বলছে তা কি ঠিক ? বলছে স্বচক্ষে দেখে এসেছে ! 'ফর্দ যা দিচ্ছে, ততটা না হ'লেও তার কিছুও বটে ! তা যদি হয়, তা হ'লে কালকেতু—এইবার তোমায় পেয়েছি। অপমানের প্রতিশোধ—অপমানের প্রতিশোধ !

প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ ।

কালপুরুষ ।—

গান ।

বাজ্ রে ভেরা বাজ্ ।

বাজিয়ে ভেরী ভাঙাগড়া হবে আমার কাজ ॥

নূতন সাজে সাজিয়ে যারে আজ্কে বসাই রাজাসনে,

কাল প্রভাতে ঘুর্বে পথে, দিন যাবে তাব অনশনে,

দীন-ভিখারী ভিক্ষা ছাড়ি তুল্বে ঘেউল পাকাবাড়ী,

কেলে টেনা বাবুয়ানা, পরে নিতা নূতন সাজ ॥

পঞ্চম দৃশ্য

মন্ত্রণাগার

সহদেব রাও একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন । :

সহ । এত দম্ভ ঐ ক্ষুদ্র বালিকার ! অল্পকূল-সৌভাগ্য ঘেচে সেধে
 অনন্ত স্বখের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'বে দিলে ! দাস্তিকা বালিকা তাব এ অমূল্য
 দান হেলায় প্রত্যাখ্যান করলে ! তাকে বিবাহ করতে চাইলুম, আমার
 প্রস্তাব সে ঘৃণায় উপেক্ষা করলে ! উপেক্ষার লালসার আগুন আরও
 প্রদীপ্ত তেজে জ্বলে উঠল । স্নেহটাকে চাই—হলে হোক, বলে হোক,
 কৌশলে হোক, স্নেহটাকে অকলঙ্কী করব । একদিকে আমার সর্বস্ব—
 অল্পদিকে স্নেহটা । দেখি, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন । এই যে,
 মন্ত্রি ! কি সংবাদ ? তোমার কল্যাণ সম্বত ?

পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ

পিঙ্গল। একটা ক্ষুদ্র বালিকার সম্মতি-অসম্মতিতে কিছু যায়-আসে না, মহারাজ ! বিশেষতঃ সে যখন আমার কথা, সে কখনও অবাধ্য হবে না ।

সহ। উত্তম ! তা' হ'লে বিবাহের আয়োজন কর ।

পিঙ্গল। মহাবাজের অনুমতি পেলে আয়োজন করতে বিলম্ব হবে না । আডম্ববহীন আয়োজন—পুৰোহিতকে ডেকে গোটাকতক মন্তোচ্চারণ ক'রে মালা-বদল করা বৈতন্য । তবে একটা কথা, আমার প্রস্তাবে সে একটু অসম্মতির ভাব দেখিয়েছিল, তাই আমি তাকে তিন দিন চিন্তা করবাব অবসব দিয়েছি । আজ দিনা অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে আমি তা'র উত্তর চাই ।

সহ। যদি সে অসম্মত হয় ?

পিঙ্গল। বলেছি ত, মহাবাজ ! তা'র সম্মতি-অসম্মতিতে কিছু যায়-আসে না ?

সহ। আশঙ্ক্য হলুম । ভেবে দেখ, মন্ত্রী ! তুমি যথার্থ ভাগ্যবান কি না ?

পিঙ্গল। নিশ্চয়ই ! আমি মহারাজের স্বস্তর হ'ব, কথা রাজবাণী হবে, এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় মানুষের কল্পনাতীত—ধারণাতীত !

সহ। তা' হ'লে তুমি বিবাহের আয়োজন কর, মন্ত্রী ! যদি সম্ভব হয়—তবে কালই ।

পিঙ্গল। কাল কেন, মহারাজ ? আজই গোধূলিতে সে শুভ-লগ্নের যোগাযোগ থাকলেও আমার আপত্তি ছিল না ।

জমৈক প্রহরীর প্রবেশ ।

সহ । কি সংবাদ ?

প্রহরী । একজন কিরাত মহারাজেব দর্শনপ্রার্থী ।

সহ । স্পর্ধা বটে এই অসভ্য বশ্ত কিরাতের । রাজদর্শনেব সময়-
অসময়েব প্রতীক্ষা করে'না ।

পিঙ্গল । মহারাজ । আমাব মনে হয়, এ কিবাত আব কেউ নয়—
সেই দাস্তিক কালকেতু অথবা তাবই কোন অন্তরে ।

সহ । কেমন ক'রে বুঝ'লে ?

পিঙ্গল । এক বহুশ্রময় ঘটনা উপলক্ষ ক'রে আমি একপ অনুমান
করছি, মহারাজ !

সহ । তাকে এইখানে নিয়ে এস ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

কি সে বহুশ্রময় ঘটনা, যন্ত্রি ?

পিঙ্গল । ঐ দাস্তিক ব্যাধ কালকেতু একটা কুস্তীর শিকার ক'রে
প্রচুর মণিমুক্তা রত্নালঙ্কার লাভ করেছে । মহারাজের পিতার মুখে শুনেছি,
এই বংশের কোন মহীয়সী মহারানী পুত্রোয়া স্রোতস্বতীতে স্নান করতে
গিয়ে হিংস্র কুস্তীর-কবলে প্রাণ দিয়েছিলেন । কালকেতু সেই কুস্তীরকে
বধ ক'রে সেই ভূতপূর্ব মহারানীর সমস্ত রত্নালঙ্কার লাভ করেছে । বোধ
হয়, রাজকোষে এ রত্নালঙ্কারের একটা কিরিত্তিও আছে । মহারাজের
সম্মুখে আপনাকে সাধু সপ্রেমাণ করতে চতুর ব্যাধ চমৎকার উপায় উদ্ভাবনা
করেছে ।

হুকেতুর প্রবেশ ।

সহ । কে তুমি ?

সুকেতু । পরিচয় কি দিব, রাজন্ !

আর্মি হীন ব্যাধের নন্দন—

সুকেতু আমার নাম,

কালকেতু অগ্রজ আমার ।

জাতার আদেশে

আসিয়াছি রাজ-সন্নিধানে

প্রাপ্যধন প্রত্যর্পণ হেতু ।

ভ্রাতা মোর বধিরা কুন্তীর

দৈবযোগে লভিয়াছে

মহামূল্য রত্নরাজী এই ।

সবে কয়—

লঙ্ক ধনে অধিকার আছয়ে রাজার ।

পরশ্ব গ্রহণ করি' ইয় পাপের সঞ্চার,

তাই ডরে আসিয়াছি তব ঠাই ;

লহ রাজ্য, নিজ প্রাপ্যধন ।

[নতজায়ু হইয়া রত্নালঙ্কারপূর্ণ ক্ষুদ্র পুলিন্দাটী সহদেবের
সম্মুখে রাখিল]

সহ । [স্বগত] হেরি' এই কিরাত-মুবে

মনে পড়ে সোদনের কথা !

এখনো সন্দেহ আগে—

সত্য কি স্নেহেত্রা এর প্রেম-অমুরাগী ?

উপেক্ষিয়া রাজ্যের ঐশ্বর্য্য,

হৃদিভরা প্রেম-অমুরাগ,

মজিয়াছে কিরাতের প্রেমে ?

হেন নীচগামী বাসনারে শ্রোত ?

অসম্ভব কেমনে সম্ভবে ?

কে করিবে এ রহস্য ভেদ ?

পিঙ্গল। চতুর কিরাত, খামা চাল চলেছ! লক্ষ রত্নালঙ্কারেব লোভটুকুও ত্যাগ করতে পার নি, অথচ রাজার প্রাপ্য না দিলে রাজদণ্ডের ভয়টুকুও আছে; তাই কৌশলে আপনাদের মাধু সপ্তমাণ করতে লক্ষ ধনরত্নের অধিকাংশ আত্মসাৎ ক'রে নামমাত্র কয়েকখানা স্বর্ণালঙ্কার দিবে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে এসেছ? শোন, স্নকেতু! তোমার চতুর ভ্রাতা কালকেতুকে ব'লো, গুজরাট-অধিপতি মহারাজ সহদেব রাও—তাব চোখে ধুলো দেওয়া তোমাদের মত হীন ব্যাধের কস্ম নয়। মহারাজ, চিন্তে পারছেন এই রত্নালঙ্কার, রাজাস্ত্র-পুর-মহিলার কি না? আর এটাও বোধ হয়, মহারাজ অনুমান করতে পারেন—এই সামান্য কয়েক-খানা অলঙ্কারই একজন গুজরাট-রাজাস্ত্র-পুর-মহিলার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

স্নকেতু। মহারাজ! আমরা অশ্লীল কিরাত জাতি, কিন্তু মিথ্যাবাদী বা প্রতারণক নই। যদি সে অভিপ্রায় থাকত, তা' হ'লে এই অপূর্ণ উপায়-লক্ষ রত্নালঙ্কার মহারাজকে অর্পণ করা দূরে থাক, এই রত্ন-প্রাপ্তিব বিষয় মহারাজের গোচরীভূত হ'ত না।

পিঙ্গল। বলি, বাপু হে! তোমরা জানাবার পূর্বেই মহাবাজ ব্যাপারটা ভাল ক'রে জানতে পেরেছেন; এখন আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে চলবে কেন, বাহ? এখন ভাল চাও ত, যা পেয়েছ, সমস্ত রাজ-সরকারে দিয়ে কেন; নইলে এর পরিণাম বেশ স্নখকর হবে না।

স্নকেতু। মহারাজ—

সহ। হাঁ, আমারও ঐ মত, কিরাত-যুবক; অস্ত্রাধার কঠোর শান্তি-ভোগ করতে হবে, মনে থাকে যেন।

সুকেতু। মহারাজ, বিশ্বাস করুন। আমি একবর্ণও মিথ্যা বলি নি —এতটুকু প্রবঞ্চনা করি নি। অকপট-চিত্তে লক্ষ রত্নালঙ্কারের সমস্তগুলিই রাজ-সন্নিধানে আনয়ন করেছি। প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ ক'রে থাও করুন।

পিঙ্গল। সুকেতু! তোমার বাক্-চাতুর্যের তারিফ আছে; কিন্তু ওসব বুজ্জুকি এখানে চলবে না, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক!

সুকেতু। সাবধান! জেনো—মাহুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

সহ। উদ্ধত যুবক! রসমা সংঘত কর। জানো, তুমি কার সমক্ষে একরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছ?

সুকেতু। রাজার কাছে প্রজার আবেদন এতক্ষণ সংঘমের গম্ভীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, মহারাজ! কিন্তু বিনা দোষে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক প্রভৃতি হীন অপবাদ দিয়ে আমার সে সংঘমের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে আপনার এই বিচক্ষণ মন্ত্রী। মহারাজ! শঠের প্ররোচনায় সরল সত্যকে যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব'লে ভ্রান্ত ধারণা করতে চান্ করুন; কিন্তু জেনে রাখবেন—আমাদের কর্তব্য এইখানেই সমাপ্ত। [গমনোদ্যত]

সহ। কে আছিদ্—

রক্ষিণ্যের প্রবেশ।

উদ্ধত কিরাতকে বন্দী কর।

[রক্ষিণ্য সুকেতুকে বন্দী করিতে অগ্রসর হইল]

সুকেতু। [তরবারি কোষমুক্ত করিয়া] সুকেতুর হস্তে তরবারি থাক্তে তাকে বন্দী করতে পারে, গুজরাটে এমন শক্তিমান্ কেউ নেই।

[সভয়ে রক্ষিণ্য সরিয়া গেল, সুকেতু সদর্প-পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

পিঙ্গল। মহারাজ! নীচের এতখানি দর্প! এর প্রতিবিধান চাই।

সহ। নিশ্চয়ই! আগে তুমি বিবাহের আয়োজন কর, মন্ত্রী!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

উদ্যান-বাটিকা

ঝাড়ুদার-সদ্যর ও বালকগণের প্রবেশ ।

গান ।

সকলে ।— জেইরা সামলে কাশ বাজাও ।

হঁসিয়ারিলে লাগাও ঝাড়ু, ঝাড়ু না থামাও ।

মনিব-বসুনে সাদি জবর,

বখ্শিশ লেজে হামিলোগ নকর,

সোনা চাঁদিকা কিস্তি জেবব্,

কতুর না হোনা—দিল লাগাও ।

বালকগণ ।— আমরা সব্ বলি আর সব্ বুঝি

কাস্তি সব্ করি,

মুটার ওপর বড়ই চটা,

কুটাতে হই মিগ্‌দারি ;

সকলে ।— হুখের আশা করি নাকো, হুখের বোকা বই,

আপন পর নাইকো মোদের, সবার আপন হই,

কাব-শিহরা সকাই কোরা

কায় গেলে হই দুখী ভারি ।

সদ্যর । মনিবের ঝাড়ী বে ; খুব মন দিবে সকাই কাস কর ।

মহারাজ সকলকেই বখ্শিশ দেবেন ।

বালকগণ । নিশ্চয়ই করব, সদ্যর ! আর তাই, চলো আর ।

[সকলের প্রস্থান ।

সুনেত্রার প্রবেশ ।

সুনেত্রা । বাবার একি বিচিত্র আচরণ ! আমার পরিণয়ের আয়োজন করছেন, অথচ একটীবারের জন্ত আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন না ? মন যাকে চায় না, যাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, সেই লম্পট ব্যভিচারী গুজরাট-অধিপতি আমার স্বামী হবে ? না—না—প্রাণ থাক্তে আমি তাকে পতিত্বে বরণ করতে পারব না । আমি যেমন ক'রে পারি, আত্ম-প্রাণ বিসর্জন দেবো ; কিন্তু প্রাণান্তেও তাকে বিবাহ করব না ।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ ।

সখীগণ ।—

গান ।

ভোরের হাওয়ার এল খবর

ফুটল সইয়ের বিয়ের কুল ।

কেন ধনি, বিবাদিনী,

গুড় বরান—এলো চুল ।

হবে পতি মনের মতন,

পরবে কত মাপিক রতন,

রাণী হবে টাল-বদনী,

অকুলে:পাবি লো কুল ।

। ১ম সখী । এমন সুখের দিনে এমন বিবাদিনী কেন, সই ? এ সৌভাগ্য ক'জনার হয় ? রাজরাণী হবে, একটা রাজ্যের লোক সসন্মানে তোমার সন্মুখে মাথা নোদাবে, অক্ষরন্ত সুখ-ঐশ্ব্যের অধিকারিনী হ'রে সুখের হিল্লোলে ডাসবে, তবু তোমার প্রাণে আনন্দ নেই কেন, সই ?

সুনেত্রা । কেন আনন্দ নেই, সে কথা কেমন ক'রে তোমাদের বোঝাব, সই ? কল্পনায় যাতে- তোমরা অনাবিল সুখের শাস্তিময় পরশ

অল্পভব করছ, আমি তাতে অল্পভব করছি তীব্র বিয়ের জ্বালা—প্রদীপ্ত বহির জ্বালাময় পরশ। সই—সই, পার যদি একটু উপকার কর—আমায় মৃত্যুর উপার ব'লে দাও।

১ম সখী। ছিঃ সই, অমন অলক্ষণে কথা মুখে আনতে নেই !

সুনেত্রা। সই ! তোমরা কি বুঝবে, কেন আমি এ কথা বলছি ? তোমরা কল্পনার চোখে স্নেহের ঘে রঙিন ছবি দেখছ, সে ছবি একটা বিভীষিকার মত আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে—আমি আতঙ্কে শিউরে উঠছি ! সই—সই, যদি সত্য ভালবাস—ব'লে দাও, কিসে আমার মরণ হয়—আমি মরতে চাই—এ বিবাহ হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল।

২য় সখী। সই, তুমি বড় একগুঁয়ে। শুভদিনে কেবল অশুভ কল্পনা ক'রে প্রাণের শান্তি হারাতে বসেছ।

সুনেত্রা। আমার মত হতভাগিনীর মৃত্যুই শান্তি—মৃত্যুই স্বপ্ন !

৩য় সখী। মন্ত্রী মশায় আসছেন, চল আমরা ঘাই। কি একগুঁয়ে মেয়ে, বাবা !

• [সখীগণের প্রস্থান।

পিঙ্গলাদিভোর প্রবেশ।

পিঙ্গল। সুনেত্রা ! আমি তোমার কর্তব্য নির্ভাবণের জন্য তিনদিন অবসর দিয়েছিলুম ; আজ আমি উত্তর চাই।

সুনেত্রা। [স্বগত] চিত্তানল প্রজ্বলিত ক'রে চিকিৎসার প্রস্তাব। [প্রকাশ্যে] উত্তর ? উত্তর ত দিয়েছি, বাবা ! আমি বিবাহ করব না।

পিঙ্গল। অবাধ্য হ'য়ে না, সুনেত্রা ! আমি তোমার পিতা, তোমার মঙ্গলের জন্তই তোমার বিবাহের আয়োজন করেছি। • তুমি রাজধানী হবে—অতুল ঐশ্ব্যের অধিকারিণী হবে। বল, মা ! বিবাহ করবে ?

সুনেত্রা। বাবা! তোমার অবাধ্য কন্যাকে ক্ষমা কর। তুমি ঐশ্বর্যের লোভে যে লম্পট ব্যভিচারীকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়ে কন্যার সর্বনাশে উত্তৃত হয়েছ, আমি প্রাণান্তেও সে লম্পট ব্যভিচারী সহদেব বাঞ্ছক পতিত্বে বরণ করব না।

পিজল। তোমার এ অবাধ্যতার জন্তু আমায় শত অপমান, সহস্র লাঞ্ছনা—এমন কি কঠোর রাজদণ্ডও ভোগ করতে হবে, তা জেনেও কি তুমি বিবাহ করতে প্রস্তুত নও, সুনেত্রা?

সুনেত্রা। পিতা! যদি স্বৈচ্ছায় রাজ-রোষে পতিত হ'য়ে অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করেন, তার জন্তু নিরীহ কন্যা অপরাধিনী নয়।

পিজল। অবাধ্য বালিকা! এখনও ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও—বিবাহ করবে কি না?

সুনেত্রা। না।

পিজল। সুনেত্রা—

সুনেত্রা। পিতা—

পিজল। আবার পিতা কেন? যে কন্যা তার পিতার মুখের দিকে চায় না—পিতার অপমান-লাঞ্ছনায় যার হৃদয় এতটুকু বিচলিত হয় না, সে কন্যা—কন্যা নয়—বংশের আবর্জনা! সে আবর্জনা আমি স্বৈচ্ছায় দূরে নিক্ষেপ করব। দূর হ' অবাধ্য বালিকা! আজ হ'তে এ গৃহে তোর স্থান নেই।

[প্রস্থান।

সুনেত্রা। করুণাময় জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত করুণার রাজ্যে অভাগিনীকে একটু স্থান দাও, প্রভু! এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে হতভাগিনীর যে আর কেউ নেই।

ঝাড়ুদার-সর্দারের প্রবেশ ।

সর্দার । কেন থাকবে না, মা ? একটা ছোট লোক আছে, যে তোদের লুণ খেয়েছে—তাকে এতটুকু থেকে বুক ক'বে মামুষ কবেছে । আয়, মা । হুই মাতাপুত্র মিলে এ পাপবাজ্য ছেড়ে সেই দেশে চ'লে যাই—যেখানে কদাচাবী লম্পট রাজ্যে অত্যাচার নেই—যেখানে ঐশ্বর্য্যেব লোভে পিতা কন্ডার সর্ব্বনাশ করতে উদ্বৃত্ত হয় না । আয়—মা, চ'লে আয় ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পিঙ্গলাদিত্যের পুনঃ প্রবেশ ।

পিঙ্গল । 'স্বনেত্রা—স্বনেত্রা—কৈ ? কোথায় গেল স্বনেত্রা ? সে কি তবে সত্য-সত্যই গৃহত্যাগ করলে ?

সহদেবের প্রবেশ ।

সহদেব । নিশ্চয়ই তাই ! যে কষ্ট পিতার অবাধ্য হ'তে এতটুকু দ্বিধা করে না, তার মনের দৃঢ়তা কতখানি, তা কি তুমি এখনও বুঝতে পারলে না, মজি ? যুদ্ধের মাজ বিলম্ব না ক'রে প্রয়োজন মত অনুচর সঙ্গে নিয়ে দ্রাবর অমুসজ্জানে যাত্রা কর । যেমন ক'রে হোক, স্বনেত্রাকে ফিবিয়ে আনা চাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পর্বত-গুহা

গুহামধ্যে চণ্ডিকাদেবীর প্রস্তুতবৃত্তি ;

দেবলজী পূজায় নিরত ।

গীতকণ্ঠে কতিপয় সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ ।

সন্ন্যাসিনীগণ ।—

গান

নমস্তে চণ্ডিকাদেবী চণ্ডমুণ্ড-বিঘাতিনী ।

ভৈরবী ভবানী শিবে মহিষাসুর-মর্দিনী ॥

যোগিনী যোগেশজারা এলোকেশী মহামায়া,

কপালবালিনী কালী কলুষ-নাশিনী ॥

ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,

শবাসনা শুভঙ্করী,

পতিমা অধিকা উমা ত্রিতাপহারিনী ॥

[প্রস্থান ।

[দেবলজী স্তব পাঠ করিলেন]

দেবল ।—

স্তুত্ব ।

যাতা ধরিজী জননী দয়ার্দ্ৰহৃদয়া সতী ।
 দেবী ভূ-রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্বহুঃখহা ॥
 আরাধ্য মায়া পরমাদয়া শান্তিঃ কমা গতিঃ ।
 স্বাহা স্বধা চ গোবী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥
 হুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্কৈ পঞ্চবিংশতিম ।
 শ্রবণাং পঠনান্মর্ত্যঃ সর্বহুঃখাদবিমুচ্যতে ॥
 দ্বয়াময়ি ।

আর কতদিন স'ব এ যাতনা ?
 রাজ-কোপানলে
 হুহিতায় দিয়েছি আহুতি,
 আপনি সরেছি কত নিশ্চয় শীড়ন ।

গৃহহারা—

কল্লাশোকে আকুল পরানি,
 রহি দূরে লোকালয় হ'তে ।
 প্রাণভয়ে চোর সম সদা
 করি বাণ জয়োময় পর্বত-গুহায়,
 যাপি দিন অনশনে—কভু অর্জাশনে !
 ডাকি অহর্মিশ 'মা মা' বলি,
 তবু দয়া হ'ল না, জননি ?
 পায়ণ-মন্দিরী তুই পায়ণ-হৃদয়া,
 বুঝিলি না সন্তানের বাধা ?
 কত স্বপ্ন ? কত স'ব আর ?

এবে বুঝিয়াছি—
 পূজে যেই তোরে,
 তাহারে সহিতে হয় অশেষ যাতনা ।
 না শুকায় নয়নাশ্রু তার,
 দুর্ব্বাহ জীবনভার,
 বেদনায় আকুল পরাণি,
 ছিন্ন-ভিন্ন মর্ম্মস্থল,
 ত্রাহি ত্রাহি ডাকিয়ে সম্মনে !
 আমি তার পূর্ণ নিদর্শন,
 অতুল্য প্রিয় শিষ্য মোর—
 হতভাগ্য কিরাত-নন্দন ।
 ভক্ত তোর—
 তাই সেও সহিতেছে ।
 থাক জগন্মাতা
 ওগো পাষণ-প্রতিমা !
 ওইখানে—ওইভাবে
 নিষ্ক্রিয় জড়ের মত ;
 আর না ডাকিব তোরে
 জীবনের শেষপূজা সমাপন আগে
 মহাবলি করিব প্রদান—
 আত্মবলি—নরবলি—ব্রহ্মবলি আর,
 এককালে করি সমাপন,
 শোণিত-পিপাসা তোর মিটাব, জননি !

[শুভ্রাশ্রয় হইতে দেবীর খড়া গ্রহণ করিলেন]

তবে আর কেন মায়া-আবরণ ?

আব কেন মমতা প্রাণের ?

ধর তবে, পাষণ-নন্দিনী

পাষাণী ঝৈশানি ।

ব্রহ্মরস কব পান আকর্ষ ভবিয়া ।

[খড়গ দ্বারা স্বীয় শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে, দৈববাণী
ইহঁক, দেবলজী নিরস্ত হইলেন ।]

[নেপথ্যে চণ্ডিকা]

চণ্ডিকা । ধরহ বচন মোর, দেবল ব্রাহ্মণ !

অভিমান আত্মনাশে কেন আকিঞ্চন ?

স্তবে ভুই আমি তব প্রীতি,

অচিরাত পূরুষি কামনা ।

যোগ্যপাত্রে পূজাভার করিয়া অর্পণ,

কিরে বাণ্ড গুজরাট-নগরী

তব শিষ্যপাশে,

প্রচারিতে বাহাষ্য আবার ।

দেবল । পাষাণি !

এতদিন পরে

টলিল কি আসন তোমার ?

মনে কি পড়িল মাতা,

অভাগা সন্তানে ?

ধর আমি—ধর শিষ্য কালকৈতু—

বহুভাগ্যে শিষ্টরূপে পেয়েছি তোমার,

বহুভাগ্যে লভিলাম দেবীর করুণা ।

জয় বা দীপানী জগত জননী
 ছুরিতহারিণী চণ্ডিকে ।
 গণেশ-জননী ত্রিতাপ-নাশিনী
 শিব-সীমন্তিনী অধিকে ॥
 দম্বজ-দলনী কলুষনাশিনী
 শ্মশানবাসিনী কালিকে ।
 বিকট দশনা লোলরসনা
 শঙ্করী কপালমালিকে ॥
 মহিষ-মর্দিনী শ্যামা-উলঙ্গিনী
 ভবানী ভুবন-পালিকে ।
 অম্বরনাশিনী মহেশ-মোহিনী
 উমা নগেন্দ্রবালিকে ।

[দেবীকে প্রণামান্তর গাজ্রোধান করিলেন]

দেবীর প্রত্যাদেশ—যোগ্যপাত্রে পূজার ভার অর্পণ করে শুজরাট
 যাত্রা করিতে হবে। কিন্তু এই জনহীন স্থাপদসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশে
 অনুসন্ধান করেও কি যোগ্যপাত্র নির্কাচনে সক্ষম হ'ব ? কে জানে !
 লবই মায়েই ইচ্ছা ।

[প্রস্থানোচ্চোগ]

সন্ন্যাসিনী বেশে মুরলীর প্রবেশ ।

একি মুরলা—তুমি ? তুমি না তোমার স্বামীর সন্ধানে গিয়েছিলে ?

মুরলা । গিয়েছিলুম ।

দেবল । তার কি সাক্ষাৎ পাও নি ?

মুরলা । পেয়েছিলুম । কিন্তু পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে জন্মের বড়
 হারালুম ! আসন্নমৃত্যুর কোলে শুয়ে স্বন্দ-দেবতা আমার বুঝি আমারই

আশাপথ চেয়েছিলেন। সাক্ষাৎ হ'ল, কিন্তু ক্রণেকের জন্ত। দীর্ঘ অদর্শনের পর মিলনের সুখময় মুহূর্ত্ত বুঝি অভাগিনীর সহিল না—তাকে পেয়ে হারালুম ! যে মস্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে স্বামী আমার জন্মের মত দেশত্যাগী হয়েছিলেন, সেই অভিনব মস্ত্রে আমায় দীক্ষিত ক'রে তিনি সংসার ছেড়ে চ'লে গেলেন। ব'লে গেলেন—“হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়—ক্ষমা।”

দেবল। তা' হ'লে মুরলা, তুমিই যোগ্য পাত্রী ! আমি তোমাবই উপর মা'র পূজার ভার অর্পণ ক'রে জননীর প্রত্যাশ পালন করতে বাব।

মুরলা। সে কি, প্রভু ! মা'র পূজার ভার আমি গ্রহণ করব ? আমি যে অশুভা কীরাতিনী ?

দেবল। কোন দ্বিধা ক'রো না, মুরলা ! মা শুধু ব্রাহ্মণেব মা নন—আচণ্ডাল সমস্ত জগৎবাসীর মা ; আর সন্তান মাত্রেই তাঁর সেবার অধিকারী। এখন এস—আমায় অবিলম্বেই যাত্রার আয়োজন করতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

কিরাত বেশে মহাদেব ও কিরাতিনী বেশে

চণ্ডিকার প্রবেশ

চণ্ডিকা ।

চণ্ডিকা ।—আজ কি থেলা খেলবে ভোলা,

ধ'রে নব বেশ ।

কি ভাবে কে ভুলায়েছে,

তাই বিভোলা মহেশ ।

মহা ।—ভাবময়র ভাবে যেতে

ভোলা বিভোলা,

শব্দরূপে পদতলে

দুর্গাচারী ভাঙড় ভোলা,

লীলার স্তরঙ্গে রঙ্গে

জাসিরা চলেছি সঙ্গে

তোমার লীলা লীলাময়,

তুমি জ্ঞান সবিশেষ ।

চণ্ডিকা ।—তুমি কারা,

আমি ছায়া

তুমি জ্ঞান,

আমি মায়া,

মহা ।—মহাশক্তি মহামায়া

লিখ শব্দরূপী তাই বিশ্বজায়া,

আমার আমিহে বাহিক শেব ।

কালপুরুষের প্রবেশ ।

[গীতাবশেষ]

কাল ।—

বল্ছে বটে বেশ ।

বেটাবেটীর বন্দ লেগে

সন্দ ঘুচল শেষ ॥

খেল্ছে খেলা নুতন তয়ে

দীক্ষা দিয়ে মাতৃ-বস্ত্রে

মাগের বাছার মা চেনাতে

মাগের কিরাতিনৌ বেশ ॥

[সকলের গ্রহান ।

কালকেতুর প্রবেশ ।

কাল । করিত্তা !

মানবেব শ্রেষ্ঠ রিপু তুমি ।

অস্ত্র রিপুচয়

হয় যদি শক্তিমান্ দোৰ্দ্দণ্ড-প্রজাপ,

সংঘর্ষে তাহার—

অনিশ্চিত জয় কিম্বা পরাজয় !

কিন্তু তব ঠাই

বলের আকর যদি হয় সে মানব,

অনিশ্চয় পরাজয় তার ।

অরি হোর গুজরাট-বীর—

শক্তিমান, প্রবল প্রজাপ;

তথাপি না ভরি তারে ;

কিন্তু তোমা সনে যুঝি অহর্নিশ,

পরাভূত—অবসন্নদেহ,
 অশ্রুজল সাব—
 শাস্তিময় গেহ পূর্ণ হাতাকাবো ।
 তবু যুঝিতেছি ; আর ত পাবি না ।
 হতভাগ্য আমি—অক্ষম দুর্বল,
 জায়া, স্নেহে অন্ন দিতে নাহিক শক্তি ।
 জানি মা মঙ্গলময়ী তুমি গো, চণ্ডিকে,
 ডাকি নিত্য তোমা—
 বিন্দুনাত্র করুণার আশে ।
 কিস্ত কই ? দয়া ত হ'ল না—
 দেখা ত দিলে না—
 ঘুচালে না দুঃসহ যাতনা ।
 আর যে সহে না, মাতা ।
 অশ্রুভাবে জায়া পুত্র কবে হাতাকাব,
 নিরন্তর নয়নে নির্ঝর,
 জীর্ণ দীর্ণ বুকে তাও সহিতেছি
 ধরি মাতা, তোমার ধ্যান ।
 বল মাগো—আর কত সয় ?
 প্রাণাধিক মেহের ঢলান কেতুমান,
 প্রাণাধিকা ফুলরা কামিনী,
 দ্রাক্ষগুত-প্রাণ মেহের অনুরক্ত
 চেয়ে আছে মোর মুখপানে ।
 উপবাসী ছুই দিন ।
 আশ্বাসি তাদের

আজি পুনঃ আসিয়াছি শিকার আশায়,
অরি চণ্ডিকার নাম !

নাহি জানি — অদৃষ্টের কলাফল কিবা ।

এ কি অলক্ষণ !

প্রবেশিতে কাননের পথ,

নেহারিছু অলক্ষণ স্বর্ণ-গোধিকায় ।

বুঝিলাম অদৃষ্টের ক্রুর নির্ধাতন ।

যবে দৃঢ় করি মন

আসিয়াছি শিকার-সঙ্কানে,

অলক্ষণে বিচলিত না হইব কভু ।

অলক্ষণে করি আজি প্রথম শিকার

প্রবেশিব নিবিড় কান্তারে ।

[ধনুকে শর বোজনা করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান
এবং অনতিবিলম্বে রজ্জুবদ্ধ স্বর্ণ-গোধিকাকে
লইয়া পুনঃ প্রবেশ ।]

সঙ্কানিতে নাহি হ'ল শর,

আপনি গোধিকা দিল ধরা ।

জীৱন্ত ধরেছি ববে—

কান্দু' কাণ্ডে রাখিব বাধিয়া,

শিকার পশ্চাতে এর

ভাগ্যফল হইবে নির্ধাত ।

যদি হয় অলক্ষণ সত্যে পরিণত,

গোধিকার শোভারে অনলে

মাংসে ভাজি করিব ভক্ষণ ;

হলাহলে তার মৃত্যু যদি হয় ।

ছর্কিবহ মর্ষদাহ হ'তে

মৃত্যু যোব প্রেয়ঃ শতশুণে ।

যাই আমি—

বিলম্বে বাড়িছে বেলা ।

[প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে কাঠুরিয়াগণ, কাঠুরিয়া-রমণীগণ ও

বালকগণের প্রবেশ ।

সকলে ।—

গান ।

আমরা কাঠ কাটি আর কাঠ বেচি,

তার দিন করি গুজার ।

মাগী মরন গোলা আমরা সবাই হুঁ দিয়ার ।

পুরুষ ।—আমরা হেঁইরা বারি কুড়ুল চালাই

পাড়ি সেঙন পাল,

স্ত্রী ।—মট্ট-মট্ট-মট্ট আমরা ভাজি গুন্ডো গাহের' ডাল,

বালক ।—করি খুঁড়ি বোকাই ঢেলাকায়ে আমরা হেলের পাল,

স্ত্রী ।—আমরা কাজে নই বেজারী, হুঁ

পুরুষ ।—বিহান বেলা বন্মে' চলি সাঝে কিরি ঘর,

স্ত্রী ।—মোর হাণিত্যেবে থাকি ব'সে কখন আসবে গো দাগর,

বালক ।—আমরা বুনোর হেলে বন চিনি,

তাই বুলে বেড়াই বন-বাদাড় ।

সকলে ।—আমরা হেলে খেলে দিন কাটাই,

খারি না'ক করো খার ।

[সকলের প্রস্থান ।

ঝাড়ুদার সর্দারের হাত ধরিয়া সুনেন্ত্রার প্রবেশ ।

সুনেন্ত্রা । আর যে চলতে পারি না, সর্দার ! অনাহার অনিদ্রাব উপর এই কণ্টকাকীর্ণ বনপথে চলতে চলতে পা ছ'খামা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে, ক্রুধা-ভ্রমণায় দেহ অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে ; দৃষ্টিশক্তি যেন ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে । সর্দার ! যদি অহুমতি দাও, এইখানে একটু বিশ্রাম করি ।

সর্দার । মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে বেরিয়েছ, মা । সামান্য পথ-ভ্রমে কাতর হ'লে চলবে কেন ? জানি, জীবনে কখনও এতখানি কষ্ট সহ্য কর নি ; কিন্তু সহ্য করবার স্পর্ধা নিয়েই ত গৃহত্যাগিনী হয়েছ ? যে শক্তি নিয়ে শক্তিমান গুজরাটরাজের প্রবল শক্তিকে উপেক্ষা করেছ, ঘেহের কর্তব্য ভুলে পিতার অবাধ্য হয়েছ—শক্তিময়ী নারি, তোর সে শক্তি কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে ? তা যদি হয়, তা' হ'লে আগের মত আবার তাকে জাগিয়ে তোল ।

সুনেন্ত্রা । শক্তি নিদ্রিত নয়, সর্দার ! কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে গভীর হতাশা যেন তারে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে ।

সর্দার । সে ঘুম থেকে জাগতেই হবে । অন্ধকারে চেয়ে দেখ—বিশাল কর্ণক্ষেত্র ; পশ্চাতে অসংখ্য শোন—কিন্তু শব্দহীন ; তাকে জাগাতেই হবে ।

[নেপথ্যে শব্দ ।]

পিঙ্গল । কঠোর বেন এইদিক থেকে আসছে ! চল এগিয়ে চল ।

সসৈন্যে পিঙ্গলাদিত্যের প্রবেশ ।

এই যে শাপিষ্ঠা ! এদের হুকুমকেই শৃঙ্খলিত কর ।

সর্দার । আমি জীবিত থাকতে তা হবে না, পিঙ্গলাদিত্য ! আমিই তোমার সর্ব প্রথম রক্ষা দিব ।

পিজল । বটে ! তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করি। সৈন্যগণ, আগে একে শৃঙ্খলিত কর ।

[সৈন্যগণ সর্দারকে আক্রমণ করিল, সর্দার প্রাণপণে বাধা দিয়া শেষে পবাজিত, আহত ও বন্দী হইল ।]

কেমন—হয়েছে ? নে, মেয়েটাকে বাধ্ ।

সুনেত্রী । বাবা । তুমি কি মানুষ ? একজন কদাচারী লম্পটের লালসাব খোবাক যোগাতে নিজের ঔবসজাত কথার অনুসরণে এতদূর আস্তে তোমার লজ্জা কবে না ? ছি—ছি—ছি—

পিজল । বড় যে লম্বা লম্বা কথা কইছিস্, সুনেত্রী ! তোর অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ আমি জোর ক’রে তোব বিয়ে দোব, তাই এতখানি কষ্ট স্বীকার ক’রে এতদূর এসেছি । যদি ভাল চাস্—আমাদের সঙ্গে আয়, নইলে তোকেও শৃঙ্খলিত করতে বাধ্য হব ।

সুনেত্রী । আমায় গৃহ হ’তে বিতাড়িত করেছ, আর আমি গৃহে যাব না ।

পিজল । অভিমানিনী মা আমার ! অভিমান করিস্ নি । আয়—আমাদের সঙ্গে আয় । ভেবে দেখ্—তোর ভালর জন্তই আমি এতটা করছি ।

সুনেত্রী । কিছু করতে হবে না, বাবা ! আমি ভাল চাই না ।

পিজল । গৃহে যাবি না ?

সুনেত্রী । না—

পিজল । সৈন্যগণ ! অবাধ্য বালিকাকে শৃঙ্খলিত কর ।

[সৈন্যগণের জব্বাকরণোদ্যোগ]

সুনেত্রী । [ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে করিতে] ওগো, কে কোথায় আছ রক্ষা কর—কে কোথায় আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর—

স্বকেতু । [নেপথ্য হইতে] ভয় নাই—ভয় নাই—

বেগে স্নকেতুর প্রবেশ ।

সাবধান কুকুরের দল ! যে বালিকার অঙ্গ স্পর্শ করবে, আমি তাকে হত্যা করব ।

পিঙ্গল । অসভ্য বস্তু কিরাত ! জান, তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ ? আমি আমার কথাকে জোর ক'বে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, তাতে বাধা দেবাব কারও অধিকার নেই ।

সুনেত্রা । ওগো, না গো—না, আমার পিতা হ'লেও লম্পটের প্ররোচনায় ইনি আমার সর্বনাশ করতে উত্তত । আমায় বক্ষা করুন !

স্নকেতু । কোন ভয় নেই, বালিকা । আমি বর্তমান থাকতে কাবও সাধ্য নেই যে, তোমাকে এখান থেকে জোর ক'রে নিয়ে যায় ।

পিঙ্গল । বটে রে দুর্বৃত্ত ! সৈন্তগণ—আক্রমণ কর ।

[সৈন্তগণ স্নকেতুকে আক্রমণ করিল, স্নকেতু প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল ; সৈন্তগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল । অনন্তোপায় হইয়া পিঙ্গলাদিত্যও প্রস্থান করিল । গমনকালে স্নকেতুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—“আচ্ছা, দেখে নিচ্ছি ।”

স্নকেতু । এখন তোমরা নিরাপদ । চল—বালিকা, তোমাদের এ অপেক্ষা নিরাপদ স্থানে রেখে আসি ।

সুনেত্রা । মহাপ্রাণ দেবতা, আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ ! আপনার অমৃতগ্রহে একদিন প্রাণ করে পেয়েছিলুম, আজ আবার আপনারই অমৃতগ্রহে এ অভাগিনীর ধর্ম রক্ষা হ'ল !

স্নকেতু । কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন নেই, বালিকা ! আমার সঙ্গে এস—[সর্দারকে বন্ধনমুক্ত করিয়া] সর্দার ! জাহত তুমি—আবার ককে ভর লাগে ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

কালকেতুব কুটব

কান্দু'কাণ্ডে স্বর্ণগোধিকা আবদ্ধ করিয়া মলিনমুখে

ধীরে ধীরে কালকেতুর প্রবেশ ।

কাল । যে অমঙ্গলের নিদর্শন স্বর্ণগোধিকা দেখে শিকারে বেরিয়ে-
ছিলুম, সেই স্বর্ণগোধিকা নিয়েই কুটবে ফিবে হ'ল । কী দুর্দ্দৈব ।
অদৃষ্টের কী ক্রুব নির্গাতন । ক্ষুৎপিপাসাকাতর অভাগিনী ফুলরা—
হতভাগ্য পুত্র কেতুমান্ পবিপূর্ণ আশা নিয়ে আমার আগমন-প্রতীক্ষা
করছে । কি ব'লে তাদেব সাস্তনা দেবো ? কি বলব—কি করব কিছুই
ভেবে পাচ্ছি না । ওহো-হো—এব চেয়ে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন ?
মঙ্গলময়ী মা যার প্রতি বিরূপা—অদৃষ্ট যাব প্রতিকূল—দেশের রাজা যার
প্রবল আততায়ী, তাব আর শাস্তি কোথায় ? এ দুঃসময়ে মৃত্যুই আমার
বন্ধু—মৃত্যুই আমার গতি—মৃত্যুই আমার শাস্তি । তবে আর কেন বন্ধু,
এস—দয়া কর—দয়া কর—আজ তোমার আলিঙ্গনে সকল আলা জুড়াব
ব'লে এই স্বর্ণগোধিকার বিষাক্ত মাংস ভক্ষণ করব । দেখ'ব—বন্ধু, তুমি
কেমন ক'বে ভুলে থাক । ফুলরা—ফুলরা—তাই ত । কোন উত্তর নেই,
তবে কি ফুলবা কুটিরে নেই ? নিশ্চয়ই তাই । ভালই হয়েছে—এ হতভাগ
প্রাণের শুধ দীর্ঘশ্বাসের উদ্ভাপ তারা সইতে পারবে না । বাই—এ
গোধিকাকে কুটিরে রেখে আমি কিছু শুধ কাঠ মাহরণ ক'রে নিয়ে
আসি ।

[স্বর্ণগোধিকা কুটিরে রাখিয়া প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ ।

কালপুরুষ ।—

গান ।

তা' হ'লে হতুম একটা সিঙ্গি ।
 আপনার গৌঁ রাখতুম বজায়,
 যেমন বুনো বরা সিঙ্গি ॥
 ডাক্লে যদি আসত মরণ,
 কালের ভয়ে কে আব মাকে
 অস্তিমেষে করত স্মরণ ॥
 থাকত না ভেদ আধার আলো,
 পাপ পুণ্য ধলো কালো,
 আকাশ নেমে আসত ধরায়
 ত'ত স্বর্গ-যান ওই জেলে ডিঙ্গি ॥

[প্রস্থান ।

[স্বর্ণগোধিকারূপিণী দেবী চণ্ডিকা সূন্দরী বোডশামুর্তি ধারণ ।

ফুল্লরার প্রবেশ ।

ফুল্লরা । তাই ত, দেখতে দেখতে বেলাটুকুও শেষ হ'য়ে গেল । কিস্ত
 কৈ—তঁারা ত এখনও ফিরলেন না ? কেন এত বিলম্ব হচ্ছে ? মা
 মঙ্গলচণ্ডি—দেখিস্, মা ! তাঁদের যেন কোন অমঙ্গল না হয় । এ
 অর্ধাঙ্গিনীর সর্বস্ব গেছে, তবুও স্বামীসুখে স্মৃতি নী ; এ সুখটুকু যেন কেড়ে
 নিস্ নি, মা । [অগ্রসব হইয়া] ওমা ! এ আবার কে ? বলি, কে
 পা তুমি ?

চণ্ডিকা । আমি—আমি ।

ফুল্লবা । ও সব চৈয়ালীর কথা ছেড়ে বল তুমি কে—কাদের বৌ তুমি ?

চণ্ডিকা । পাবচয় দিতে গেলে—উচ্চকূলের বধু আমি, স্বামী থাকতেও স্বামীগণা—পত্নীমাত্রহীনা—ত্রিসংসাবে আমার জুড়াবাব স্থান নেই, তাই যে এখন আমার আদব ক'বে ডাকে, তখনই আমি তাব ।

ফুল্লবা । পোড়াবনুখি ! ণীকলাঙ্কান । এহবাব তোকে চিনেছি । বাব তিনকূলে কেউ নেই, অথচ তাব এত রূপ, এমন যৌবন, গা-ভরা সোনা-দানা, এতে কি আব মানুষ চিন্তে বাকী থাকে ? গোড়ারমুখ । নিজের তিনকূল খেবে আমার মত দুখিনী'র কুল মজাতে এসেছি'স্ কেন ? এখনও ভাল চাস ত মানে মানে বিদেব হ', নহলে আমার স্বামী যদিবে এলে তিনি তোকে অপমান ক'বে বাড়ী'র বে'ব ক'বে দেবেন ।

চণ্ডিকা । তুমি ও আচ্ছা কুতূলে মেয়েমানুষ গা ? তোমাবই নখেব জন্তাই বুঝি, তোমাব এমন মাটি'ব মানুষ শাস্ত্রভী দেশ-ভাগী হয়েছেন ? তা তুমি যাই বল আব যাই কব, আমার যে হাতে-পায়ে ধ'বে এনেছে, সে যদি বিদাব হ'তে বলে, তখন না হয় বিদেয় হব, তা ব'লে তোমাব কথা'য় একটী পা-ও আমি চাদ—নড়'ছি না ।

ফুল্লবা । কি বল'লি, হতচ্ছাডি । তোকে হাতে-পায়ে ধ'বে এনেছে ? কক'খনো না—কক'খনো না, তোব মত কূলের ধ্বজা মেয়ে মানুষকে হাতে-পায়ে ধ'বে আন'বে, এমন লোক আমাদের মত দীন-দুঃখী'র দবে কেউ নেই, তবে যদি বড় বড় বাজা-বাজু'ডাব কথা বল'তি'স্, তা' হ'লে কথাটা খাটুত ।

চণ্ডিকা । তোমাদের ঘবেব লোক না হ'লে কি আব পর আমার এখানে আন'তে পাবে ?

ফুল্লবা । [স্বগত] তবে কি ঠাকুবপো'ব এই কাজ ? ছুঁ'ডাব এই রূপ, এমন ভবা যৌবন, আর তাবও উচ্চকা বয়স ; তা'ব পক্ষে এটা আশ্চর্য্য নয় । [প্রকাশ্যে] তুই মিথ্যা বল'চিস, পবেব স্ত্রী'ব উপর নজ'ব

দেয়, এমন কেউ আমাদের ঘরে নেই। আচ্ছা বল দেখি, সে দেখতে কেমন ?

চণ্ডিকা। কেন, দিবিষ চেহারা তার ! গৌর কান্তি—উন্নত বক্ষ—দীর্ঘ বাহু—আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু—লাবণ্যময় দেহে যৌবন এখনও পূর্ণভাবে খেলা করছে। এমন চেহারা কি তোমাদের ঘরে কারও নেই ?

ফুল্লবা। [স্বগত] এ যে তাঁর কথা বলছে, তবে কি তিনি ?
[প্রকাশ্যে] তিনি তোঁর হাতে-পায়ে ধ'রে নিয়ে এসেছেন ?

চণ্ডিকা। তাঁর গরজ্ না হ'লে আমার অত গাজ্ ছিল না ;
সংসারে আমাকে ডাকবার লোকের অভাব নেই।

ফুল্লবা। পরিচয় দিয়েছিলেন ?

চণ্ডিকা। পরিচয় দিয়ে হাতে-পায়ে ধ'রে তবে এনেছে। তাঁর নাম বলব ? তাঁর নাম কালকেতু।

ফুল্লবা। পোড়ারমুখি ! দূর হ' এখান থেকে। আমার স্বামীর কখনও এতটা নীচ প্রবৃত্তি হবে না—হ'তে পাবে না। তুই নিশ্চয়ই কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিস্। দূর হ--কালামুখি, দূর হ।

চণ্ডিকা। বলেছি ত, যে এনেছে সে যদি না দূর ক'রে দেয়, তোমার কথায় আমি এক পা-ও নড়ব না। আর সত্যি-মিথ্যে তোমার স্বামীকেই না হয় জিজ্ঞাসা কর না।

ফুল্লবা। [স্বগত] তবে কি এর কথা সত্য ? আমার স্বামী এই কালামুখীকে ঘরে এনেছে ? মা মঙ্গলচণ্ডি ! কি করলি—মা, কি করলি ? কঠোর দারিদ্র্যের নিশ্চয় পীড়ন সহ্য ক'রেও স্বামীসুখে সুখিনী ছিলুম আজ কি অপরাধে এ হতভাগিনীকে সে সুখটুকু হ'তেও বঞ্চিত করলি ?

চণ্ডিকা। ই্যাগা, তুমি কাঁদছ ? সত্যিই ত কাঁদছ ! তা' হ'লে আমি চললুম ! পরের কান্না আমি দেখতে পারি না—আমারও কান্না পায়।

তোমার স্বামী এলে আমার কথা তাকে ব'লো, আমি তোমার কান্না দেখতে পাব না ব'লেই ইচ্ছা ক'বে চ'লে যাবি।

ফুলবা। না—না—তা হবে না, তোমায় আমি যেতে দোব না, তুমি যে একজন নিবপবাস ব্যক্তির মাথায় এতবড় একটা কলঙ্ক বোঝা চাপিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে, তা হবে না। তোমার কথার প্রমাণ না দিখে কিছুতেই যেতে পাবে না।

চণ্ডিকা। বেশ তাহ'লোক। কিন্তু আমি থাকতে তুমি কাদতে পাবে না।

[নেপথ্যে কালকেতু —“ফুলবা। ধূলবা।”]

ঐ তোমার স্বামী আসছে, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা শুঁকে জিজ্ঞাসা কর।

ফুলবা। তুমি একটা অন্তরালে অপেক্ষা কর। [চণ্ডিকার তথাকথন]

কালকেতুর প্রবেশ।

কাল। এই যে, ফুলবা। কথা কইছ না কেন, ফুলবা? তোমার অকস্মণ্য অপদার্থ স্বামী সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে যে অভিনব শিকার ঘবে এনেছে, তাই দেখে কি স্নেহে, হুংথে, ক্রোধে, অভিমানে তোমার বাক্য-নিঃসরণ হচ্ছে না?

ফুলবা। [স্বগত] এ ত 'উনি অভিনব শিকারের কথা বলছেন। তা' হ'লে ত এ কালানুখী মিথ্যাকথা বলে নি?

কাল। ফুলবা, আমার কথা কি শুনে পাইছ না? উত্তর দাও—

ফুলবা। উত্তর আর কি দোব, আমি? এখন আর তোমার কোন কথার উত্তর দিতে ফুলবাকে দরকার হবে না, তার স্থান ত স্বয়ং পূর্ণ কবেছে।

কাল। ফুলবা। তোমার কথা ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফুল্লাবা। তা কেমন ক'বে বুঝবে। দিন ছিল যখন—ফুল্লাবাব একটা কথা শুনতে পবিপূর্ণ ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটে আসতে, দিন ছিল যখন—ফুল্লরাই ছিল তোমাব সর্বস্ব। সেদিন গিয়েছে—এখন ফুল্লাবা আর তোমাব কেউ নয়।

কাল। কী বলছ তুমি, ফুল্লাবা ?

ফুল্লাবা। কি আব বলব স্বামী। যখনই তোমাব ঐ অভিনব শিকাবটী দেখেছি, তখনই বুঝেছি—এই অভাগিনীৰ কপাল পুড়েছে।

কাল। ফুল্লাবা! বুদ্ধিমতী তুমি, তাই তুমি আমাব নিষ্ফলতাব বিষয় সহজেই অনুমান কবেছ। ফুল্লাবা। এ নিষ্ফলতাব মূল্য ঐ স্বর্ণগোধিকা।

ফুল্লাবা। স্বর্ণগোধিকা কেন, স্বর্ণলতিক বল। ছিঃ, নির্ভব পুরুষ। অভাবেব এমন নিশ্চয় পীড়ন সহ্য ক'বেও জঘন্ত প্রবৃত্তির হাত এড়াতে পাবলে না ? ধিক্ তোমাকে—আব শতধিক্ তোমার জঘন্ত প্রবৃত্তিকে।

কাল। ফুল্লরা। তুমি কি বলছ ? নিদাকণ অভাবেব তাড়নাব নিশ্চয়ই তোমার বুদ্ধিব্রংশ হযেছে—মস্তিষ্কেব বিকৃতি ঘটেছে। অসম্ভব নয়, ফুল্লরা। অভাবেব তুল্য শত্রু নেই। অভাবই মানুষকে অধঃপতনেব অধস্তম স্তরে টেনে নিয়ে যায়, নইলে তোমাব মত পতিব্রতা রমণী কি কখনও পতিনিন্দা কবতে পারে ?

ফুল্লাবা। জানি—প্রভু, তা পাবে না, কিন্তু তুমি তোমার আচরণটা স্বরণ কর দেখি। পতিব্র একরূপ আচরণে কোন্ সতীৰ প্রাণে বাধা না পায় ?

কাল। ফুল্লরা। তোমার প্রত্যেক কথাটাই যে একটা জটিল হেঁয়ালী ব'লে মনে হচ্ছে। আমি ত জ্ঞানতঃ তোমাব প্রতি কখনও রূঢ় আচরণ করি নি।

ফুল্লবা । জানি, তা কখনও কর নি কিন্তু কি অপবাদের আজ এমন
বিকপ হ'লে, স্বামি ?

কাল । ফুল্লবা । কী বলছ ।

ফুল্লবা । তোমার শিকাবলক অদ্ভুত সামগ্ৰীটির কথাই শ্রবণ কব,
শাবীর এব চেয়ে দুর্ভাগ্য আব কি হ'তে পারে ?

কাল । আমার শিকাবলক অদ্ভুত সামগ্ৰী ত একটা স্বর্ণগোধিক ।

ফুল্লবা । স্বর্ণগোধিক কেন স্বর্ণলতিকা বল ?

কাল । ফুল্লবা । এমন ঘৃণ্য বহুস্ত আমার ভাল লাগে না । তুমি
কি বলতে চাও—তোমার স্বামী মিথ্যাবাদী ?

ফুল্লবা । এ সুন্দরী কুলকামিনীকে তবে কে গৃহে এনেছে, প্রভু ?

কাল । সুন্দরী কুলকামিনী ।

ফুল্লবা । শুধু তাই নয় । সে আস্তে চায় নি, তুমি তার হাতে
পায়ে ধ'রে যেতে সেধে এনেছ ।

কাল । মিথ্যাকথা । কৈ, কোথায় সে মিথ্যাবাদিনী রমণী ?

চণ্ডিকার প্রবেশ ।

কাল । একি ।

কেবা এই নারী অনিন্দ্যসুন্দরী ?

দেববালা কিংবা মাযানারী,

অঙ্গুরা কিংবা কিংবা বিদ্যাধরী কোন

ধরাধামে অবতীর্ণা ছলিতে আমাবে ?

মানবীতে এত রূপ কত না সম্ভবে ।

যেন মনে হয়—

মহামায়া খেলিলা মায়াব খেলা ।

[অনিমেঘ নেত্রে চিত্রাৰ্পিতের ছায় দাঁড়াইয়া রহিল]

চণ্ডিকা। আমার অহুসঙ্কান করছিলে তুমি ?

কাল। ফুল্লরা ফুল্লরা, এ বিশ্বমোহিনীর রূপের আভায় আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমি নেন সব ভুলে যাচ্ছি ! ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছি—তোমাকে ভুলে যাচ্ছি—কেতুমানকে ভুলে যাচ্ছি—জগৎ-সংসার ভুলে যাচ্ছি—বুঝি আপনাকেও ভুলে যেতে বসেছি ! ফুল্লরা—ফুল্লরা—আমার মাথা ঘুরছে—আমায় ধর। [অবসন্নভাবে ঢলিয়া পড়িল]

ফুল্লরা। হ্যাঁগা, অমন করছ কেন ? কি হয়েছে তোমার ! হায়—হায়—মায়াবিনী কালামুখী কী করলি ?

চণ্ডিকা। হ্যাঁগা, যত অপরাধ কি আমার ? আমি আবার কি করলুম তোমার ?

ফুল্লরা। কালামুখি, কিছু করিস্ নি যদি, তবে আমার স্বামী তোকে দেখে অমন করছেন কেন ?

চণ্ডিকা। কেন করছে, সে কথা না হয় তোমার স্বামীকেই জিজ্ঞাসা কর।

কাল। ফুল্লরা ! কাকে তিরস্কার করছ ? গাঁকে দেখলে মানুষ আত্মহারা হয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়—আপনাকেও ভুলে যায়, তাঁকে কি তুমি সামান্য রমণী মনে করছ ? মার্জ্জনা চাও—ফুল্লরা, মার্জ্জনা চাও।

ফুল্লরা। হ্যাঁ গা, কে তুমি ?

কাল [নতজানু হইয়া]

কে তুমি মা, কমললোচনা ?

আইলি কি আপনি কমলা

গোলোক ত্যজিয়া ?

অথবা কি সুরেশ্বরী, সুরপুর ত্যজি'

আইলি মরতবাসে দাসে ছলিবারে ?

অথবা ! ক' আত্মশক্তি জগতজননী

ভুবনমোহিনী বেশে

এলি কি গো মহামায়া,

খেলিতে মায়ার খেলা ?

পশেছে কি কানে

সকল দীনের আহ্বান ?

বেজেছে কি বুকে,

মাগো, সন্তানের ব্যথা,

তাহ প্রসন্ন প্রসন্নময়ি,

এ দানের প্রতি ?

নগণ্য কবিত যদি এত ভাগ্যবান,

তবে আর কেন মায়ার বাধন ?

নয়নের মোহ-আবরণ ?

খুলে দে মা জ্ঞানের নয়ন—

যাহে চানবাবে পারি গো চিন্ময়ী ।

দয়া কব—দয়া কর—জগতজননি !

ফুল্লরা । প্রভু—প্রভু । একি সত্য—আমাদের মত দুঃখীর পাভাব
কুঁড়েয় মা এসেছেন ? মা—মা—পাষাণী মা—এতদিনে দয়া হয়েছে ?

চণ্ডিকা । সত্য, বৎস কালকেতু ! সত্য, মা ফুল্লরা । আমি
এসেছি—তোমাদের কাতব আহ্বানে পাষণ্ড গলেছে । বর নাও—
কালকেতু, বর নাও, ফুল্লরা !

কাল । বর ! দারিদ্র্যপীড়িত দীন কিরাত পেয়ে তাকে বর দিবেও
ভোলাবি ? ভাল, কি বর দিবি ?

চণ্ডিকা । অগাধ ঐশ্বর্য—অতুল সম্পদ—যা চাপ তাই দোব, বৎস ।

কাল। খড়েধামবী মা বার সহায়, তার আবার ঐখ্যেব প্রয়োজন কি, জন্মনি ?

চণ্ডিকা। বৎস। তোমাদের দুঃখে পাষণ্ড বিদীর্ণ হয়, আমি তোমাদের এ দাবিদা মোচন করব।

কাল। না, তা হবে না ; যে দারিদ্র্য হ'তে অস্পৃশ্য কালকেতু ব্যাধ মাকে পেয়েছে, তুচ্ছ সম্পদের সঙ্গে সে অমূল্য দাবিদা বিনিময় ক'বতে পাব না।

চণ্ডিকা। তবে তুমি কি চাও, বৎস ?

কাল। কি চাই ? কি চাইব ? বলতে পাব ফুলবা, কি চাইব ? আমি ত ভেবে উঠে পাবছি না—বুঝে উঠতে পাবছি না ; যা চাইব মনে ক'বছি, সবই যেন অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হচ্ছে। মা—মা, আমি কিছু চাই না—চাই শুধু তোকে। যখন কৃপা ক'বে দেখা দিয়েছিল, তখন আমার কুটিবে অচলা হ'য়ে থাকে, আর আমি যুগ যুগান্তর—জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ঐ ভবাবাধ্য চরণতলে ব'সে শুধু মা-মা ব'লে ডাকি।

চণ্ডিকা। তথাপি বৎস। আমি তোমায় এই বর দিচ্ছি—তুমি রাজ্যেশ্বর হ'য়ে মর্ত্যধামে আমাব পূজা মাহাত্ম্য প্রচার কর, আর তোমাব দেহান্তকাল পর্যন্ত আমি তোমার ত্রায় আদর্শ ভক্ত-গৃহে অচলা হ'য়ে থাকব। এস বৎস। আমি স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দি।

[তথাকরণ ও অন্তর্দ্বান।

কাল। মা—মা ! দীনহীন অস্পৃশ্য ব্যাধের মাথায় রাজমুকুট মানাবে কেন, মা ? ফুলরা—ফুলরা—মা কোথায় গেল ?

ফুলরা। তাই ত, রাজা। মা—কোথায় গেল ? কিন্তু রাজা। তোমার মাথায় রাজমুকুট বেশ মানিয়েছে।

কাল । অশ্রুভাষে যার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে, তাকে ‘রাজা’ সম্ভাষণ—
মনে পরিহাস নয় !

নেপথ্যে । পরিহাস নয়—রাজা, রাত্রি প্রভাতেই তোমার রাজ্যসনে
অভিষিক্ত কর্তে তোমার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রজাবৃন্দ তোমারই
কৃটিবদ্বারে সমবেত হবে ।

কাল । মা—মা—

[প্রস্থান ।

কল্পবা । বাজা—রাজা—

[প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের আবির্ভাব ।

কালপুরুষ ।—

গান ।

ভবের এমনি আজব কারখানা ।

দীন-ভিখারীর রাজার মান,

যার মানের বোল কড়াই কানা ॥

যে পেটের দায়ে পরের দোরে,

যুরে মরে, ভিক্ষা ক’রে,

সে রাজ্যসনে বস’তে পারে

বলে দেখা ও যায় না শোনা ॥

বরাতে কলকাঠি যার হাতে আছে,

সবই সোজা তারই কাছে,

ইয়কে নয় সে করতে পারে,

বোঝে না যে ধানকাণা ॥

মায়ের ইচ্ছায় হয় সকলি,

ওঠে রাজার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি,

বসে সিংহাসনে দীন-ভিখারী

যার পরনে ছোঁড়া টেনা ॥

[অন্তর্ধান

চতুর্থ দৃশ্য

পর্বত-গুহাব সম্মুখ

সুকেতু, ঝাড়ুদার-সর্দার ও সুনত্রার প্রবেশ ।

সুকেতু । গুজরাটবাজের সীমান্ত বহিভূত ব'লে এই পর্বত-গুহা সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান । এইখানে তোমরা নিরাপদে অবস্থান করতে পার ।

সর্দার । ঠিক বলেছ, এখানে যম ঘেঁসতে পাব্বে না—বাজাব লোক ত মানুষ ।

সুনত্রা । কিন্তু সর্দার । তুমি ত এখনও স্তম্ভ হও নি । এই জনশূণ্য স্থানে কে আমাদের আহাৰ্য্য এনে দেবে ?

সর্দার । ভগবান্ দেবেন্, মা । আগে ভাব'ছিলে আশ্রয়ের ভাবনা—এখন ভাব'ছ আহাৰ্য্যের ভাবনা ; ভাবনার হাত আর এড়াতে পাবলে না, মা ?

সুকেতু । কোন চিন্তা নেই তোমাদের । যতদিন না সর্দার স্তম্ভ হ'য়ে ওঠে, ততদিন আমিই তোমাদের আহাৰ্য্য সংগ্রহ ক'রে দেব । [স্বগত] যতক্ষণ দাদা আছেন, ততক্ষণ সেখানকার ভাবনা তিমিটে ভাববেন ।

সুনত্রা । আপনি আমাদের জন্ত এতটা করবেন ? সংসারে কি আপনার ভাব'বার আর কেউ নেই ?

সুকেতু । যারা আছে, তাদের ভাবনা ভাব'বারও লোক আছে ।

ফুলের সাজী হস্তে মুরলার প্রবেশ ।

মুন্না । কে তোমরা ? একি ! স্নেহে—তুই ? তুই এখানে ?
এবা কা'রা ?

স্নেহে । মা, তুমি এখানে ? তুমি না তীর্থ-দর্শনে গিয়েছিলে ?

মুন্না । অবোধ বালক । আমায় দেখে বৃদ্ধে পাবিহিন্, আমি
তীর্থ-দর্শন ক'রে ফিরে এসেছি ।

স্নেহে । ফিবে এসেছ যদি—গৃহে ফিবলে না কেন, মা ?

মুন্না । তীর্থ-দেবতাব আদেশ—ব্রাহ্মণের আদেশ—গুরুদেবের
অমুজ্জা, তাই গৃহে ফিবতে পারি নি, স্নেহে । এখন আর ফেববার বো
নাই—একটা বিব্যাট দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এই নির্জন গিরি-গুহায় অবস্থান
কব্ছি । হাঁ, তোকে যা জিজ্ঞাসা করলুম, তাব উত্তর দিলি নি যে ?
এবা কা'রা ?

স্নেহে । মনে পড়ে কি, মা । তুমি যেদিন তীর্থ-দর্শন অভিলাষে
গৃহত্যাগ কব, সেইদিন এক সহায়হীন বালিকাকে আমি হিংস্র ব্যাঘ্রমথ
হ'তে উদ্ধার কবেছিলুম ?

মুন্না । হুঁ, মনে পড়ে ।

স্নেহে । লম্পট পিশাচ রাজাব অত্যাচার-প্রপীড়িতা সহায়হীন
বালিকা নিজের ধর্ম রক্ষা কব'তে গৃহত্যাগিনী হয়, এই সর্দার তখন তাব
একমাত্র সঙ্গী ছিল । নির্ভর রাজ-অনুচরেরা বালিকার অনুসরণ কবে.
বালিকা পৃথিমধ্যে স্থত হয় ; আমি পিশাচদেব হাত হ'তে বালিকাকে
উদ্ধার করি, তার পর এই আহত সর্দার আর বালিকাকে নিয়ে কোন
নিরাপক স্থানের অনুসন্ধান করতে করতে এইখানে এসেছি—

মুন্না । চমৎকাব ! আরও চমৎকার ব্যাপার এই যে, তুমি তোমার
প্রতিজ্ঞাপালনে বতই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হচ্ছ, ঘটনা-চক্রের কুটিল আবর্তনের মাঝে

প'ড়ে তুমি ততই পঁদস্থলিত হচ্ছ ! তোমার কোন অপরাধ নেই—এ নিয়তির খেলা । হাঁ—বালিকা, তোমার কি কেউ নেই ?

সুনেত্রা । আমার পিতা আছেন । রাজ-মন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্য আমাব পিতা ।

মুরলা । মন্ত্রী-কন্তা, তথাপি তুমি সহায়হীনা ?

সুনেত্রা । তা' হ'লে ঘটনাটা শুধুন—সব বুঝতে পারবেন । ঐ লম্পট কদাচারী রাজা সহদেব রাও আমার পিতার কাছে আমার পাণি-প্রার্থনা করেছিলেন, পিতা সম্মত হ'য়ে আমার বিবাহের আয়োজন করেন ; কিন্তু এ বিবাহে আমি অসম্মতি প্রকাশ করায় পিতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমায় গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দেন, তার পর যা ঘটেছে, সমস্তই এঁর মুখে শুনেছেন ।

মুরলা । বালিকা, তুমি কি তবে বিবাহ করবে না ? নিকৃতর কেন ? উদ্ভর দাও—বুঝেছি, মনে মনে একটা বিরাট আশা পোষণ ক'রে রেখেছ ; বোধ হয়, প্রাণান্তেও সে আশা ত্যাগ করতে পারবে না ।

সুনেত্রা । মা—মা—কে তুমি, মা ? তুমি কি অন্ত্যায়িনী ?

মুরলা । বালিকা ! যখন এত-বড় একটা আশা নিয়ে মায়ের মন্দিরে এসেছ, তখন মা তোমার আশা অপূর্ণ রাখবেন না । সুকেতু—

সুকেতু । মা !

মুরলা । তুমি—একদিন তুমি এই বালিকার জীবনরক্ষা করেছ—আবার একদিন তার ধর্মরক্ষা ক'রে তার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছ ; আজ হ'তে নিরাশ্রয় বালিকার জীবনরক্ষা ও ধর্মরক্ষার ভার তোমার উপর । আর বালিকা ! তুমিও জেনে রাখ—শাস্ত্রসম্মত বিবাহ না হ'লেও ইনি তোমার স্বামী ।

সুকেতু । মা !

মুরলা । প্রশ্ন ক'রো না, পুত্র । তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৃহে গমন কর । আগামী কৃষ্ণাপঞ্চমীর গোধূলিতে তুমি এইখানে আমাব সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো, আমি তোমাদের শাস্ত্র-সঙ্গত বিবাহ দেবো ; আর ততদিন পর্য্যন্ত আমার ভাবী পুত্রবধু দেবী চণ্ডিকার আশ্রয়েই অবস্থান করবে ।

সুকেতু । তা' হ'লে আসি, মা !

[প্রণামান্তর প্রস্থান ।

মুরলা । এস. বৎস । চল মা, তোমরা মাকে দর্শন করবে চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

কালকেতুব কুটির

কালকেতু

কাল । ফুল্লরা, কেতুমান বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। ভাবী সুখেব মাধুরিমাময়ী ছবি কল্পনার তুলিকায় অঙ্কিত করতে তারা সুখনিদ্রায় বিভোর, আর আমি তন্ত্রাহীন চক্ষে বজ্রনির তৃতীয় যাম পর্য্যন্ত অলস বিশ্রামের কোলে গা ঢেলে দিয়ে শুধু রাশি রাশি চিন্তা নিয়ে কালক্ষেপ করছি ! সুকেতুর চিন্তা, কেতুমানের চিন্তা, ফুল্লরার চিন্তা, সর্বোপরি অভীষ্ট দেবীর চিন্তা ! কে ? ফুল্লরা ? ঘুম ভেঙে গেল, ফুল্লরা ?

ফুল্লরার প্রবেশ ।

ফুল্লরা । হাঁ—প্রভু, একটা হৃৎস্পন্দ দেখে ঘুম ভেঙে গেল ।

কাল । হৃৎস্পন্দ ? দেবী চণ্ডিকার রূপায় আমাদের ভাগ্য-গগনে সুখ-সূর্য্য সমুদিত । এখন আবার হৃৎস্পন্দ কেন, ফুল্লরা ?

ফুল্লরা । কি জানি, কেন এমনটা হ'ল তা বুঝতে পারছি না । স্বপ্নেব প্রারম্ভ সুখময় বটে, কিন্তু শেষটুকু বড় কষ্ট—হৃদয়-বিদারক ! স্বপ্নে দেখে লুম, তুমি রাজ্যেশ্বর হয়েছ ; কিন্তু প্রভু—তোমার মেনের সহোদর দীন ভিক্টরের জায় পথে পথে বেড়াচ্ছে দেখে নিষ্ঠুর রাজার চর তাকে শূলিত ক'রে নিয়ে গেল, তার পর অকস্মাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল । ঠাকুরপো সেই প্রাতঃকালে শিকারে গেছে, এখনও ফিরল না ! কেন ফিরল না গো—আমার যে বড় ভাবনা হচ্ছে । নিষ্ঠুর রাজা আমাদের শত্রু ; যদি তার কোন অমঙ্গল হয় ?

কাল । তুমি তার শক্তির বিষয় জান না, তাই এতখানি ব্যাকুল হচ্ছে । হয় ত দূর বনে শিকারে গিয়ে বিলম্ব হ'য়ে গেছে, তাই অন্ধকার রজনীতে বনপথ অতিক্রম করা যুক্তিসঙ্গত নয় ব'লে সে কোথাও রাত্রি-বাশন করতে মনস্থ করেছে ; রাত্রি-প্রভাতে সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে ।

ফুল্লরা । তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক--ঠাকুরপো আমার নির্বিঘ্নে ফিরে আসুক ।

কাল । ওসব দেবতাদের প্রিয়, দেবতাদের মুখে পড়ুক ; আমরা মানুষ, আমাদের মুখে কিছু সুখাণ্ড পড়লেই আমরা পরিতৃপ্ত হই । যাক্, ফুল্লরা ! এতক্ষণ পরে যেন একটু তন্দ্রা অনুভব করছি ; ওসব অলীক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ভুলে তুমিও একটু বিশ্রাম কর গে, আমিও এইখানে একটু শয়ন করি । [শয়ন]

ফুল্লরা । একটু বাতাস করব ?

কাল । নিদ্রাদেবী যখন কপা ক'রে ভর করছেন, তখন আর বাতাসের প্রয়োজন হবে না, ফুল্লরা ! তুমি যাও—বিশ্রাম কর গে ।

[ফুল্লরা প্রস্থান করিল, অনতিবিলম্বে কালকেতু নিদ্রিত হইল]

গীতকণ্ঠে ভাগ্যদেবীর আবির্ভাব ।

ভাগ্যদেবী ।—

গান ।

এস বরদার বরপুত্র

পর ললাটে চন্দনরেখা ।

ভাগ্যদেবীর আশিস-দান

ভাগ্যদেবীর লেখা ॥

উষ্ণ প্রভাত অরুণ-কিরণে,

ব'স তরবে নরেশ-আসনে

অভিষেক-গান গাওঁবে বিহগ

পর পর রাজ-টকা ॥

[কালকেতুব ললাটে চন্দনাদি দিয়া ভাগ্যদেবীর অন্তর্দান ।

গীতকণ্ঠে জয়লক্ষ্মীর আবির্ভাব ।

জয়লক্ষ্মী ।—

গান ।

ওগো অভয়া বরপুত্র,

বিজয়-মালিকা পর হে ।

বীরসাজে সাজি' বীরবর,

বীর-করে অসি ধর হে ॥

চির উজ্জল বিমল জাতি,

মণি মরকত রতন পাতি,

কলক-কিরীট শিরোভূষণ

পর মবীন নৃগবর হে ।

[জয়মালা, বসন-ভূষণ কিরীট প্রভৃতি পরাইয়া দিয়া জয়লক্ষ্মীর অন্তর্দান ।

[সহসা রজনীপ্রভাতে শঙ্করটাক্ষনি হইল, অভিষেক উপ-
করণাদি লইয়া অগ্রে দেবলজী, পশ্চাতে প্রজাগণ ও
পূরবাসিগণ প্রবেশপূর্বক সকলে সমস্বরে “জয় চণ্ডিকা
দেবীর জয়” বলিয়া জয়ধ্বনি করিল, সঙ্গে সঙ্গে কালকেতুব
নিদ্রাভঙ্গ হইল ।]

দেবলজী । বৎস, শুভ অভিষেকে দেবী চণ্ডিকার নির্মাণ্য গ্রহণ কব ।

[নির্মাণ্য প্রদান]

প্রজা ও পূরবাসিনীগণের

গান ।

এস সুল্লর নরবর নবীন ভূপতি

অনাথ-পালন, অবাতি-দলন,

বীরকেশরী নরপতি ॥

পর মায়ের মেওরা জয় মালিকা ললে,

ব'স শ্রেষ্ঠ রাজাসনে—মা'র চরণতলে,

মোরা সেদিক পূজিব ভক্তি পুষ্পদলে

তব স্নেহ-ছায়ে মসি' দিবারতি ॥

[কালকেতুর মস্তকে ছত্র ধারণ করতঃ মঙ্গলবাদ্য শঙ্করটাক্ষনি

করিতে করিতে সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কিরাত-পল্লীপ্রান্তবস্তী রাজপথ

সুকেতুর প্রবেশ

সুকেতু। কি আশ্চর্য—কিরাত-পল্লীর প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক কুটির
তন্ন তন্ন ক’রে অনুসন্ধান করলুম, একজনও কিরাতের সাক্ষাৎ পেলুম না।
সবার মত আমাদের কুটিরও জনশূন্য। দাদাই বা কোথায় গেলেন—
আর পল্লীবাসী কিরাতগণই বা কোথায় গেল? নিষ্ঠুর রাজার নিষ্পন্ন
নিষাভন সহ্য করতে না পেরে সবাই কি দেশত্যাগী হ’ল? কিছুই ত
বুঝতে পারছি না! কি করি? কেমন ক’রে তাদের সন্ধান পাব?
ঐ না কারা এইদিকে আসছে? দেখি, ওদের একবার জিজ্ঞাসা ক’রে—
যদি কোন সন্ধান পাই।

গৃহের তৈজস পত্রাদির বোঝা মাথায় লইয়া

কতিপয় প্রজার প্রবেশ।

১ম প্রজা। আরে রামচন্দ্র! এমন পোড়া দেশে আবার মানুষ
থাকে? যেমন রাক্ষস রাজা, তেমনি তার পিণ্ডাচ মন্ত্রী।

২য় প্রজা। যেমন শনি রাজা, তত্ত্ব মন্ত্রী রাহু!

১য় প্রজা। আহা, মাণিকজোড়। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্ !

১ম প্রজা। বারা সেখানে গেছে তারা বলছে—আহা, যেন রাম-রাজত্ব। বসবাসের জায়গা দিচ্ছে, চাষ-আবাদের জমি দিচ্ছে, আবার রাজসরকারে নাকি চাকরিও দিচ্ছে।

২য় প্রজা। শুধু তা নয় হে—শুধু তা নয়! বাজা একেবারে কল্লতরু হয়েছেন—যে যা চাইছে, তাকে তাই দিচ্ছেন। নিমাই খুড়ো ছা-পোষা লোক, তাঁকে বসতবাড়ী, জায়গা-জমি ত দিলেনই, তা ছাড়া চাল-ডাল, তেল-মুন্ন, তরি-তরকারীর এমন বরাদ্দ ক’রে দিয়েছেন যে, খুড়োকে আর এ জন্মে হাটবাজারের ধামা হাতে করতে হবে না। পায়ের উপর পা দিয়ে নাতির নাতি তত্ত্ব নাতি ব’সে থাকে। ঐ ফটিক মামা—তাঁর তিনকুলে কেউই ছিল না, মামা খালি পাড়ায় পাড়ায় নেশা ভাং ক’রে কেড়াতেন; তাঁকে নিয়ে গিয়ে একটা ডাগোর-ডোগর আইবড় মেয়ে গছিরে দিয়ে একেবারে সংসারী ক’রে দিলেন! ঐ ও পাড়ার পদ্মলোচন—কালকেতু রাজার রাজ্যিতে গিয়ে ওর ত এখন পাথরে পাঁচকীল! একেবারে বারোহাজারী তৌজির মালিক হ’য়ে ব’সে ইয়া গোঁফে চাড়া লাগাচ্ছে।

স্নকেতু। কোন্ রাজার কথা বলছ তোমরা ?

১ম প্রজা। আ ম’লো! এ বেটা আবার কোথেকে এল ?

২য় প্রজা। ব্যাধের ঝাঁক ত এ রাজ্যি ছেড়ে সকলের আগেই চ’লে গেছে; গিয়ে তারা এখন ‘মশাই’ লোক হয়েছেন. আর এ বেটা যাহা বাতায় তাহা নিরানকই—সেই বকেয়া ধানকে ধান বজায় আছে!

৩য় প্রজা। তুমি বোধ না—ভায়া, এর অর্থ আছে। ও বেটা এখন এখনও ‘মশাই’ হ’তে পারে নি, তখন বুঝতে হবে—এর ভিতর অর্থ

আছে । আমার মতে—ওকে কিছু না বলাই ভাল । চল, আমরা আস্তে আস্তে স'বে পড়ি ।

১ম প্রজা । সেই কথাই ভাল, চল স'বে পড়ি ।

সুকেতু । তোমরা চ'লে যাচ্ছ কেন, ভাই ? আমাব কথাটার উত্তর দিয়ে যাও ।

২য় প্রজা । উত্তরটা লোক মাঝফৎ বলে পাঠাব । এখন তবে যদি ততক্ষণ সবুর না হয়, রাজমন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্যের কাছে যাও—সঠিক উত্তর পাবে ।

[প্রজাগণের প্রস্থান ।

সুকেতু । এ রাজ্যেব লোক এমন স্বার্থপর হয়েছে । তা আর হবে না কেন ? যেমন বাজাব আদর্শ । তাই ত, আমি এখন করি কি ? রাজমন্ত্রী পিঙ্গলাদিত্যের কাছে যাব ? সে আমাদের চিরশত্রু—তাব কাছে গেলে কোন ফল হবে না । ও আবার কে একজন ভিক্ষুক গান গাইতে গাইতে এইদিকেই আসছে ; দেখি ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে ।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের প্রবেশ ।

ভিক্ষুক

গান ।

ওরে পরমা—ওরে পরমা—ওরে পরমা ।

ওরে ওবের আশা ভরসা ॥

ওরে তোর লাগি দেখ্ কেঁদে কিরি,

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি,

লজ্জা রাপ্তে ছেঁড়া টেনা,

রক্ষা রাখা কাকের বাসা ॥

তুই যায়ে চাস্, নেক্-মজরে,
 ন দেখে তারা দিন-ছুপুবে,
 চলে ফুলিয়ে ছাতি ধেমাক ভরে
 সে মুর্থ হ'লেও পণ্ডিত খাসা ॥
 তোর দয়াতে হয় রে আপন,
 সইয়ের বোনের বকুল ফুল,
 তোর অকরণায় অর্দ্ধাঙ্গিনী
 কালনাগিনী সমতুল,
 ঘরে পরে লাহুনা হায়,
 পুড়ে যায় রে আশার বাসা ॥

বাবা, কিছু ভিক্ষা দাও ।

স্বকেতু । আমার কথা হয় ত বিশ্বাস করবে না—ভিক্ষুক, কিন্তু আমি
 সত্য বলছি, আমি কপর্দকহীন ।

[ভিক্ষুক গমনোত্তরত হইল]

বলতে পার, ভিক্ষুক, এই পল্লীবাসী ব্যাধেরা এ রাজ্য ছেড়ে কোথায়
 গেছে ?

ভিক্ষুক । [স্বগত] ইস, ভিক্ষা চাইলে বুড়ো আড়ল দেখালেন, ঠেকে
 আবার লোকের ঠিকানা বলতে হবে । [প্রকাশ্যে] মশাই যেমন কপর্দক-
 হীন, আমিও তেমনি বাক্-শক্তিহীন ।

স্বকেতু । এই যে তুমি দিবার কথা কইছ ?

ভিক্ষুক । অল্প সময়ে ক'য়ে থাকি বটে ; কিন্তু কারও ঠিকানা বলতে
 গেলে বাক্-শক্তিহীন হ'য়ে পড়ি ।

[প্রস্থান ।

স্বকেতু । রাজ্যের অনুকরণে রাজ্যবাসীর এও এক ধাঁচা ! ঐ যে
 আর একজন—একি, এ যে রাজমন্ত্রী পিজলাদিত্য ।

পিঙ্গলাদিঁত্যের প্রবেশ ।

পিঙ্গল । [স্বগত] ইস, শিকার যে একেবাবে হাতের কাছে । কিন্তু ওকে বন্দী করা ত সহজ নয়—উপযুক্ত লোকবল চাই । সামান্য দু'জন অনুচর ভিন্ন তেমন লোকবল কৈ ? দেখছি, এখন কৌশল ভিন্ন কোন পন্থা নাই । দেখি—[প্রকাশ্যে] এই যে, স্নকেতু । এতদিন পরে দেশে ফিরেছ ? তা বেশ ভাল আছ ত ?

স্নকেতু । [স্বগত] হঠাৎ এতটা আমার উপর সদয় হ'ল যে ।

পিঙ্গল । বোধ হয় বিস্মিত হচ্ছ, আমি তোমার সঙ্গে একপা আলাপ করছি কেন ? দেখ সেইদিন—যখন আমার অনুচরেরা তোমার কাছে পরাস্ত হ'য়ে পলায়ন করলে, সেইদিন থেকে বুঝেছি, আমার কত্তা তোমার প্রতি অনুরক্তা ; কত্তায়েহে অন্ধ আমি—তখনই মনে মনে স্থির করলুম, অসবর্ণ বিবাহ যখন দোষের নয়, তখন আমার কত্তা তার মনোমত পতিব গলাব বরমাল্য অর্পণ ক'রে সুখিনী হোক । কাজেই কত্তাব মথ চেয়ে তোমার উপর আমার যে বিদ্বেষ ভাবটুকু ছিল, সেটুকুও মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম । এখন আর তুমি আমার শত্রু নও—একেবারে নেহাৎ আপনার ।

স্নকেতু । [স্বগত] স্ননেত্রী কি তার মনোভাব এর কাছে ব্যস্ত করেছে ? না এ তার অনুমান ? [প্রকাশ্যে] যাক, ও সব কথা আলোচনায় কোন ফল নেই । অনুগ্রহ ক'রে বলবেন কি, এই পল্লী-বাসী ব্যাধেরা এখন কোথায় ? আব আমার ভ্রাতাই বা কোথায় গেলেন ?

পিঙ্গল । দুষ্ট ব্যাধেরা রাজ-বিদ্রোহী হয়েছিল, তাই মহারাজ তাদের রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছেন ! তবে তোমার ভ্রাতা কালকেতুর কথা আর শুনে কাজ নেই । তুমি উপস্থিত আমার গৃহে চল, আহা রাস্তা সে-সব কথা বলব ।

স্নকেতু । না—না, এখনই বলুন, দাদার জ্ঞাত আমার প্রাণ আকুল
হ'য়ে উঠেছে ; তাঁর ত কোন অমঙ্গল হয় নি ?

পিঙ্গল । আহা, সে-সব কথা না হয় পরেই শুনবে—এখন আমার
গৃহে চল ।

স্নকেতু । না—না, তাঁর জ্ঞাত আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে ।
বলুন—বলুন—তিনি কোথায় ?

পিঙ্গল । তাই ত, সে বড় দুঃসংবাদ, স্নকেতু । এ সময় না বললেই
ভাল হ'ত ।

স্নকেতু । কি সে দুঃসংবাদ । দয়া ক'বে বলুন—তিনি কোথায় ?

পিঙ্গল । ঐ স্বর্গে ! অনাহারে তার স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু হয়, সেট শোকে
হতভাগ্য কালকেতু আত্মহত্যা করেছে ।

স্নকেতু । মা মঙ্গলচণ্ডি—শেষে এই করলি, মা ? দাদা—দাদা—
ওহে-হো—

[অবসন্নভাবে পতন ও সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারাইল]

পিঙ্গল । [বংশীধ্বনি]

অমুচরদ্বয়ের প্রবেশ ।

দুর্কৃত্তকে শৃঙ্খলিত কর ।

[অমুচরদ্বয়ের তথাকরণ]

চল—নিয়ে চল ।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাজসভা

কালকেতু, দেবলজী, সভাসদগণ এবং
বন্দী ও বন্দিনীগণ।

গান।

বন্দীগণ।— জয় জয় নব-ভূপাত ।

প্রকৃতিরঞ্জন অনাপ-পালন দুঃদমন মহামতি ॥

করণা আবার উদার মহান,

বন্দিনীগণ।— জায বিচারে বিবেক সমান,

জনকের স্নেহ, শাসনে-পালনে অরিল্লম নরপতি ।

বন্দীগণ।— সমর-অঙ্গনে রণী একেশ্বর,

বন্দিনীগণ।— ব্যথিত ব্যথায় প্রসারিত কর

হিয়ামাষে প্রেম করুণা-নির্ঝর, ভুবন-প্রাবন যশোভাতি ॥

[বন্দী ও বন্দিনীগণের প্রস্থান ।

কাল। তাই ত, গুরুদেব। স্নেহের অনুরূপ হুকে হুত আজও ফিবে
এল না, প্রভু? আমার আশঙ্কা হচ্ছে—বুঝি তার কোন অমঙ্গল ঘটেছে।

দেবল। এতবড় একটা রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার ভাবনা থাকে ভাবতে
হয়, তার এতটা মানসিক চাঞ্চল্য শোভা পায় না। বৎস, এখন আর তুমি
শুধু কেতুমানের জনক নও—কোটি কোটি সন্তানের জনক; তোমার
চিন্তা একটা ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে তোমার
কর্তব্যে অবহেলা করা হবে। সাবধান!

কেতুমানের প্রবেশ ।

কেতু । বাবা, কাকা এখন ফিরে এলেন না ব'লে মা বড় কাঁদছে ।
কাকাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, বাবা !

কাল । তুমি এখন খেলা কব গে, বাবা ।

কেতু । আমায় খেলতে ভাল লাগছে না, বাবা । খালি কাকাব
কথা মনে পড়ছে, আর কান্না আসছে । তুমি কাকাকে ফিরিয়ে আন
না, বাবা ।

কাল । তা আন্ব, তুমি এখন খেল গে ।

কেতু । তা যাচ্ছি ; কাকা এলে তুমি কিন্তু আমায় ডেকে দিয়ো ।

[প্রস্থান ।

বচসা করিতে করিতে কপিতয় নাগরিকের প্রবেশ ।

১ম নাগ । আমি যখন পেয়েছি, তখন সে সোনার তাল আমার ।

২য় নাগ । যখন আমার জমিতে পাওয়া গেছে, তখন সে সোনার তাল
আমার—তোমার তাতে কোন অধিকার নেই ।

৩য় নাগ । সোনা তোমারও নয়—ওরও নয়, সোনায়ে তোমাদেব
কাবও অধিকার নেই ; এ সোনা রাজার প্রাপ্য ।

১ম নাগ । মহারাজ, বিচার করুন ।

২য় নাগ । শ্রায়বান্ রাজা, জায়ের মর্যাদা রক্ষা করুন ।

৩য় নাগ । মহারাজ, স্থবিচার করুন ।

কাল । তোমরা কলহ ক'রো না, আত্মকলহ মহাপাপ ; ঐ স্বর্ণের
জ্ঞায়সঙ্গত অধিকারী—একমাত্র রাজা । কিন্তু আমি আমার সে অধিকার
পরিত্যাগ করলুম । তোমরা ঐ স্বর্ণ বিক্রয় ক'রে, বিক্রয়লব্ধ অর্থ দীন-
দুঃখীকে দান কর ।

নাগরিকগণ । মহারাজের জয় হোক !

দুইজন বণিকের প্রবেশ।

কাল। তোমরা কি চাও ?

১ম বণিক। মহারাজ ! এর পিতা আমার পিতার বন্ধু ; ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁরা এক সময়ে বিদেশে যান্ ; উভয়ে বহুদিন সেখানে অবস্থান করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন ; তার পব হঠাৎ আমার পিতাব মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সমস্ত ধনরত্ন এর পিতার নিকট গচ্ছিত রেখে যান্। সম্প্রতি এর পিতারও মৃত্যু হয়েছে, আমি আমার পিতার গচ্ছিত অর্থ এঁকে প্রত্যর্পণ করতে বলায় ইনি এখন অগ্ররূপ বলছেন। মহারাজ ! এর বিচার করুন।

২য় বণিক। মহারাজ, এর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার পিতাই এ ব পিতার নিকট ধনরত্ন গচ্ছিত রেখেছিলেন ; ইনি এখন তা অস্বীকার করছেন—আমার উপর অত্যাচার দাবী করছেন। মহারাজ, ত্রায়বিচার করুন।

কাল। কে আছিন্ ?

রক্ষীর প্রবেশ।

এই বণিকদ্বয়কে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ কর্। আজ স্থানান্তরের পূর্বে এদের মধ্যে যে তার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ রাজ-সরকারে অর্পণ করতে পারবে, সেই মুক্তিলাভ করতে পারবে, অত্থথায় কাল প্রভাতেই তার প্রাণদণ্ড হবে। যা—নিয়ে যা।

২য় বণিক। মহারাজ ! আমি আমার সঞ্চিত অর্থ রাজ-সরকারে অর্পণ করব।

১ম বণিক। হায়—হায়—আমিই শেষে ধনে-প্রাণে মারা গেলুম !

কাল। [২য় বণিকের প্রতি] তুমিই প্রবঞ্চক ; তুমি যদি আজ

স্বৰ্ঘ্যাস্তের পূর্বে এর গচ্ছিত ধন একে ফিরিয়ে না দাও—কাল প্রভাতেই তোমার প্রাণদণ্ড হবে। রক্ষি ! পাপিষ্ঠকে শৃঙ্খলিত কর।

২য় বণিক্। মহারাজ ! আমাষ মুক্তি দিন, আমি অবিলম্বে এৰ প্রাপ্য ধনরত্ন প্রত্যর্পণ করছি।

[বক্ষীসহ বণিক্‌দ্বয়েব প্রস্থান।

তিনজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ও জনৈক পুরুষ সহ

রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

রক্ষী। মহাবাজ, এই রমণীত্রয়ের মধ্যে দুইজন গণিকা, আর একজন এই ব্যক্তির বিবাহিত পত্নী ; কিন্তু এরা তিনজনেই এই পুরুষকে স্ব স্ব স্বামী ব'লে দাবী করছে। প্রতিহিংসাপরায়ণা গণিকাব হস্তে প্রাণনাশের আশঙ্কায় পুরুষ নির্ভীক। মহারাজ ! জ্ঞায়াবিচার ক'রে পতিপবায়ণা সতীকে তার স্বামী ফিরিয়ে দিন।

কাল। পত্নীর অমনোযোগিতায় পতির পদস্থলন হয়, তাতে গণিকার অপরাধ কি ? তারা পুরুষকে চায় না—চায় তাদের অর্থ। রক্ষি, কোষাধ্যক্ষকে বল—গণিকাৱয়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শত স্ববর্ণমুদ্রা দিয়ে সম্মানে বিদায় ক'রে দিতে—যদি তারা এ পুরুষের উপর কোন দাবী না করে ; আর এই লম্পট পুরুষকে কারারুদ্ধ ক'বে অমনোযোগিনী পতিপ্রমাসিনী নাবীর আবার বিবাহ দাও।

১ম রমণী। মহারাজ ! পাঁচশত স্ববর্ণমুদ্রা পেলে, এ পুরুষের উপর আমি কোন দাবী করব না।

৩য় রমণী। মহারাজ ! আমারও ঐ মত্।

২য় রমণী। মহাবাজ ! আমি আমার স্বামীর ১৫ কোন দাবী করতে চাই না। শুধু অভাগিনীকে একটু দয়া করুন—যা তাঁর ধর্ম রক্ষা করুন—তাকে দ্বিচারিণী হ'তে অনুজ্ঞা করবেন না। [নতজানু হইল।

কাল। বন্ধি। এই অর্থলোলুপা গণিকাদ্বয়কে মন্তক মুণ্ডন ক'বে বেত্রাঘাত করতে করতে নগবেব বাইবে বে'ব ক'বে দাও।

[গণিকাদ্বয়কে শৃঙ্খলিত কবিয়া বক্ষীব গমনোন্তোগ।

ওঠ, মা সতীবাণি। পতি সঙ্গে সানন্দে গৃহে গমন কর। যাও—রক্ষি, জননীকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন দিয়ে গৃহ-গমনেব উপযোগী যান-বাহনেব আয়োজন ক'রে দাও।

২য় রমণী। মহাবাজের জয় হোক।

[বক্ষীসহ বমণীত্রয় ও পুরুষের প্রস্থান।

—অন্য বক্ষীর প্রবেশ।

কাল। কি সংবাদ ?

বক্ষী। গুজরাট হ'তে জনৈক দূত পত্র নিয়ে এসেছে, মহাবাজেব সহিত সাক্ষাৎ করতে চায়।

কাল। উত্তম, তাকে সমস্মানে এইখানে নিষে এস।

[বক্ষীর প্রস্থান।

নাহি জানি—কোন্ প্রয়োজনে

প্রেরিযাছে দূত গুজবাটরাজ !

দূতের প্রবেশ।

দূত। একখানা পত্র—

কাল। [পত্র গ্রহণান্তর পাঠ করিয়া আরম্ভ নেত্রে] আজন্ম আমার বৈরতা সাধন ক'রে আজও তৃপ্ত হ'ল না এই নীচ লম্পট কদাচারী নৃপতি। তাই আজ স্থপ্ত কেশবীকে পদাঘাতে জাগিয়ে তুলতে সাহসী হয়েছে।

দেবল। বৎস, কালকেতু! এতক্ষণ আমি মুগ্ধনেত্রে তোমার অপকৃপাত ত্রায়বিচার দেখে সপুলক-বিশ্বয়ে মনে মনে তোমাব অপূৰ্ব ধীশক্তির প্রশংসা করছিলাম; কিন্তু গুজবাটেব পত্রপাঠে তোমাব এ

মা

[৪র্থ অঙ্ক ;

আকাশক উদ্ভেজন। দেখে গ্রামাব প্রাণ বিষয়-প্রাণে শিউবে উঠেছে ।
পত্রেব মমার্থ কি, বৎস ?

কাল । পত্রপাঠে তা অবগত হবেন, প্রভু ।

[পত্র প্রদান]

দেবল । [পত্রপাঠ করিতে কবিতে] স্নকেতু বন্দী । কেন ?
কোন অপরাধে ? তার পব—চালিষটি হস্তী, তিনশত অশ্ব, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা
তাকে উপঢৌকন দিযে তুমি যদি আপনাকে গুজবাটের কবদরাজা ব'লে
স্বীকার কর, তা হ'লে স্নকেতু মুক্ত পাবে—অন্তথাৎ মৃত্যু । কালকেতু—

কাল । আদেশ কখন, গুরুদেব ।

দেবল । কি করবে মনস্থ করেছে ?

কাল । অসিহস্তে বগক্ষেত্রে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তার এ দম্ভ
চূর্ণ করব, আব সঙ্গে সঙ্গে মেহেব ভাই স্নকেতুকে মুক্ত করব ।

দেবল । ঠিক ।

কাল । [পত্র ছিন্ন করিয়া পদতলে দলিত করিল] কেমন—হ'ল ?
আর তোমার প্রভুকে ব'লো—তাব পত্রেব উত্তর এখানে নয়—বগক্ষেত্রে ।
দূত । যথা আদেশ ।

[প্রস্থান ।

কাল । রক্ষি—

রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ ।

সেনাপাতিকে সৈন্ত সজ্জিত করতে বল ; কল্য যুদ্ধ ।

দেবল । এস, বৎস । যাবের আশীর্বাদ গ্রহণ করবে এস ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

কাবাগাব

স্বকেতু

স্বকেতু । এই কি প্রাক্তন ।
এইভাবে অবসান
হবে কি আমাব
জীবনের লীলা ?
নিষতি ছবাব—
তাই অনশনে হাবা'ল জীবন—
স্নেহময় ভ্রাতা, দাতুপুত্র,
দাতৃজায়া, আব
শঠেব চক্রান্তে ভাগ্যহীন আমি
বন্দী কাবাগাবে ।
বাজাব বিচাবে
প্রাণদণ্ড হবে স্তনিশ্চিত ।
কেহ না রহিবে আব
বংশে দিতে বাতি ।
আহা, অভাগিনী জননী আমাব-
পুত্রশোকে হবে উন্মাদিনী ।
এত ব্যথা বাজে
যদি স্তনেত্রার বুকে,

বাঁচবে কি অভাগিনী ?
 হ'ল তিন দিন—
 কৃষ্ণাপঙ্কমীর নিশি
 হয়েছে অতীত,
 নাহি জানি,
 কি আশঙ্কা করিছেন মাতা !
 সেই সূর্য্য পুরব-গগনে উঠিতেছে—
 ডুবিছে পশ্চিমে
 আজও সেই মত !
 আজও সেই উষা হাসে,
 ঝ'বে পড়ে—
 শিশিরস্নাত শেফালি বন,
 আজও সেই রক্তিম আকাশে
 তরুণ অরুণ হাসি ।
 সবই সেই আগেকার মত,
 সেই আমি—
 নহি কিন্তু আগেকার মত ।
 জীবনের পড়' পড়' যবনিকাখানি
 এখনো রয়েছে শুধু মৃত্যু-প্রতীক্ষায় ।
 কে ?

মমুয়ার প্রবেশ ।

মমুয়া । স্ককো-মামা—তুমি ?

স্ককেতু । কে—তুই ? মমুয়া ? তুই আবার কি মনে ক'রে এলি,

মমুয়া ?

মম্বা। শুনলুম, মন্ত্রী নাকি তোমায় বন্দী ক'বে কাবাগাবে বেধেছেন, শুনে দেখতে বড় ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু ৩'দিন থেকে চেষ্টা করছি, ফব্বুং ক'রে উঠতে পারি নি। চাকরী কবি—মামা, তাই ফব্বুং ক'বে উঠতে পারি নি, আজ যখন শুনলুম—তোমার প্রাণদণ্ড হবে, তখন আর থাকতে পাবলুম না—মবিয়া হ'য়ে ছুটে এলুম। তোমাব উদ্ধারের কি কোন উপায় নেই? থাকে ত বল, আমি প্রাণ দিয়েও তা করব। সুকো-মামা। শুনেছি, আমাব মা তোমাদের খেয়ে মানুষ হয়েচে, তাই মনে কবেছি—তোমাব উদ্ধারের উপায় ক'রে মায়ের ধার কতকটা শোধ ক'তে পারি। বল—সুকো-মামা, কোন উপায় আছে কি?

সুকোতু। উপায়—উপায়? কোন উপায় নেই, মম্বা। তবে তুই যদি একটা কাজ করতে পারিস্, বড় উপকাব হয়; পারবি মম্বা?

মম্বা। নিশ্চয়ই পাবব, সুকো-মামা। বল কি ক'তে হবে?

সুকোতু। কুম্পীঠ পর্বতের দক্ষিণে যে বিশাল গুহা আছে, সেই গুহায় চণ্ডিকা-দেবীর মূর্তি আছে। আমাব জননী সেই চণ্ডিকা দেবীর পূজাবিণী। সেখানে হয় ত আব একজনকেও দেখতে পারি, সে তোদের মন্ত্রী-কন্তা স্নেত্রা। আমি একখানি পত্র লিখে দোব, তুই সেই পত্রখানা মাকে দিয়ে আসবি। কেমন, পারবি?

মম্বা। নিশ্চয়ই পাবব, সুকো-মামা। তুমি পত্র লিখে বাথ, আমি এলুম বলে। [প্রস্থান।]

সুকোতু। তাই ত, পত্র লিখব বললুম, কিন্তু কেমন ক'রে লিখব? কারাগাবে কালি কলম কাগজ কোথায় পাব? একখানা শুষ্ক বৃক্ষপত্র পেলেও কাগজের কাজ চলবে, কিন্তু কালি কলম কোথায় পাব? [কণকাল চিন্তা করিয়া] কালি কলমেব প্রয়োজন হবে না, এখন শুধু একখানা শুষ্ক বৃক্ষপত্র—

একখানা শুক বটপত্র লইয়া মনুয়ার পুনঃ প্রবেশ ।

মনুয়া । আমি বুঝ্তে পেরেছিলুম—সুকো-মামা, কালি কলম কাগজ অভাবে তোমার লেখা হবে না, তাই অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন একটু কাগজ পেলুম না, তখন এই শুকনো বটপাতা খানা কুড়িয়ে নিয়ে এলুম ; কিন্তু সুকো-মামা, কালি কলমের কি হবে ?

সুকেতু । শুকনো বটপাতা এনেছিষ্ ? বাস, আর কিছু প্রয়োজন নেই । দে—পাতাখানা দে ।

[মনুয়া বটপত্রখানা প্রদান করিল, সুকেতু দত্তদ্বারা স্বীয় দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী কাটিয়া রক্তদ্বারা পত্র লিখিল ।]

এই নে—মনুয়া, যত শীঘ্র পারিস্ পত্রখানা কুঁশ্রপীঠ গুহায় মা'ব কাছে দিয়ে আয় ।

মনুয়া । [পত্র লইয়া] এই আমি চল্লুম, সুকো-মামা ।

[প্রস্থান ।

[এমন সময়ে ষণ্টাধ্বনি হইল, একজন বক্ষী আসিয়া সুকেতুকে লইয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

পরিতাপ-সম্মুখ

মুরলার প্রবেশ

মবলা । তাই ত । কৃষ্ণাপক্ষমী অতীত হ'বে গেল অথচ স্নেহকতু
হাজও ফিবে এল না কেন ? তবে কি সে এ বিবাহে সম্মত নব ?
কিন্তু তাব ভাবভঙ্গী দেখে ও তা মনে হয় না ? তবে কি তবে কি
তাদের কোন বিপদ হয়েছে ? কে জানে । একি বৌমা ? বাদছ কেন
বৌমা ?

বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া স্নেন্তার প্রবেশ ।

স্নেন্তা । মা—

মবলা । থাম্লে কেন —মা, কি হয়েছে বল ?

স্নেন্তা । মা, দেবী আজ আমার ফুল নি'ল না , কে'নিলেন
না, মা ? এ অমঙ্গলের নিদর্শন কেন দেখলুম, মা ?

মবলা । দেবী পূজাব ফুল গ্রহণ করলেন না ? প্রাণের পবিত্র আশ্রয়
নিষে বোধ হয়, দেওয়াব মত দাও নি, তাই মা তোমার দেওয় ফুল প্রত্যা-
খ্যান করলেন । কোন চিন্তা ক'বো না মা ; প্রাণেব বেদনা সরল ভাবে
মাকে জানিয়ে আবার ফুল চড়াও, রূপাময়ী মা নিশ্চয়ই রূপা করবেন ।

। নতমুখে স্নেন্তাব প্রস্থান ।

দেবী কি সত্যসত্যই অভাগিনী'ব প্রতি বিকপ হয়েছেন ? হয় ও
অভাগিনী'র ভাগ্যদোষে স্নেহকতু আজ বিপন্ন, তাই রূপাময়ী'ব রূপা'মে
বক্ষিতা । একি মন্তব্য—তুই কি মনে ক'বে ?

মন্মথার প্রবেশ ।

মন্মথ। এই যে আয়ী-মা—আঃ বাচ্চলুম ! বাপ্, সাত মূলুক ঘুরে ঘুরে হররাণ হ'য়ে গেছি ! জোব বরাত—তাই এখানে আয়ী-মাকে দেখতে পেলুম ।

মুরলা । তুই না রাজার বাড়ী চাকরি করছিলি ?

মন্মথ। তা ত করছিলুম ।

মুরলা । তবে আমার কাছে এলি কি মনে ক'রে ?

মন্মথ। বলছি, আগে বল ত, আয়ীমা, মন্ত্রী মেয়ে কি এইখানেই আছে ?

মুরলা । তা বলব কেন, তুই রাজার চাকরি করিস্, রাজা আমাদের শত্রু, তুই আমার স্বজাতি—প্রতিবেশী—সম্পর্কে নাতি হ'লেও শত্রুর চব ; তোকে বিশ্বাস কি ?

মন্মথ। যখন আমি শত্রুর চাকরি করি, তখন আর আমায় বিশ্বাস কি ! কিন্তু আয়ী-মা, জান কি—আমি কেন চাকরি করছি ? ঐ রাজার মন্ত্রী আমার বুড়ো দাড়কে মেরে ফেলেছে, তবু আমি রাজার চাকর কেন—তা বোধ হয় জান না ? জানলে বোধ হয়, আজ আমায় শত্রু মনে ক'রে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে না। থাক্—তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোমাতেই থাক্, আয়ী-মা ! যদি দিন পাই, তোমার এ ভুল ভাঙবে ; মুখের কথা নয়—কাজে । থাক্, এখন বা করতে এসেছি—ক'রে যাই । মন্ত্রী মেয়ে এখানে থাক্ আর নাই থাক্, আমি তা জানতে চাই না । তবে যখন তোমার দেখা পেয়েছি, এই যথেষ্ট । এই নাও, আয়ী-মা ! তোমার ছেলে—আমার স্নেকো-মামার এই পত্তর । 'স্নেকো-মা' এখন রাজাব কারাগারে । কাগজ কালি কলম না পেয়ে আঙুল কেটে রক্ত

দিয়ে শুকনো বটেব পাতায় এই পত্ৰ লিখে দিবেছে। পত্ৰ পড়লেই সব জানতে পারবে। আমি চললুম—আব থাকতে পারব না।

[পত্ৰ দিয়া প্রস্থান।]

মুবালা। যা সন্দেহ কাবছি তাই—হতভাগ্য পুত্র বাজ-কারাগারে। দেখি পত্ৰখানা প'ড়ে। [পত্ৰ পাঠ করিয়া] বাঁ্যা—কালকেতু, কেতুমান, বৌমা আব এ জগতে নেই। স্নকেতু কাবাগাবে। মা মঙ্গলচণ্ডি - কি কবলি মা ?

[পতন ও মূর্চ্ছা]

স্বনেবার পুনঃ পবেশ।

স্বনেত্রা। মা এমন ভাবে প'ড়ে কেন ? মা—মা—এ বে সংজ্ঞা-হীনা। কেন এমন হ'ল ? দেবী পূজাব ফুল গ্রহণ কবেন নি ব'লে সন্তানের ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় মা আমাব জ্ঞান হাবিবেছেন। ম মঙ্গলময়ী চণ্ডিকে। কি কবলি মা, কি কবলি ? বুঝেছি আমি অভাগিনীই যত অনর্থক মল। আমি আমাব মন্দ ভাগ্য নিয়ে যেখানে বাই, আমাব দুর্ভাগ্যের নিত্য সহচর অমঙ্গল সেখানে পদে পদে। ওই ত—কি কবি ? কেমন ক'বে মা'ব চৈতন্ত্য-সম্পাদন করি ? মা—মা। হায়—হায়—কি সর্বনাশ হ'ল। ম' মঙ্গলচণ্ডি। দয়া কর, মা দয়া কর। একি—একখানা পত্ৰ নয়। কাব পত্ৰ ? [পত্ৰ খানি তুলিয়া লইয়া] একি—এ যে তাঁব পত্ৰ। তবে ত তিনি কীকিত আছেন। [পত্ৰ পাঠ করিয়া] বাঁ্যা, কী সর্বনাশ। সপুত্র-পরিবারে ভাস্কর আমাব এ পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন ? ও তো—হো। মা মঙ্গলময়ী মঙ্গলচণ্ডি। যে দিবাবাত্রি তোকে ডাকে, এমন ক'বেই কি তাব মঙ্গল কবিস্ ? মা—মা—

মুবালা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা। আমাব পুত্র কালকেতু শিকারে গিয়েছে, ভাই কেতুমান ছেলেদেব সঙ্গে খেলতে

গিয়েছে, বোমা পুকুর-খাটে জল আনতে গিয়েছে, আমার বান্না শেষ হ'তে-না-হ'তেই তারা সবাই ফিবে আসবে—ক্ষিধের অস্থির হ'য়ে ছুটে আসবে। বাঠ, বাছাদেব জন্তু ভাত বেড়ে দিই গে—ভাত বেড়ে দিই গে—[বেগে গমনোচ্ছোগ, কিন্তু স্নেনেত্রা কর্তৃক বাধা পাইয়া] কি—রাফসি—আমি বাছাদেব খাওয়াতে বাচ্ছি, আব তুই কি না তাতে বাধা দিচ্ছিস্ ? হ'লিই বা তুই আমার মা—আমি এমন মায়ের মুখদশন করব না। যা—যা—রাফসি, দূর হ'য়ে যা ! ওঃ, বাপু'রে আমার ! [পতন ও মূর্চ্ছা]

স্নেনেত্রা। তাই ত, কি হ'তে, কি হ'ল। মা কি শেষে উন্মাদ হলেন ! মা মজলময়ি। শেষে এই করলি, মা ? কি করি ? কি কবি ? সর্দার—সর্দার—

ঝাড়ুদার-সর্দারের প্রবেশ।

সর্দার। কি হয়েছে, মা ?

স্নেনেত্রা। বাবা, সর্বনাশ হয়েছে—মা বুঝি উন্মাদ হলেন।

সর্দার। উন্মাদ হলেন ?

স্নেনেত্রা। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ শুনে জননীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে।

সর্দার। সংবাদ কি সত্য, না এ শত্রুর চক্রান্ত ?

স্নেনেত্রা। সত্য, সর্দার ! এই দেখ, তিনি স্বহস্তে পত্র লিখেছেন ; কালি কলম অভাবে আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে পত্র লিখেছেন। সর্দার—তিনিও রাজ-কারাগারে বন্দী !

সর্দার। ঝ্যা, বল কি, মা !

স্নেনেত্রা। কি হবে, বাবা ?

সর্দার। তাই ত—মা, ভেবে যে কিছুই স্থির করতে পারছি না !

স্নেনেত্রা। সর্দার, তুমি মাকে দেখো, আমি তাঁর উদ্ধারে যাব ; যেমন

ক'বে পাবি—তাকে উদ্ধাব ক'বে মায়েব ছেলে মায়েব কাছে পাতিবে দেবো । এক পুত্র পেলে হব ত অল্প পুত্রের শোক ভুলতে পাববেন ।

সর্দার । তুমি কি উপায়ে তাকে উদ্ধাব কববে, মা ?

সুনেত্রা । বলেছি ত, যেমন ক'বে পাবি । যদি প্রয়োজন হয়—নিষ্ঠুর লম্পট বাজাব প্রদীপ্ত লালসাব আগুনে আপনাকে উৎসর্গ ক'বে ।

[প্রস্থান ।

মুন্না । [মূর্ছভঙ্গে] হা, মা । আমায় এতক্ষণ বল নি—কতব শকাব ক'বে বাড়ী ফিবে এসেছেন, আব আমি অভাগী এইখানে শুয়ে আছি । ছি—ছি—ছি—কি লজ্জা ।

[বস্ত্রাঙ্কলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান ।

সদার । এ পাপ পৃথিবীতে বোধ হয়, দেব-দেবীর আন্তর নেই ।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ ।

কালপুরুষ ।—

গান ।

গোল ব্রতী দেখি ছানিয়ায় ।

আসল ভুলে আত্মহারা,

হাইতে বিপদ পায় পায় ।

কথায় কথায় জাগে সন্দ,

ধাক্তে অগি যেন অন্ধ,

জ্ঞানের মনের কপাট বন্ধ,

শুধু হতাশ প্রাণে হারি হারি ।

মায়ের কাছে মায়ের ছেলে,

স্বপ্ন ছেড়ে মরে ভূতের কীলে,

হ'য়ে অবুঝ মাকে ভুলে

মূরে মরে গোলক-বাধায় ।

[অন্তস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদ-কঙ্ক

সহদেব রাও, পিঙ্গলাদিত্য, পাবিষদগণ ও

নর্তকীগণ ।

নর্তকীগণ ।—

গান ।

কত দীর্ঘ বরষ পরে বঁধুয়া এসেছে ঘরে,

মলিন অথবে হাসি ফুটা লো ।

মিটাতে তৃষিত আঁখির আশা,

সরমের বাঁধ টুটা লো ॥

বাঁধ লো বাঁধ লো আকুল কবরী,

চঞ্চল অঞ্চলে বতনে আবরি,

খুলে মরম দুয়ার, মুছে নয়ন-আসার,

গ্রেম আলাপনে আকুল পিরাসা মিটা লো ॥

[নর্তকীগণের প্রস্থান ।

পাবিষদগণ । চমৎকার !

পিঙ্গল । তার চেয়ে আরও চমৎকার ব্যাপার আছে, বন্ধুগণ ।
তোমরা তা শোন নি ।

পাবিষদগণ । আরও চমৎকার ব্যাপার আছে ?

পিঙ্গল । আছে বৈ কি—খুব আছে ।

পাবিষদগণ । ব্যাপারটা কি, শুনি ?

পিজল। আমাদের একটা শত্রু ইঁদুর-কলে পড়েছে।

পারিষদগণ। কি রকম—কি রকম?

পিজল। কালকেতুর ভাই স্নকেতু আমাদের বন্দী।

১ম পারি। ঝাঁ, বল কি?

২য় পারি। তা' হ'লে আর এক পাত্র ক'বে ফেরানো থাক্।

১৪পারি। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—পাত্রস্থ হবার এইটাই ত প্রধান
মাহেঞ্জদগণ।

[সকলের মন্তপান]

সহদেব। এখন বেটাকে কি শাস্তি দেওয়া যায় বল দেখি?

১ম পারি। বেটাকে কুকুর দিয়ে খাওয়ান্, মহারাজ; বেটা ভাবি
পাজি!

২য় পারি। উ-হুঁ, বেটা কুকুরের অধম! তাকে কুকুর দিয়ে
খাওয়ালে তার সম্মান বেড়ে যাবে; তার চেয়ে তাকে শূলে দিন্।

১৫পারি। শূলদণ্ড দেওয়া হয় দস্যু-তস্করকে, বেটাকে তপ্ত তৈল-
কটাতে নিক্ষেপ করুন, মহারাজ!

সহদেব। মস্ত্রি! তোমার কি মত?

পিজল। আমার মতে—ওসব দুর্দান্ত শত্রুকে নিয়ে বেশি খেলানো
উচিত নয়; চটপট নিক্ষেপ ক'রে দেওয়াই ভাল।

সহদেব। তা' হ'লে তোমার মতে ঘাতকের হস্তে ওর শিরচ্ছেদ
করাই বিধেয়, কেমন?

পিজল। আমার মতে সেই করাই যুক্তিসিদ্ধ, মহারাজ!

সহদেব। ভাল, তাই হবে। তবে আমি আমার দূতের প্রত্যাগমন
কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করব। তার ভ্রাতা এখন রাজা—আমি তাকে

আমাব অধীনস্থ কবদ রাজ্য কব্ধে চাই, তাই আমি কালকেতুব নিকট এক পত্র লিখে দত্ত পাঠিয়েছি। পত্রে লিখেছি—যদি সে অবিলম্বে চল্লিশটা হস্তী, তিনশত হস্ত, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আমার উপঢৌকন দিবে আপনাকে আমার কবদরাজ্য ব'লে স্বীকার কবে, তা' হ'লে এই বন্দীকে মুক্তি দেবো, অন্যথায় তাব মৃত্যু। কেমন যুক্তি ?

১ম পারি। চমৎকাব -মহাবাজ, চমৎকাব। এতে সাপেক্ষ যববে, অথচ লাগিও ভাঙবে না।

২য় পারি। মহাবাজেব মাথায় দেবগুরু বৃহস্পতি ঢাকুব যেন বুদ্ধিব ধামা নিয়ে কোন্-কোনাচি খেলছেন।

৩য় পারি। আতা, মহাবাজেব মাথা নব ত--যেন পক্ষ শ্রীফল। খালি শাস--খালি শাস

৪য় পারি। যাক্, এখন মহাবাজেব দত্ত ফির্তে যা দেবি -এই যে, মেঘ না চাইতেই জল।

দূতের প্রবেশ।

সহদেব। কি সংবাদ ? হুর্কৃত বাধ কালকেতু আমার প্রপ্তাবে সম্মত ? দূত। মহারাজ, সে দান্তিক সম্মত হওয়া দূবে থাক্, সে কার্যো ও কথায় মহাবাজেব অপমান করেছে।

১ম পারি। কি -এত বড় স্পর্ধা। মহারাজের অপমান।

২য় পারি। পিপীলিকাব পাখা মরবার জন্তু গজায়।

৩য় পারি। ক্ষুদ্র ঋত্বোতিকা হ'য়ে চক্রমার ছাতি,
আর ঘেঁটুফুল উচ্চ ভাষে বজরীগন্ধায় ?

৪য় পারি। মহারাজ।

হইব কি রণে আশুয়ান তাণ্ডবে মাতিয়া,
লানিতে উচিত শিক্ষা কালকেতু ব্যাধে ?

২য় পারি । ব্রহ্মবাণ, রুদ্রবাণ কিংবা বাক্যবাণে
করিব কি জব জব পাশু বক্ষবে ?

১ম পারি । শেল শূল, গদা ভল্ল, মুষল মুদগর,
কৌদণ্ড এবণ্ড কিংবা মানদণ্ড ল'খে
লণ্ড ভণ্ড করিব কি কালকেতু ব্যাধে ?

২য় পারি । ধব পাত্র, কব পান মদন-মদিবা,
সং-যুক্তি নির্দ্ধাবিত হইবে দ্বাষ ।
[সকলেব মন্তপান ।

সহদেব । ক্ষান্ত হও সবে,
আগে গুনি সমাচাব
বার্তাবহমুখে ।
কহ ত্বরা—

কেমনে সে দুর্ভৃত্ত কিবাত
কৈল মোব অপমান কার্যো ও কথাষ ?

দত । মহারাজ । সে শুনলে, সে দৃশ্য দেখলে মৃত ব্যক্তিও
ক্রোধে বোমাঙ্কিত হয় ।

১ম পারি । এই দেখুন, মহাবাজ, আমার দেহ আগে থেকেই
বোমাঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে । তা' হ'লে অবশ্যই আমি একজন মৃত ব্যক্তি ।

সহদেব । তার পর ?

দত । দুর্ভৃত্ত কিবাত আপনাব পত্রখান প'ড়ে, সেখান ছিঁড়ে খণ্ড
খণ্ড ক'বে পদদলিত করলে ; তার পর—

পারিষদগণ । বেটার কোন পত্র থাকে ত, দাও - আমরাও পদদলিত
কব্ব । যেমনকে তেমনি ।

সহদেব । তার পর ?

দূত। তার পর রোষকষায়িত নেত্রে কর্কশস্বরে বললে—অস্ত্র হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবে।

১ম পারি। তাই ত, আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে! কেন, কাপুরুষ কি শুধু হাতে আসতে পারলে না?

২য় পারি। তাকে মত্ বদলে ফেলতে বলুন, মহারাজ! মত্ বদলে ফেলতে বলুন।

~~১ম~~ পারি। বেটা নেহাৎ গৌয়ার-গোবিন্দ!

সহদেব। এত স্পর্দ্ধা তার—

রণক্ষেত্রে মোর সনে

করিবে সাক্ষাৎ?

ভাল—তাই হবে।

দেখি, কত শক্তি ধরে

হীন কালকেতু ব্যাধ।

মস্ত্রি!

সৈন্যাদ্যক্ষে আজ্ঞা দেহ ত্বর।

অবিলম্বে সাজাতে বাহিনী,

হস্তীপৃষ্ঠে আমি

নিজে যাব রণে।

[পিঙ্গলাদিভা ও দূতের প্রস্থান।

১ম পারি। তাই ত, মহারাজ! বেশ 'কথা কাটাকাটি' হচ্ছিল আবার সত্যি-সত্যি কাটাকাটি হানাহানি কেন?

২য় পারি। মুর্থ, রাজনীতির মন্ত্র তুই কি বুঝবি? এ হচ্ছে অপমানের প্রতিশোধ।

~~১ম~~ পারি। অপমানটা হজম করলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

প্রহরীর প্রবেশ ।

সহদেব । কি সংবাদ ?

প্রহরী । এক বমণী মহাবাজেব দর্শনপ্রার্থিনী ।

সহদেব । বমণী ?

১ম পাবি । ষোড়শী ? না পঞ্চদশী ?

২য় পাবি । শ্রামাঙ্গী ? না গোবান্ধী ?

৩য় পাবি । আহ! তাকে এইখানে নিয়েই এস না ।

সহদেব । তাকে এইখানে নিয়ে এস ।

[প্রহরীর প্রস্থান

১য় পাবি । বণে যেতে বাণী,

কার্য্যসিদ্ধি দেবেব বাণী ।

মহাবাজ, বড় শুভ সংযোগ—বড় শুভ সংযোগ ।

২য় পাবি । বণে যেতে যদি বামা,

ধন পাবে সে ধামা ধামা ।

মহাবাজ, জয় স্তুতিশ্রব ।

৩য় পাবি । বণে নাবী মোহিনী বেশ,

দধির অগ্র ঘোলের শেষ—

ফলিত আঘূর্ষেদ-শাস্ত্রেব তেষাটির পাতায় তেবো পংক্তিতে স্পষ্ট লেখা
আছে—ফলং স্ত্রী লাভ ।

স্বনেত্রার প্রবেশ ।

স্বনেত্রা । মহাবাজ ।

সহদেব । একি । স্বনেত্রা—তুমি ?

স্বনেত্রা । হাঁ—মহাবাজ, আমি । আমি আপনাকে বিবাহ করতে
প্রস্তুত—যদি বিনিময় পাই ।

মা

[৪র্থ অঙ্ক ;

সহদেব । বিবাহ কববে, স্নেত্রী ? কি বিনিময় চাও ?

স্নেত্রী । বন্দী স্নকেতুব মুক্তির বিনিময়ে আমি মহারাজকে বিবাহ করতে প্রস্তুত ।

সহদেব । স্নকেতুর মুক্তির বিনিময়ে তুমি আমার বিবাহ কববে, স্নেত্রী ?

স্নেত্রী । করব, মহারাজ !

সহদেব । তা' হ'লে আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার মুক্তিপত্র লিখে দিচ্ছি ।

[সহদেব ও স্নেত্রীর প্রস্থান ।

১ম পারি । ফলিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হয় ? ফলিত আয়ুর্বেদ ফলতেই হবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠী দৃশ্য

কাবাগার

সুকেতু

সুকেতু । ঐ চন্দ্রদেব উদিত হচ্ছেন—তেমনি সুন্দর, জ্যোতির্ময় !
অগণন জ্যোতিঃপুঞ্জসম্বিত অনন্ত আকাশ তেমনি গাঢ় নীল, সাক্ষা-
সমীরণ তেমনি মধুর সুগন্ধময় । সবটাই সেই—শুধু আমিই বদলে গেছি ।
জীবনের সমস্ত শান্তি হারিয়ে গভীর হতাশাসে শুধু মৃত্যুর আশাপথ চেয়ে
আছি ; এখন মৃত্যুই আমার সুখ—মৃত্যুই আমার শান্তি । তাই ত,
বালক মমুয়া সেই পত্র নিয়ে গেছে, আজও ফিরল না । বালক সে—সে
কি নির্দিষ্ট স্থানে যেতে পারবে ? কে জানে ! ও কি ! কে গাইছে ?

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের আবির্ভাব ।

কালপুরুষ

গান ।

ঘোর ঘনঘটা ছেয়ে আসে ঘন অশ্রু ধরলী ।

ভীষ্ম পরজনে গর্জে সিন্ধুবক্ষে বসে তরলী ॥

মস্ত পবন বনিছে সঘনে,

দামিনী ঝলকে ক্ষণে ক্ষণে,

কড়্ কড়্ লাদে কঠোর কুলীশ,

ওঠে সঘন প্রলয় বিষাদ-ধ্বনি ॥

মস্ত তরঙ্গকোলে

অকূলে তরলী চলে,

কোথার কাণ্ডারী-তরী

কে আর কিরাবে কূলে,

মাইলঃ মায়ের ছেলে, ডাক রে মা মা বলে,
কুল পাৰি এ অকূলে মা যে বিপদ-বারিণী ॥

সুকেতু। কে গাইলে ? গানের ছন্দে, ভাবে, ভাষায়, মূৰ্ছনায় বেন
অদূর-ভবিষ্যতের একটা করুণ ছবি বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠল ! কে এ
অপরিচিত গায়ক ? গায়ক কি আমারই অন্ধকাবময় ভবিষ্যৎ আমাকে
শোনাবার জন্য এই অপূৰ্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করলে ? কে জানে ?
ও কে ?

ধীরে ধীরে কম্পিত পদে সুনেন্দ্রার প্রবেশ ।

একি ! সুনেন্দ্রা—তুমি ? তুমি কেমন ক'রে এলে ? কি মনে ক'রে
এলে ?

সুনেন্দ্রা। কেন এসেছি, তা কি বুঝতে পারছ না ? নারীর সৰ্বস্ব—
নারীর ইহকাল-পরকাল এক নিষ্ঠুর পিশাচের হস্তে লুপ্তিত, নিধাতিত হ'য়ে
ঋৎসের মুখে অগ্রসর হ'তে বসেছে, আর মন্দভাগিনী নারী তার উদ্ধারের
জন্য এতটুকু চেষ্টা না ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকবে ? স্বামি—প্রভু—দেবতা
আমার ! আমি কেন এসেছি—গুনবে ? আমি এসেছি—সৰ্বস্বের
বিনিময়ে তোমাকে উদ্ধার করতে ! এক পুত্রশোকাতুরা উন্মাদিনী জননীর
নয়নানন্দ একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুমুখ হ'তে ফিরিয়ে এনে সেই অভাগিনী
জননীর জুগিবার শোকের কথঞ্চিৎ লাঘব করতে ।

সুকেতু। উন্মাদিনী ! তুমি কি উন্মাদ হয়েছে ? একটা তর্দাগু
পিশাচের হস্ত হ'তে আমায় উদ্ধার করবে—তুমি শক্তিহীন। নারী ?

সুনেন্দ্রা। হ'তে পারে নারী শক্তিহীন, কিন্তু অবজ্ঞেয় নয় । স্বামি !
তাব প্রমাণ এই দেখ—তোমার মুক্তিপত্র ।

সুকেতু। সুনেন্দ্রা—সুনেন্দ্রা—তুমি কি বলছ ? এ সত্য—না স্বপ্ন ?
এ কি রাজা সহদেব রাণ্যের স্বাক্ষরিত মুক্তি-পত্র ?

স্নেহা । হাঁ, প্রভু । তাই ।

স্বকৈতু । এ মুক্তিপত্র তুমি কেমন ক'বে পেলে, স্নেহা ?

স্নেহা । মহারাজ স্বয়ং আমাব দিয়েছেন ।

স্বকৈতু । স্বয়ং দিয়েছেন ? বিনিময় না নিবে স্বৈচ্ছায় দিয়েছেন ?

স্নেহা । সে কথা জিজ্ঞাসা ক'বো না, প্রভু । এই মুক্তিপত্র নিয়ে এখনই এ স্থান ত্যাগ কব ।

স্বকৈতু । আগে বল—কি বিনিময় দিয়েছ ?

স্নেহা । বিনিময় দিই নি, তবে দেবাব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি ।
তুমি মুক্তি পেলে হবে ত -

স্বকৈতু । স্নেহা -

স্নেহা । মার্জনা কব, প্রভু । আমি তাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাব মুক্তি ক্রয় কবেছি । নাও, প্রভু । মুক্তি নাও—মুক্তি নাও ।

স্বকৈতু । তুমি তাকে আমাব বিবাহ করবে ? জান, তুমি আমাব বাগদত্তা পত্নী ? তবে কেমন ক'বে প্রতিশ্রুতি দিলে, স্নেহা ?

স্নেহা । দিয়েছি শুধু তোমার জন্ত । তোমায় মুক্তি দি'য় যদি পেঁচে থাকি, তবে তাকে বিবাহ কব্ব ।

স্বকৈতু । স্নেহা, আমি এ মুক্তি চাই না ।

স্নেহা । নাও—প্রভু, নাও এখনও সময় আছে , এর পর আব ন্যক্তি নিয়ে কোন ফল হবে না ।

স্বকৈতু । স্নেহা । তোমাব নাবীষেব বিনিময়ে ক্রীত মুক্তি আমি গহণ কব্তে চাই না ।

স্নেহা । আমি—প্রভু—দেবতা আমাব । তোমায় হৃদয় দিয়েছি—
তুমি আমাব স্বামী—আমাব দেবতা—আমাব ইহকাল পরকাল, আর

তোমার মুক্তির বিনিময়ে সে নেবে—বিষ্ঠা ক্রীমি কীট পরিপূর্ণ এই মাটীর দেহটা। নাও—প্রভু, মুক্তি নাও।

সুকেতু। না—সুনেত্রা, তা পারব না।

সুনেত্রা। পারবে না? নেবে না? এখনও নাও, স্বামি। বোধ হয়, আর বিনিময় দিতে হবে না।

সুকেতু। সুনেত্রা—সুনেত্রা—অমন করছ কেন?

সুনেত্রা। এখনও মুক্তি নাও। নিলে না—আশা পূর্ণ করলে না? তবে বিদায় দাও।

সুকেতু। সুনেত্রা—সুনেত্রা—বিদায় কেন, সুনেত্রা?

সুনেত্রা। বিদায় কেন? প্রভু। আমি বিষপান কবেছি। তীব্র বিষ! কিন্তু হৃভাগ্য আমার—তুমি মুক্তি নিলে না। ওঃ—বি—দা—য।

[মৃত্যু]

সুকেতু। ফিবে এস, প্রিয়তমে। আমি মুক্তি নেবো—আমি মণ্ডিত নেবো—

সহদেবের প্রবেশ।

সহ। এস, সুনেত্রা! বিনিময় দেবে এস। আমি ত অনেকক্ষণ তাকে মুক্তি দিয়েছি। কৈ—সুনেত্রা কৈ?

সুকেতু। [উর্দ্ধে দেখাইয়া] ঐখানে।

সহ। বিশ্বাসঘাতিনি! প্রিয়তমের মধুব আলিঙ্গনে মৃত্যুব কোলে চলে পড়েছে। কে আছিস, এই পাপিষ্ঠকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যা, আর পাপিষ্ঠার দেহ স্থানান্তরিত কর।

[প্রস্থান।

[রক্ষিগণের প্রবেশ ও তথাকরণ]

পঞ্চম অঙ্ক

પ્રથમ દુષ્ટ

বগন্তুলেব একাংশ

সেনাপতি সহদেববাও ও সৈন্যগণের প্রবেশ

ਸਤੁ ।

চতুর্থ কিতাব

ଅତର୍କିତେ ଆକ୍ରମଣ

কবিতায়ে আমাব বাহিনী ।

অবক্ষিত পশ্চিম তোবণ.

ছ বভঙ্গ পলায়িত ভীক সেনাদল ।

সুরক্ষিত কবি সেই দিক

আক্রমণ করই দক্ষিণে ;

কালকেতু যুধিছে সন্মুখে,

আমিই বোধিব তাব গতি।

সেনাপতি, পূর্বদিক হ'তে তুমি

କୌଶଳେ ବଚିଆ*ବାହ,

କବି ବନ ପ୍ରାଣପାତେ,

দেহ শিক্ষা দুবস্ত কবাত্ত,

वक्षः कर मर्यादा आपन ।

সৈয়দগণ

জয়—শুভবার্ট-রাজ্যের জয় ।

সহ ।

আরে। শোন--সৈন্তগণ,
মহত্ব বিলুপ্তপ্রায় হীনতা-সজ্জাতে ।
অনার্য্য তুলেছে শির—
আর্য্যশক্তি বিলোপিতে আজি ।
বাড়িয়াছে নীচের প্রভাব - -
মণ্ডকের অভিলাষ —ভুজঙ্গের শিবে
নৃত্য করিবারে,
পঙ্কুর বাসনা আজি লজ্জিবাবে গিবি ।
চূর্ণিতে নীচের দৰ্প আর্য্যেব সন্তান,
স্থাপিতে অমর কীর্তি অবনী মাঝাবে,
আগুয়ান হও—বীরগণ !
বীরদম্ভে অনার্য্য নাশিতে ।
মনে রেখো, বীরগণ ।
যদি আজি অনার্য্য-সজ্জাতে
দুগ্ধ হয় আর্য্যের প্রভাব,
অগৌরবে আর্য্য-সূর্য্য হয় অন্তমিত,
যতদিন রহিবে মেদিনী
এ অকীর্তি ঘোষিবে ভুবনে ।
স্মরি বীর্য্যবান্ সেই আর্য্যের গৌরব,
বীরত্ব মহত্ব-গাথা
ঘোষিত ভুবনে যাহা অতীত হইতে,
এই বর্ত্তমানে
বীর্য্যবান্ আর্য্যের সন্তান—
বিপুল বিক্রমে রণে হও আগুয়ান

কবি' দৃঢ় পণ

মস্ত্রের সাধন কিংবা শবীর পতন ।

সৈন্যগণ । জয়—গুজরাট-অধিপতিব জয় ।

কিন্নর-সৈন্যগণ সহ কালকে ত্বর প্রবেশ

কাল । বজ্রগণ, ওই শোন—

গুজরাটব বাব সেনাগণ

মহোন্মাদে কবে জয়ধ্বনি ।

হেব ওই যগ্রণী তানব

বীৰদন্তে গুজরাট ভূপাত

বণে আওধান

হেব ওই দিক দিকপান সম

গুজরাটেব সেনাপতিগণ

রচি বাহু কবিতাছে বণ ।

আজি ধন্য মনে

অধিন্যেব ভীষণ সজ্জাত

ধন্য যথা জয়ী চিবদিন ।

আজিও তেমতি

ধন্য হবে জয়ী সুনিশ্চয় ।

বজ্রগণ, কব প্রাণপণ

কবিতাবে হৃদয়ে শাসন

নাবকীর অত্যাচার কবিতাে দমন

দিতে হবে প্রাণ বিসর্জন

ওই শোন—

ব্যথিতের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস

অনাথের করুণ ক্রন্দন,
 পিশাচের অত্যাচাবে কাঁদে সতী নারী !
 তব মাতা, তব ভগ্নি, বনিতা দ্রুহিতা,
 নির্ধাতিতা—নিপীড়িতা লম্পটের করে,
 উত্তরোলে করিছে আহ্বান ;
 হ'য়ে আশ্রয়ান—
 রক্ষা কর সতীর মর্যাদা !
 এস বন্ধুগণ !
 'স্মরি' দেবী চণ্ডিকার নাম
 করি রণ—জেনো স্ত্রীশ্চয়,
 দেবীর কৃপায় পূর্ণ হবে মনস্কাম ।

সৈন্তগণ । জয় দেবী চণ্ডিকার জয় ! জয় মহারাজ কালকেতুর জয় !

[সকলে অগ্রসর হইল]

সহ । বহু পশু নগণ্য কিরাত,
 ভাবিয়াছ মনে গুজরাট-ভূপতি
 কাপুরুষ অক্ষম দুর্বল,
 তাই আসিয়াছ রণোন্মাদে মাতি ;
 কিন্তু জানিয়ো, দুশ্মতি !
 এই রণ—অনার্য্যেরে করিতে শাসন,
 বিলোপিতে কিরাতের নাম
 ধরণীর বক্ষ হ'তে চিরদিন তরে ।
 দৈবযোগে লভিয়াছ ধন,
 দস্তে তাই কর বিচরণ,
 আপনারই মুখে

বাথানিয়া গোবব আপন ।
কিন্তু জেনে—নিষ্টব প্রাপ্তন
হবে আলিঙ্গিতে মরণে অকালে ।

কাল । জন্ম হ'লে অবশ্য মরণ,
বিধাতার বিধি প্রবলন ।
কাপুরুষ জন সে মরণে ডরে ,
কিন্তু বীৰ্যবান্ খেলে মৃত্যু ল'য়ে ।
শাসিবাবে দুষ্কৃত অধমে,
বাথিবাবে সতীৰ মর্যাদা,
হইয়াছি বণে আগুধান,
করি পণ দুষ্কৃত দলন
কিংবা দেহের পতন,
বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন,
ধর অস্ত্র—কব বণ ।

মহ । ভাল, মৃত্যু যদি এত আকিঞ্চন,
কর বণ ।
ঘাতকেব খজো কালি প্রাতে
হবে স্ননিশ্চয় তব দ্রাতাব মরণ,
ভ্রাতৃশোক এডাইতে আজি
বণে তুমি কবহ শয়ন ।

কাল । কালব্যাজে নাহি প্রয়োজন,
সৈন্তগণ—কব আক্রমণ ।

[যুদ্ধ কবিতে করিতে সৈন্ত সহদেবরাও, কালকেতু ও কিরাত -
সৈন্তগণের প্রস্থান ।

বেগে পিঙ্গলাদিভোর প্রবেশ ।

পিঙ্গল । তুমুল যুদ্ধ বেধেছে । কিন্তু কি আশ্চর্য্য । বনের পশু শিকার বাদেব নিত্য অভ্যাস, তারা আবার যুদ্ধ শিখলে কবে ? কি অদ্ভুত বণ-কৌশলী এই কালকেতু বাধ । একা যেন সহস্র মত্ত মাতঙ্গের প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুদলের মাঝে প'ড়ে শত্রু-সৈন্য নিপাত করছে । বিলাস-বাসন-প্রিয় বাজসৈন্তগণ সে প্রদীপ্ত তেজের সম্মুখে—বহ্নিমুখে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত অকালে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে । বুঝতে পারছি না—এ যুদ্ধের পবিণাম কি । যাই হোক, একটা উপায় উদ্ভাবন করতেই হবে । যেন-তেন প্রকাষণ কালকেতুর নিপাত করা চাই ।

[প্রস্থান ।

[যুদ্ধ করিতে কবিত্তে গুজরাট-সৈন্তগণ ও কিবাত-সৈন্তগণের পুনঃ প্রবেশ ও প্রস্থান । যুদ্ধ করিতে করিতে সহদেববাও ও কালকেতুর পুনঃ প্রবেশ ।]

কাল । গুজরাট-ভূপতি ।

ভেবেছিলে আগে

বল্য পশু অসভ্য কিরাত

নাহি জানে বণ নীতি ।

তুমি বীর ক্ষত্রিয়-সন্তান

হেলায় বধিবে ভাবে ।

কিন্তু হায়—

ভিন্নমুখী আজি কঙ্কশ্রোত,

অলঙ্ঘ্য নিয়তি-লিপি,

মৃত্যু কিংবা পরাজয় ললাট-লিখ ন !

ধরহ বচন,

চাহ যদি আপন মঙ্গল
মাগি লহ পবাজয় ।
দন্তে তুণ করি
যাও চলি স্ববাজ্যে ফিবিয়া,
সসম্মানে মৃত্যু কব দ্রাবাবে আমার
অগ্রথায—

নিষ্ঠুর প্রাপ্তন ফল অবশ্য ফলিবে ।
বিচারিয়া মনে—নিদ্ধারণ
কব দ্ববা কর্তব্য আপন ।

সহ । দান্তিক কিবাত ।
ইষ্টদেবে চিন্ত আপনার ;
বুঝিবে অচিবে—
কি আছে ললাটে তব ।

কাল । ভাল, কব বণ—
বুঝাবে কি বুঝিবে প্রাপ্তন ফল ।

[উভয়েব ঘোবতর যুদ্ধ ; সহসা খেতপতাকা হস্তে পিঙ্গলা-
দিত্যেব প্রবেশ ।]

পিঙ্গল । দিব। অবসান,
বণক্লাস্ত উভয়ের সৈন্যদল আজি
চাহে সব বিশ্রামেব অবসর ।

কাল । ভাল, তাই হোক ।

[প্রস্থান

সহ । সহস্রা শ্বেত-পতাকা প্রদর্শন ক'বে যুদ্ধ স্থগিত কবলে কেন।
মস্ত্রি ?

পিঙ্গল । পবাজয় অনিবার্য্য জেনে, উর্ধ্বর মস্ত্রিদে একটা নূতন বুদ্ধি
চাবা গজিয়ে উঠেছে, মহারাজ ।

সহ । এ পবিহাসেব সময় নয়, মস্ত্রি । আমাব প্রশ্নেব উত্তব দাও ।

পিঙ্গল । অনেক ভেবে-চিন্তে যুদ্ধেব বর্তমান গতি নিবীক্ষণ ক'বে
দেখলুম, দৈববলে বলীযান্ ব্যাধ কালকেতুকে যুদ্ধে পবাভব কবা নেহাৎ
ছেলে খেলা নয় ; তাই অহেতুক লোকক্ষয় না ক'বে, শ্বেত-পতাকা
প্রদর্শন ক'বে যুদ্ধ স্থগিত কবলুম, মহারাজ ।

সহ । যদি তাই হয়, তা' হ'লে ত এ যুদ্ধ চিবাঙ্গিনেব মত স্থগিত
রাখ'তে হবে ?

পিঙ্গল । শতে শাঠাং—মহাবাজ, শতে শাঠাং , কাল প্রাতেই আবাব
আমরা আক্রমণ করব ।

সহ । কাল প্রাতে ? তাতে লাভ ?

পিঙ্গল । লভালাভ সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ে দেখিষে দোব । কাল মঙ্গল
বাব, সমস্ত কিবাত কাল মঙ্গলচণ্ডীৰ পূজায় ব্যাপৃত থাকবে, কেউ অস্ত
ধারণ করবে না , সেই শুভ অবসবে আমরা আক্রমণ করব ।

সহ । তখন যদি ওদেব পক্ষ থেকে কেউ শ্বেত পতাকা প্রদর্শন কবে ?

পিঙ্গল । তাতে ব'য়ে গেল , আমবা যুদ্ধ স্থগিত করব না ।

সহ । উত্তম যুক্তি । তা' হ'লে চ'লে এস ।

উভয়ের প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সিন্ধুতট—শ্মশান

গীতকণ্ঠে পিশাচ ও পিশাচীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীতান্তে
শ্মশানের অপরপার্শ্বে প্রস্থান ।

গান ।

সকলে ।— হিলি মিলি হিলি মিলি কিলি কিলি কিলি কিলি,
খুঁজি খুঁজি নারি ।

একলা পেলো ভাঙ'ব ঘাড়,

চল না থাকি ঘাপুটি নারি ॥

পিশাচগণ ।—কটু-কটা-কটু ভাঙ'ব মাথা,

চটু-চটা-চটু চড়,

শেঙড়া গাছে বাগিয়ে ব'স,

এলেই হাড়ে পড়্.

পিশাচীগণ ।—সক-সকা-সক চুব্ব নলি

চাকব নাড়ী আঁত চিরি ॥

পিশাচগণ ।—লক-লকা-লক রক্ত পিয়ে

নাচ'ব স্বখে ভোঁদের নিয়ে,

পিশাচীগণ ।—থাব কচি মাথা কচ-মচিয়ে

পেটের পোলা বে'র করি ॥

ঝাড়ুদার-সর্দারের প্রবেশ ।

সর্দার । পাগলী মাগীকে কিছুতেই আঁততে পারলুম না ! সেই
পীঠ গুহা থেকে মা মা করতে করতে ছুটল, আর তাকে ধরতে পারলুম

না। বুড়োহাড়ে শক্তিশক্তি কম নয়। মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেই—অবিশ্রাম ছুটতে লাগল; পাছে কোথাও খানা-ডোবায় প'ড়ে মরে, তাই আমিও তার পেছ পেছ ছুটতে লাগলুম; মাগী গুজরাটেব কিরাত-পল্লীতে প্রবেশ করলে, আমি তার অনুসরণ ক'রে সেখানে গেলুম; একটা গাছেব তলায় মাগী বসেছিল, আমায় দেখে আবার ছুটল—বাবাব এদিকে ওদিকে ছুটে গেল। ভাবলুম, শ্মশানে গেছে; কিন্তু কৈ এখানেও ত নেই। তাই ত, মাগী গেল কোথায়? মাগীর জন্য বড় ভাবনা হচ্ছে। কিয়ৎকী আশ্চর্য্য মায়ের খেলা। সামান্য ঝাড়ুদাব আমি মনিবের বাড়ী চাকরী করতুম, মা বেটা সেখান থেকে আমায় একটা নুতন কর্তব্য দেখিয়ে দিলে, সেই পথ ধ'রে কুম্পীঠ গুহায় বাস, তার পর এই পাগলাব অনুসরণ। বাঃ—বাঃ—চমৎকার কন্মের বন্ধন! দেখি, বেটা আবও কি অদৃষ্টে লিখেছে।

[প্রস্থান

স্বনেত্রার শবদেহ বক্ষে করিয়া উন্মাদিনী বেশে

মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। আবাগী মা বেটার কি আক্কেল গা! এত জায়গা থাকে বেটা কিনা সমুদ্রের ধারে এসে ঘুমুচ্ছে। ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম, নইলে একটা ঢেউ এসে বেটীকে কোন্ মূলুকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো! বেশ জায়গা এই শ্মশান! আমার কালকেতু, স্নকেতু, কেতুমান, বৌমা সবাই এইখানে ঘুমুচ্ছে, বেটাও এইখানে ঘুমুক। কেউ বাধা দেবে না—কেউ কিছু বলবে না—যখন ঘুম ভাঙবে, তখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে আমিও এইখানে ঘুমুস—বেশ আরামের স্থান! এখানে একবার ঘুমুয়ে আর ঘুম ভাঙবে না। ঘুমো বেটা এইখানে। [স্বনেত্রার শবদেহ

মাটীতে রাখিয়া দিল] আমি বাই—তাড়াতাড়ি বাহাদের জন্তে রান্না চড়াই গে।

[প্রস্থান ।

দেবলজীর প্রবেশ ।

দেবল । সিন্ধুতটে উদার উন্মুক্ত অনন্ত আকাশেব নীচে ব'সে সিন্ধু-সলিলের উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখ'ছিলুম, আর আমার পুত্রাদিক প্রিয়তম কিরাতগণের গবিমায়র ভবিষ্যতের মাধুরিমায়ী ছবি কল্পনার তুলিকায় রঙিন ক'রে ফুটিয়ে তুল'ছিলুম, অকস্মাৎ কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তি আমাব মনটাকে সেই সুখময় কল্পনারাজ্য হ'তে টেনে এনে মহা-শ্রাণের পথ দেখিয়ে দিলে। উদ্ভ্রান্ত ভাবে এইদিকে ছুটে এলুম, কেন এলুম তা জানি না। শুধু একমাত্র জানি—সবই ইচ্ছাময়ী মায়েব ইচ্ছা! একি! কে এখানে গুয়ে? স্নেহত্রা? সর্বাঙ্গ নীলবর্ণ! অভাগিনীকে কি সর্পে দংশন করেছে! তাই ত বটে—অভাগিনীর মুখে চোখে সর্বাঙ্গে তীব্র অহিবিবের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তাই ত, মৃত্যুর লক্ষণ এখনও সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে নি; বুঝেছি, এও মার ইচ্ছা—নইলে এ সময়ে আমার এখানে পাঠালে কে? না—আর বিলম্ব করব না; অভাগিনীকে মা'র মন্দিরে নিয়ে যাই, দেখি মা'র রূপায় যদি একে বাঁচাতে পারি।

[স্নেহত্রাকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

চণ্ডিকার মন্দির

কালকেতু, কেতুমান্, ফুল্লরা ও অগ্ন্যাত্ত কিরাত-কিরাতিনীগণ সমাসীন ।

কিরাত-কিরাতিনীগণ দেবী চণ্ডিকার বন্দনা গান করিতেছিল ।

সকলে ।—

গান ।

মোদের বহুক্রপী মা ।

এখন এমন তেখন তেমন

বেটাকে যায় না চেনা ॥

স্ত্রীগণ ।—কখন ভূবন-জোলা রূপের আলা—

যেন রাজার ঘরগী,

কখন অম্বর-মারা খাঁড়া-ধরা

জাংটা পাগলিনী,

পুংগণ ।—তাঁধে নাচে বাবার বুকে,

বেড়ির সরম লাগে না ।

স্ত্রীগণ ।— মা যে জগৎ-পালিনী,

পুংগণ ।— দামব-দলনী,

বাবার সাথে দ্বন্দ্বানে ঘুরে

দ্বন্দ্বানবাসিনী ;—

আমাদের পাগল বাবা পাগলী মা ॥

কাল । ভাই সব, কাল তোমাদের প্রাণপণ যুদ্ধ আর অপূর্ণ কৰ্ত্তব্য-
পরায়ণতা দেখে আমি বড় প্রীত হয়েছি । আশা করি, আগামী যুদ্ধেও

তোমরা তোমাদের প্রচণ্ড বিক্রম, ঐকান্তিক নির্ভরতা, প্রাণপণ চেষ্টায় তুষ্টেব দমন করবে। জয়-পবাজব মা'ব ইচ্ছা।

কিবাতগণ। দৈববাণীব মত মহাবাজেব আদেশ পালন কবতে আমবা প্রাণ উৎসর্গ কবব।

কেতুমান্। বাবা, কাল আমিও যুদ্ধে যাব।

কাল। তুমি বড হও - তখন যেয়ো, এখন যে তুমি ছেলেমানুষ।

কেতু। হুঁ, ছেলেমানুষ বৈকি। আমি কেমন তলোয়ার চালাতে পারি, নিশেন কবতে পারি, বনের বাঘ ববা দিগ্গী মাবতে পারি। আমি যুদ্ধে যাব, বাবা। মা, তুমি বাবাকে বল-না—তুমি বললে আমি ঠিক যেতে পার।

কুলবা। অভাগিনীব বুকেব নিধি তুই। তুই এখন কোথা বাবি, বাবা ?

কেতু। তোমাব ঐ কেমন দোষ—পড়াই কবতে দেবে না, খালি আদব কববে। ঠাকুর-মা এখানে থাকলে বাবাকে বুঝি যুদ্ধে যেতে দিত না মনে কবেছ ? নিশ্চয়ই দিত। তুমি বাবাকে বল, মা। তুমি জান না—মা, কাকার জন্তে আমার কী মন-কেমন করছে ; আমি যুদ্ধ ক'বে কাকাকে ফিরিয়ে আনবই আনব।

কুলবা। অবোধ বালক। তুমি সে ভীষণ স্থানে যেতে পারবে না, সে ভীষণ দৃশ্য দেখতে পারবে না ; সেখানে মানুষ মানুষকে কাটছে, মানুষ মানুষকে মাঝে, মানুষের বস্তুে নদী ব'য়ে যাচ্ছে ; সে দৃশ্য দেখলে তুই যে ভয় পারি, বাবা ?

কেতু। আমি ভয় পার না, মা। আমি যখন নিজের বুকেব রক্ত প্রয়োজন হ'লে দেবী চণ্ডিকাব পায়ে ঢেলে দিতে ভয় পাই না, তখন পবেব রক্ত দেখে ভয় পার কেন, মা ? তুমি বল না, মা ?

কুল্লবা। আচ্ছা, তুই এখন খেলগে যা ; কালকেব কথা কাল হবে।

কেতু। না, মা, তুমি আজই আমায় অন্তিমতি দাও।

কুল্লবা। [স্বগত] হা বে হতভাগ্য শিশু। তুই যদি মা'ব প্রাণ বুঝতিস।

কেতু। বলবে না, মা ? আমি তা হ'লে কিছু খাব না—কিছু কবব না—চুপ্ ক'বে এইখানে ব'সে ব'সে কাঁদব।

কাল। কেতুমান, অবাধ্য হ'যো না।

বেগে জনৈক চরের প্রবেশ।

চর। মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে। গুজবাট-বাজ তাব বিবাট বাহিনী নিয়ে আমাদের আক্রমণ কবতে ধেবে আসছে।

কিবাতগণ। আদেশ করুন, মহাবাজ। আমরা তাদের মধ্যপথে বাধা দিই।

কাল। কেমন ক'বে বাধা দেবে, ভাই ? একটা সশস্ত্র বিবাট বাহিনীকে নিরস্ত্র অবস্থায় বাধা দিতে অগ্রসব হওয়া বাতুলতা মাত্র। এ বাধা দেওয়াব ফল—নিশ্চিত মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করা।

কিরাতগণ। আমরা সশস্ত্র হ'য়েই যাত্রা কবব।

কাল। তোমরা বিশ্বস্ত হচ্ছ কেন, ভাই ? আজ মা'র পূজাব দিন—মঙ্গলবার, আজ আমাদের অস্ত্র ধারণ কবতে নেই।

কিরাত। তা' হ'লে কি হবে, মহাবাজ ?

কাল। মা'র মনে যা আছে, তাই হবে। তোমরা পাঁচজন বিপক্ষদলের সম্মুখে খেত-পতাকা প্রদর্শন কব, তা' হ'লেই তাবা আব আক্রমণ করবে না।

কিরাতগণ। উত্তম যুক্তি। আয় ভাই—আমরা খেত-পতাকা নিয়ে এখনই যাত্রা কবি। [চব সত কিবাতগণের প্রস্থান।

ফুল্লবা । হাঁ গা, তাতে যদি কোন ফল না হয় ?

কাল । কেন হবে না, ফুল্লবা ? তাবা খেত-পতাকা প্রদর্শন করবা-
মাএ কলাকাব যুদ্ধ আমি স্তম্ভিত বাখ্তে আদেশ দিযেছিলুম, তাবাও
যুদ্ধ স্তম্ভিত বাখ্তে বাধ্য—এই বণ-নীতি ।

ফুল্লবা । যে শঠ—যে প্রবঞ্চক—যে দুর্নীতি-পৰাষণ, নীতিব মৰ্যাদা
স্বঃ কবা তার পক্ষে অসম্ভব নয় ।

কাল । সবই মাযেব ইচ্ছা, ফুল্লবা ! ছিলুম দীন ভুংখী ব্যাপ, কখনও
মনশনে, কখনও অর্দ্ধাশনে দিন কাটিয়েছি, তখনও দিন গেছে—মাযেব
ইচ্ছা। আজ বাজবাজেশ্বব হ'য়েও দিন যাচ্ছে, আবাব যদি তাই হয়,
বকব সেও মাযেব ইচ্ছা ।

ফুল্লবা । মঙ্গলময়ী মাযেব ইচ্ছা কি তাই হবে ? মা মঙ্গল-চাণ্ডী !
ভুংখিনী ব্যাধেব নন্দিনী আমি—কখনও বাজৈশ্বৰ্য্য কামনা করি নি ;
পাত পত্র নিয়ে স্নেহে ভুংখে তোব নাম ক'বে দিন কাটিছিল, আজ ভুট
অনন্ত স্নেহেব অধিকাবিণী ক'বে এ আবাব কি ভূশিচন্তা এনে দিলি, মা ?

কাল । কেন ভাব্ছ, ফুল্লবা ? যাব কাজ তিনিই কববেন, তুমি
আমি ভেবে মবি কেন ?

••

জনৈক চরের প্রবেশ ।

কি সংবাদ ?

চব । মহাবাজ ! দুর্ভুক্ত গুজবাট-বাজেব আদেশে তাব সৈন্তগণ
আমাদেব খেত-পতাকা উপেক্ষা ক'রে পতাকা-প্রদর্শনকাবীদেব বন্দী
করেছে ।

কাল । বন্দী করেছে ! সবই মা'ব ইচ্ছা ।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ ।

২য় চব । মহাবাজ ! হব পলায়ন ক'বে আসিবক্ষা কখন, নব অন্ত

ধারণ ক'রে যুদ্ধ করুন। গুজরাট-রাজ সসৈন্তে মহারাজকে বন্দী করতে ছুটে আসছে।

কাল। মূর্খ! দেবীর পূজার দিন অস্ত্র ধারণ করব ?

২য় চর। তারা যে মহারাজকে বন্দী করতে ছুটে আসছে ?

কাল। আসুক, সব মায়েই ইচ্ছা !

ফুল্লরা। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যুদ্ধ না করতে চাও, পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা কর।

কাল। মা'র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ফুল্লরা ! আমি কিছু করব না।

কেতু। বাবা, তুমি না যুদ্ধ কর, আমায় অনুমতি দাও।

কাল। ছিঃ, বাবা ! ও কথা মুখে এনো না ; মায়েব পূজাব দিন অস্ত্র ধারণ ক'রতে নেই।

কেতু। তা' হ'লে কি হ'বে, মা ?

ফুল্লরা। বাবা, মা বা অদৃষ্টে লিখেছেন, তাই হবে।

কেতু। মা'র চেয়ে অদৃষ্ট বড় ? আগি অদৃষ্ট জানি না, মাকে জানি—মাকে ডাকি।

গান।

অদৃষ্ট যে বায় না কথা,

সকল ঘটে মা বিবাজে।

আজি মায়ের কোলে মায়ের ছেলে,

মা যে আছেন আমার মাঝে।

অকুরন্ত মায়ের স্নেহ, বিশ্ব-মাঝে বয় প্রবাহ,

ওরে আয় ছুটে আয় স্নেহের কাঙাল

ঈপিয়ে পড়ি মা'র বুকের মাঝে ॥

সম্মেলন সহদেবের প্রবেশ ।

সহ । কালকেতু, স্বেচ্ছায় বন্দী হ'তে চাও, না যুদ্ধ কবতে চাও ?

কাল । বিশ্বাসঘাতক । এই কি বণ-নীতি ? পবাক্ষর আনবার্গা জেনে মিথ্যা-প্রবঞ্চনায় শ্বেত-পতাকা প্রদর্শন করোঁছিল, আমি সবল বিশ্বাসে যুদ্ধ স্বগিত ক'বে বণনীতির মর্যাদা বক্ষা করছিলাম, কিন্তু নীতি-ব্যভিচারী বিশ্বাসঘাতক তুমি—তাই আজ আমার শাস্তিকামী শ্বেত-পতাকা প্রদর্শনকারী সৈন্তগণকে বন্দী কবেছ । নীতি-ব্যভিচারী কাপুরুষ তুমি যা ইচ্ছা তোমাব কবতে পাব ।

সহ । সৈন্তগণ ! কালকেতুকে সপরিবারে বন্দী ক'বে কাবাগারে নিয়ে যাও । বজ্রনীর শেষ যাম অতিক্রান্ত হবার পূর্বে এদের পাণদণ্ড হবে । ভেবো না—কালকেতু এ দণ্ড গহণে তোমাব দাতা স্ত্রীকেও তোমাব সঙ্গী ।

[সৈন্তগণ কালকেতু, কুল্লরা ও কেতুমানকে বন্দী করিল ।

দাস্তিক কিবাত । এখন তোমাব সে দস্ত কোথায় ? যাও নিয়ে যাও । রূপসী সুল্লাবা, মনে ক'বো না তোমাকেও বধ কবব । তা নয়, ফুল্লাবা । ঘাতকের খজাগাঘাতে তোমাব পতি পুত্র ও দেববের জীবনব যবনিকা পড়'বার সঙ্গে সঙ্গে তুমি হবে আমাব অঙ্কলক্ষ্মী ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

বধা-ভূমি

শূণ্যাবদ্ধ কালকেতু ও কেতুমানকে লইয়া বাক্ষগণ ও ঘাতক প্রবেশ
কবিল। ঘাতক যুপকাষ্ঠ স্থাপন কবিল। পিঙ্গলাদিত্য হস্তমুখে
আসিয়া বন্দিগণের সম্মুখে দাঁড়াইল।

পিঙ্গল। ঘাতক, সব প্রস্তুত ?

ঘাতক। হাঁ, প্রভু। সবই প্রস্তুত।

পিঙ্গল। তবে আব কি ? এখন বণ কালকেতু, তোমাদের
মধ্যে কে আগে হাড়িকাঠে মাথা দেবে ?

কাল। [স্বগত] জগন্মাতা ! এও কি তোব ইচ্ছা ? নিষ্ঠুর
ঘাতকেব হস্তে এমন নৃশংসভাবে হত্যা কবাবাব জগতই কি বাজৈশ্বর্য্য দিয়ে-
ছিল ? হতভাগিনী ফুলবা ! আমাব মার্জনা কব। আমি তোমাব অক্ষম
অপদাথ স্বামী, তাই নিম্নম গিশাচের হস্ত হ'তে তোমাব উদ্ধাব কবতে
পাবলুম না। হয় ত পাবতুম, কিন্তু কবলুম না—শুধু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে
ব'ল। তাই ইচ্ছামবী জননী ইচ্ছাব উপব সব নির্ভব ক'বে স্বেচ্ছায় বন্দীও
স্বীকাব করলুম। তোমাব হতভাগ্য স্বামীব সে ক্রটি মার্জনা কব, ফুলবা !

পিঙ্গল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে কি ভাবছ,
কালকেতু ? কে আগে হাড়িকাঠে মাথা দেবে বল ?

কাল। কৃতব্ল কুকুব। আগে আমাব বধ কব'ত বল ; পুত্রের মৃত্যু
আমি চক্ষে দেখতে পারব না। দে—দে—আগে আমায় মৃত্যু
দে। বাবা কেতুমান ! তোব হতভাগ্য পিতাকে ভুলে যা—বিদায় দে—

কেতু । না—বাবা, তা হবে না, আমি আগে মবব । তোমার মৃত্যু আমি দেখতে পাব না, কান্না পাবে । ঘাতক, আগে আমায় বধ কর ।

কাল । না, বাবা । আমি আগে মবি, তুই ততক্ষণ মাকে ডাক্ ,
আমাব মৃত্যুতে যদি পাষাণী বেটীর তোব উপবে একটু দয়া হয় ।

কেতু । না, বাবা । আব আমি মাকে ডাকব না, আমি আব
এব দয়া চাই না । যদি তোমাকে হাবানুম—মাকে হাবানুম—কাকাকে
হাবানুম, তখন আব আমি একাকি স্তখে বেচে থাকব, বাবা ? আমি
অমন পাষাণী মাকে আব ডাকব না ।

গান ।

ওরে মায়েব ছেলে ডাকিস্ না আর

পাষাণীকে মা মা বলে ।

যাব পাষণ হিয়া গলে নাকি

সন্তানিব নয়ন জলে ॥

মাথায় ব'য়ে দুখের বাঝা,

ভাঙা বৃকে বেদনা রাশি

ডাকলুম কত—ডাকব কত,

কাদব কত, এলোবেশী,

যে চায় না তোরে তাবি তরে

তোব এমন স্নেহ রাগ্গে তুল

আমার আদর ক'রে ডাকছে মবণ

অনাথ ব'লে নেবে কোলে ॥

ঘাতক, দেবী ক'রো না, আগে আমাব বধ কর ।

কাল । না, বাবা, তা হবে না ; আমাব কথা শোন্—মাকে ডাক্ -
তোব মত শিশুব ক্রন্দনে মাব পাষণ হৃদয় গলবেই গলবে । দাও, ঘাতক !
আগে আমাব মৃত্যু দাও ।

শৃঙ্খলিত স্নকেতুকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ ।

স্নকেতু । একি দাদা । তুমি বেঁচে আছ ? বাবা কেতুমান, তুইও বেঁচে আছিস ? ও-হো-হো । কি ভুল কবেছি—কি ভুল কবেছি—কেন আমি স্ননেত্রাব দান গ্রহণ কবলুম না । দাদা—দাদা—

কাল । স্নকেতু—ভাই—আজ মায়েব ইচ্ছায় আমবা সবাই একসঙ্গে একই পথেব যাত্রী হয়েছি—শুধু ধুল্লাবা অভাগিনীই বেতে পাবলে না । দাও—ঘাতক, মৃত্যু দাও ।

স্নকেতু । না—না—তা হবে না, যাবা গেছে—তাবা আব ফিববে না , কিন্তু যাবা এখন যাচ্ছে তাদেব আগে আমি যাব । ঘাতক । আগে আমায় বধ কব , এই যূপকাঠে মাথা রাখ লুম—নাও, বধ কব—

কাল । স্নকেতু, কখনও আমার অবাধ্য হস্ন নি আজ মবণেব তাঁবে দাডিয়ে অবাধ্যতাচবণ কব্বি ? দে—ভাই, আগে অামায় মবতে দে ।

কেতু । পাষাণী মা । এখনও তোব দয়া হচ্ছে না ? মনে কবাছি, তোকে আব ডাক্ব না , কিন্তু প্রাণেব ভেতব থেকে কে যেন চীৎকাব ক'রে কেঁদে বল্ছে—ডাক্ব হতভাগ্য শিশু । ডাক্ব, মাকে ডাক্ব , মা দয়াময়ী, নিশ্চয়ই দয়া কববেন । মা—মা—তবুও দয়া হচ্ছে না তোব ?

স্নকেতু । ঘাতক । বিলম্ব করছ কেন ? বধ কব ।

কেতু । কাকা । তুমি যে বল্তে, তুমি আমায় ভালবাস , তুমি আগে চ'লে যাচ্ছ, আমায় একবাব আদবও কব্লে না—একটা চুমোও খেলে না ?

স্নকেতু । [যূপকাঠ হইতে উঠিয়া] সতাই ত । আয়, বাবা, কেতুমান ।

[স্নকেতু কেতুমানকে আলিঙ্গন কবিতে অগ্রসর হইলে কেতুমান ক্ষিপ্ৰপদে যাইয়া যূপকাঠে মাথা দিরা বসিল ।]

কেতু । ঘাতক । এইবার আমার বধ কর ।

কালকেতু । } [নতজানু হইয়া] না, ঘাতক । আগে আমার
সুকেতু । } বধ কর ।

সহদেবের প্রবেশ ।

সহ । দুষ্ট ঘাতক । এত বিলম্ব করছিস কিসের জন্য ? কাব
অনুবোধে ? অবিলম্বে এদেব বধ কর ।

ঘাতক । মার্ক্জনা করুন, মহাবাজ । এ কাজ আমার দ্বারা হবে না ।
হত্যা-উৎসব নিয়েই আমি জীবনের এতগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এ
নিষ্ঠুর প্রাণ কখনও এমন ভাবে কেঁদে ওঠে নি । চোখেব জল বোধ
করতে পারছি না—চোখে দেখতে পাচ্ছি না—যে দৃশ্য দেখে আমার মত
নিষ্ঠুর ঘাতকেব চোখ ফেটে জল আসে, সে দৃশ্য দেখেও আপনি অবি
চলিত চিন্তে আমার এঁদেব বধ করতে আজ্ঞা দিচ্ছেন ? দেখছি, আপনি
নিষ্ঠুর নবঘাতকেবও ওপরে ।

পিঙ্গল । অকস্মাৎ । খজা আমার দাও ।

[খজা গ্রহণ]

বালক । স্থিৎ হ'য়ে ব'স । মহাবাজ--

সহ । এখনও আদেশের প্রতীক্ষা করছ, মস্ত্রি ?

পিঙ্গল । বালক, প্রস্তুত হও । [খজা উত্তোলন]

কেতু । মা—মা—

কাল । মা—মা—

সুকেতু । মা—মা—

[রণরঙ্গিনী মূর্তিতে মাঠে : মাঠে : রবে ডাকিনীগণ সহ চণ্ডিকার
আবির্ভাব, এবং শিশুর মস্তকে এক হস্ত স্থাপনপূর্বক খজা
উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান । ডাকিনীগণের গীত ।]

ডাকিনীগণ ।—

গান ।

আয় কে তোরা বড় খাব
 বক্তৃমুখী মাত্বে বণে ।
 ব'য়ে যাবে বক্তৃনদা
 ধরাব বুৎ উজান টানে ॥
 পাপের ভবে কাপছে ধরা থব থব থর,
 বুকফাটা দীঘখাদে ছলছে চমাচর,
 মাঝে মাঝে আগুনগুটি
 যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে স্রুটি,
 ভুবিয়ে দিতে পাগেব ধরা
 আজি জগন্মাতা বণাজনে ॥

কালকেতু ।	{	মা—মা—মা
সুকেতু ।		
কেতুমান্ ।		
সহদেব ।	{	কি হ'ল । একি অন্ধকার । কিছুই দেখতে পাচ্ছি
পিঙ্গল ।		

না যে !

চণ্ডিকা । [কালকেতু প্রভৃতিকে মুক্ত করিয়া, তাহাকে দিব্যাস্ত্র
 প্রদান করতঃ] বৎস । তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে—রজনী প্রভাত !
 এই অস্ত্র নিয়ে পাণ্ডু দলনে অগ্রসব হও । [ডাকিনী সহ অন্তর্দ্বান ।
 সুকেতু । এইবার পাপিষ্ঠ !

[কালকেতু সহদেবকে এবং সুকেতু পিঙ্গলকে বন্দী করিল]

সহ ও পিঙ্গল । আমাদের মার্জনা কর, ভাই, আমাদের রক্ষা কর ।

স্তনেত্রাকে লইয়া দেবলজীব প্রবেশ ।

দেবল । ভ্রতের মুখে বাম নাম কেন, বাবা ? নবহত্যা'র 'ববাট উৎসবটা শেষ ক'বে ফেল ? ক্ষুদ্র পিপীলিকার শক্তি নিয়ে মহাশক্তি'র প্রতিকূলে দাঁড়াতে চাও -এত স্পর্ধা তোমাদের ?

[আকিনৌগণ নেপথ্য হইতে গটুগাশ্য করিয়া উঠিল ।

সহ ও পিঙ্গল । ওঃ কঠোর অটুহাস্যে কর্ণ বধিব হ'য়ে গেল কালকেতু—সুকেতু—আমাদের মার্জনা কব ।

দেবল । মার্জনা চাইতে হয়, ওদের কাছে কেন ? মা'র কাছ চাও ।

সহ । মা কি আমাদের মত পাপাত্মাদের মার্জনা কবাবন, প্রভু ?

দেবল । কেন কবাবন না, সহদেব ? ম'বে দণ্ডামণী । সহদেব । বুঝতে পেরেছ—দৈবই চিবাঁদিন বলবান ?

সহ । বুঝাচ্ছি ব'লেই ও মার্জনা চাইছি, প্রভু ।

দেবল । মর্থ । আজ এ হত্যা-ওৎসব তুমি যে শুধু কালাকতুব সর্কনাশে উদ্যত হয়েছিলে তা নয়, নিজেরও সর্কনাশ করছিলে তা জান ?

সহ । সে কি, প্রভু ?

দেবল । কালকেতুব সঙ্গে তুমি তোমার সহোদরকেও হত কব'ছিলে ।

সহ । আমার সহোদব । কে আমার সহোদব প্রভু ?

দেবল । সুকেতু । এই নাও—সহদেব । তোমার ভ্রাতা ও গাঃ জাযাকে গ্রহণ কর ।

সহ । ভাই কালকেতু । স্নেহেব ভাইকে গ্রহণ কর'বাব পূর্বে তুমি আমায় ভাই ব'লে একবার আলিঙ্গন দাও । [কালকেতুব সহ আলিঙ্গন ।

মুরলার প্রবেশ ।

মুরলা । এই যে, দেশের শ্যাল-কুকুবগুলো মডার লোভে এইখানে এসেছে ।

কাল ও স্নকেতু । মা—মা—তুমি এমন হ'লে কেন, মা ?

মুরলা । ওরে, তোরা কে বে—তোবা কে বে ? আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ।

ফুল্লরার প্রবেশ

ফুল্লবা । মা—মা—এতদিন কোথায় ছিলে, মা ?

কাল । ফুল্লবা, সবই মায়ের ইচ্ছা ।

[ষবনিকা ।

প্রসিদ্ধ
পুস্তকালয়
নিজ্ঞাপন

পুস্তক-বিক্রেতা—

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৫১নং বিবেকানন্দ বোড,
“বাগী-পীঠ”,—কলিকাতা।

ম—১১

—প্রকাশিত হয়—

১১খানি জনপ্রিয় নৃশন নাটক

শ্রীপীচকাড চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মা

শশী হাজরাব শাস্ত্র অধ্যাপক আশ্রমী
কালকেতু ও চরিত্র কাহিনী মূল্য ১০

ভাস্কর পণ্ডিত

ভোজনাগ অধ্যাপক আশ্রমীত মূল্য ১০

চাঁদ সদাগর

কথাগোবিন্দ অধ্যাপক আশ্রমীত মূল্য ১০

মীনা ১২ রেবা ১২

বাক্সান ১০ ১০ ১০

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্র প্রণীত

জরাসন্ধ, বজ্রমৃষ্টি

গণেশ অধ্যাপক আশ্রমীত মূল্য ১০

নিতাইপদ কাব্যবৃত্ত প্রণীত

শান্তিহস্ত

ভাস্কর অধ্যাপক পাটিল আশ্রমীত মূল্য ১০

শ্রীঅঘোবচন্দ্র কাব্যতর্ক প্রণীত

নট বোল্পানোব কাব্য শব্দ অভিধান

শান্তিশেল

মেঘনাদ-বধ প্রমোদার চিত্রাশ্রমীত মূল্য ১০

শ্রীবৎস

শনিকোপে মহা-নন্দীতন, মূল্য ১০

প্রহ্লাদ-চরিত্র

আত্মজ অভিনব ভাবে রচিত, মূল্য ১০

নতুন নাটক প্রকাশিত হইল—গ্রহণ করন

শ্রীপাচাঁড় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
অভিনব পৌরাণিক নাটক

শম্বরাসুর

(শ্রীগো 'জ' আদর্শ নারী সজ্জ অতিনীত)

“যুগলবীণ” শম্বর অম্বরের

অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী ;

অমরা মেনকার প্রেম ও প্রতিহিংসা,

দেবাসুবে মহাসমর

রণাঙ্গণে মোহিনীর মোহভাল,

রুদ্রসেনের কঠোর পরীক্ষা,

পদ্মাসতীর সতীত্ব-গৌরব

শিষ্ট আজ্ঞায়, মাতৃকরে শিশুহত্যা

রেবতীর আলাময়ী উদ্বেজন

সকলই অপূর্ণ মনোমুগ্ধকর,

কল্পে সুন্দর অভিনয়, মূল্য ১০ মাত্র

সুসংবাদ । ছাপা হইতেছে ॥

“শম্বরাসুর” প্রণেতার নূতন নাটক

মানিনী সত্যভামা

(পারিজাত-হরণ)

(বীণাপাণি নাট্যসমাজে অতিনীত)

ঐক্যসহ ইন্দ্রাদি দেবগণের যুদ্ধ,

অজ্ঞানের সুভাষা-হরণ

বলরামের যুদ্ধোত্তম

কল্পিত নীতিমূর্তি ধারণ,

সত্যভামার দর্পচূর্ণ

কুলদীপক ও ঐক্যনাম-মাহাত্ম্য

প্রকৃতি আছে, মূল্য ১০ মাত্র ।

বৈষ্ণব প্রবর প্রপাচাঁড় দে সঙ্কলিত
সুগায়ক গোবিন্দ আধবাবীর

কুম্ভযাত্রা

১ম খণ্ডে— কল ৬ঙন, মান, মাধুর

ও খানি একত্রে, মূল্য ১৥

২য় খণ্ডে—সুবল-মলন, যোগী-মিলন

প্রভাস-মিলন একত্রে, মূল্য ১৥০

৩য় খণ্ডে—চাঁদ ধনা, কালিষ-দমন

নাচুঁর গোঁড় বিহাব একত্রে

মূল্য ১৥০

৪র্থ খণ্ডে, মণ্ডাল প্রবলী, দেয়াশিনী

মিলন, রুষ বাণী একত্রে, মূল্য ১৥০৫

৫ম খণ্ডে, দান গোলা, নৌকাবিলাস

তরুণ-বাঁদ, ১-মাই সন্মাস,

নিভা-গোলা একত্রে, মূল্য ১৥০

“সপ্তমাবতার” লেখক

শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত

সেই সঙ্করণ অক্ষপূর্ণ নাটক

অন্নপূর্ণা

(বা, দিবোদাস)

সত্যধর অপেরাপাট্টিতে অতিনীত,

কাশী-মাহাত্ম্যের পবিত্র কাহিনী

ইহাতে সেই নাভাস, প্রেমদাস,

সুখ, ধীরু সখর, সজ্জিত,

শ্রী, মানসী, মুকুল, শিলাবতী

প্রকৃতি সকলই আছে ।

ইহার কল সঙ্কলিত জানেন, মূল্য ১৥০ মাত্র

শ্রীমদাশোকচরিত্র সুবর্ণ-সুযোগ-নুতন নাটক

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত
সেই হৃদয়-মহনকারী নাটক

সপ্তরথী

(ভাণ্ডারী অপেরাপাটিতে অভিনীত)
বীরকুমার অভিমত্ম্যর বীরত্ব—
লক্ষ্যসহ কি সাক্ষর সমুখ-যুদ্ধ !
সপ্তরথী-শরে অভিমত্ম্য বধ ;
হৃদয়বধার্ষ শোকার্ণব পার্শ্ব-প্রতিজ্ঞা,
তজস্বিনী দ্রৌপদীর অলস উত্তেজনা,
গীতাময়ী সুভদ্রার সংঘম,
প্রতিহিংসাময়ী রোহিণীর ছায়ামূর্ত্তি ;
উত্তরার প্রেমপ্রবাহে শোকের বস্ত্রা,
ইহা কবির এক অমর-কীর্ত্তি !

মূল্য ১।।০ মাত্র

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত
সেই নবরস-বিকশিত নাটক

মহাসমর

(শশীহাজরার অপেরাপাটিতে অভিনীত)
দ্রুপদ-সভায় দ্রোণাচার্য্যের অপমান,
কুরু-পাণ্ডব মিলনে পাকাল-বৃদ্ধ ।
একলব্যের অপূর্ণ গুরুভক্তি !
কৌরব-সভায় শকুনির পাশাখেলা,
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
পাণ্ডব-নির্যাসন, অজ্ঞাতবাস,
বিরাটে ভীমের কীচক বধ,
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে—কৃষ্ণের কৌশল
বীরবর দ্রোণাচার্য্য বধ ।

মূল্য ১।।০ মাত্র

ভ্রাতৃ-বিনাস

স্বকবি শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত,
বিশাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত । এই
নাটকে এক চোখে কাঁদিবেন, অপর চোখে হাসিবেন । যমজ চিরজীবন ও যমজ
কিঙ্কর শতকর্ণধরের জন্ম-রহস্তে হস্তের কোয়ালা । মূল্য ১. মাত্র ।

অঘোর বাবুর অভিনব নাটক

বনদেবী

বা, সাবিত্রী-সত্যবান
সেই বনমধ্যে সত্যবানের প্রাণত্যাগ,
সাবিত্রীর সতীত্বের অপূর্ণ বিকাশ ।
নভীর তেজে যমের পরাজয়,
বৃদ্ধপতির পুনর্জীবন লাভ,
কর্ত্তব্য প্রাণি, অন্ধের চক্ষুদান,
যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বসমাবেশ ।

(সচিত্র) মূল্য ১।০ মাত্র ।

গ্রন্থকারের অন্ত কল্প রসান্বিত নাটক

প্রভাস-মিলন

(শ্রীমদাশোকচরিত্রের অভিনয়ার্থ)
ভক্ত ও ভাবুকের প্রাণের সামঞ্জস্য,
শ্রীমতীর বিরহ, যশোদার বাৎসল্য,
শ্রীদামাদি সখাগণের সখ্য,
গোপীগণের আকুল হাহাকার,
প্রভাস-যজ্ঞের সেই বিরাট দৃষ্ট,
সকলি হৃদয়ভেদী—মর্দঙ্গস্পর্শী ।

(বস্ত্রহ) মূল্য ১।০ মাত্র

নাট্যমোদীগণের সুবর্ণ-সুযোগ—নূতন নাটক

“অশানে মিলন” প্রণেতা শ্রীকবি
মিতাইপদ বাবুর প্রথম নিন্দিত

সপ্তমাবতার

[সপ্তমাবতার অপেরার অভিনীত]

একাধারে রামায়ণের সারাংশ

হরধনুর্ভঙ্গ, রাম-বনবাস,

মায়ামুগ, সীতা-হরণ,

তরঙ্গবধ, মেঘনাদবধ,

প্রমীলার চিতারোহণ,

রাবণবধ

প্রকৃতি সবই আছে, অতীত

বিচিত্রভাবে চিত্রিত। মূল্য ১৯০ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ-প্রণীত,

প্রতিজ্ঞা-পালন

[বা-১ অংশে প্রথম বর্ষ]

(শশী হাজার অপেরাপাটিতে অভিনীত)

কাহার প্রতিজ্ঞাপালন ? অর্জুনের ।

দ্বিতীয় অভিমুখ্যতুল্য বিকর্ণের বীরত্ব,

মাধবিকার প্রেম-পবিত্রতা !

বীর-শিশু বিরজাকুমার ও মণিভদ্রকে

জানি না, জীবনে কে ভুলিতে পারে !

প্রভাকরের হাশুপ্রভার প্রভাব !

উত্তরা, লক্ষ্মণা ও চান্দ্রিকার চরিত্র

অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। মূল্য ১৫০

প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত-স্বভাবচর্য চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শশী অধিকারীর যাত্রাপাটিতে অভিনীত ২ খানি গীতাভিনয়

অজামিল-উদ্ধার

১০. রুক্মিণী-হরণ ১০

সুন্দর সুললিত সঙ্গীত রচনায় ভবভারত বাবু অধিতীয়।

“কর্মফল” প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরকার প্রণীত

শশী অধিকারীর অপেরাপাটিতে অভিনীত ২ খানি নূতন নাটক

শ্বেতার্জুন

বীরবর শ্বেতবাহু রাজার সহিত

বীরেন্দ্র অর্জুনের যৌবনর সংগ্রাম

আর সেই সিংহবাহু, ক্রতানন্দ,

হংসধ্বজ, বৃষধ্বজ, কুশধ্বজ,

হবিষ্য, অমলা, কমলা, সুশীলা,

অঙ্গা, কুঙ্কিকা, কালিন্দী প্রভৃতি

জীবিত হইয়াছেন। মূল্য ১৯০ মাত্র।

বেদ-উদ্ধার

ইহার যশ সর্বত্র, সর্বজনে—সর্বক্ষেত্রে

বিরাই বীরত্ব, সদর্প তেজস্বিতা,

শম্ভুগ্রীব, হর্ষদ, সুমদ, সুধাম,

উগ্রোচারা, মনু, আজব, বিরাধ,

অঙ্গনা, রেণুকা, বাসন্তী, লহনা, কমলা

প্রভৃতির কার্যকলাপে, ঘটনাচক্রে

বিমোহিত করিবে। মূল্য ১৯০ মাত্র।

